Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/212

আমাদের কালীদা ও তপোবন কথামৃত

বিভূপদ কীর্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
3/212 Bhadaini, Varanasi-I
No....8/.......

Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

10-12-76				
1-1-77				
15-4-78				
15-5-78				
26-5-78				

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

3/212 Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1.5

[illegible]

আমাদের কাশ্মীর

আমাদের কাশ্মীর —
বিভূপদ কীর্তি। —

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

আমাদের কালীদা ও তপোবন কথামৃত

বিভুপদ কীর্তি

LIBRARY 3/2/2
No.......
Shri Shri ... BANARAS

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কপিরাইট : শেফালিকা কীর্তি

প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬

প্রকাশক :
সুব্রত কীর্তি
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
পশুপতি দে
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদশিল্পী :
রবীন দত্ত

পাঁচ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY 3/212
No. [illegible]
Shri Shri ... Ashram
BANARAS
PRESENTED

—উৎসর্গ পত্র—

এই সেদিন, ১৩৭৩ সালের মহাষষ্ঠীর শুভদিনে, কাশীধামে জাহ্নবী-তীরের মানস-সরোবর তীর্থে আমাদের কালীদা যেদিন মরদেহ ছেড়ে চলে গেলেন, সেইদিনই স্বপ্ন ও বাণীযোগে আমি আর আমার স্ত্রী হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে বসে তাঁর শেষ স্পর্শ টুকু পেয়ে বিহ্বল হয়েছিলাম। এখনও কানে বাজে সেই স্নেহসিক্ত কণ্ঠধ্বনি—"আমি কোথায় গেছি? এই ত আমি এত কাছেই রয়েছি। ও বিভুদা, কাঁদেন কেন?"

সেইদিন থেকে কালীদা যে নেই, সেই কথাটি আর মনে হয় না। সর্বত্র সর্বব্যাপী হয়ে তিনি রয়েছেন জেনেও মন যে ভরে না সে আমার নিজের মনের অক্ষমতায়। মনে জানি এই অক্ষমতার বেদনাটি কালীদা কোনদিন উপেক্ষা করতে পারবেন না। তিনি বলতেন —"তুমি দুর্বল ত নও, তোমার বল আছে সামান্য একটু দূরে।" কত দূরে তা অবশ্য বলেন নি। তাই নিয়ে যতদিন তাঁকে কাছে পেয়েছি, ভাবনা করি নি। এখনো করবো না।

কালীদার উদ্দেশে তখন যে ছোট কবিতাটি লিখেছিলাম পরপৃষ্ঠায় সেটি তুলে দিলাম। পরিশিষ্টে আমার আরও একটি কবিতায় আমার নৈবেদ্য সাজিয়ে দিলাম। কালীদার নিজের লেখা কয়েকটি কবিতাও এখানে তুলে দিলাম।

আমাদের কালীদার এই পুণ্য প্রসঙ্গ আমাদের সবাইকার হাতে তুলে দিলাম। আমার প্রিয়জন, যাঁরা কালীদাকে দেখেছেন বা দেখেন নি, জেনেছেন বা জানেন নি, অথচ কালীদার প্রীতি যাঁরা অজস্রভাবে পেয়েছেন, তাঁদের অসংখ্য নামের মধ্যে কয়েকজনের নাম স্নেহভরে আমাদের কালীদার নামাঙ্কিত রচনাটির উৎসর্গ পত্রে সানন্দে সংযুক্ত করে দিলাম:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজীদা, হেমদা, অমলদা, অমূল্যদা, রামনন্দনদা, প্রমথদা, রোহিণীদা, মাখন, হেরম্বদা, ধীরঞ্জন, মণি গুহ, হামিদভাই, চৌধুরীভাই, জাকিয়া, নীলাদ্রিভাই।

নান্তু, তারক-তপতী, জগদীশ-সাধনা, মনীষী-নন্দিতা, শচীপতি-আরতি, বীরসিং-প্রীত, সুদর্শনা, শীলা, অনুপমা, স্নেহমাসী, রেবা, খুকু, মায়া-মহামায়া, মধু-রেণু, প্রভাদি, অজিতদা।

কৃষ্ণা, স্বাতী, সুব্রত, মৈনাক, মনামী, ও বাসুদেব মুখোপাধ্যায়।

'আমাদের কালীদাকে' তাঁর নামেই উৎসর্গ করে আমি ধন্য হলাম।

বিভুপদ কীর্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY 3/212
No. 9/
Shri Shri Ma ... mayee Ashram
BANARAS

* * *

এই আকাশের অসীম লোকে
ছড়িয়ে গেলে আলোর মাঝে
ক্ষণিকের এই দীপশিখায়
তোমারে আর ধরলো না যে।
সামান্য এই সীমার পুঁজি—
কোথায় তোমায় পাবো খুঁজি,
যে সুর হেথায় থেমে গেল
কে জানে সে কোথায় বাজে।

এবার ত আর আড়াল নাহি
নাহিক কোন কালের বাধা
বাজে অরূপ একটি ধ্বনি
মহাকালের বীণায় সাধা।
এস আমার আঁধার ঘরে
বেদন জাগা এ অন্তরে—
দেখি তোমায় নতুন রূপে
অরূপ আকাশ কেমন রাজে।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই লেখকের ঃ

মহর্ষি রমণ	৪·৫০
মিলারেপা (তিব্বতের প্রাণপুরুষ)	৪·৫০

কয়েকটি ইংরেজী ভাষা শিখিবার বই

Speak English as you please	2·50
English Self-Taught (এক মাসে ইংরেজী শিক্ষা)	3·50
Write business as you please	2·00
Higher English Self-Taught	4·75
A Hand Book of Idiomatic Spoken English	4·50

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ লেখকের নিবেদন ॥

কালীদাকে যাঁরা দেখেছেন বা কোন না কোন শুভযোগে তাঁর কাছে আসবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের কাছে কালীদা কে বা কী, এ প্রশ্ন অবান্তর ও অর্থহীন। কালীদার লৌকিক পরিচয় কী তাও জানতে চাইবেন না। কালীদাকে যাঁরা বহুদিন ধরে দেখেছেন, এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর অনির্বচনীয় মায়ায় জড়িয়ে গেছেন, কালীদা বলতে তাঁরা যা বুঝেছেন—তা কোন দেহধারী রক্তমাংসের মানুষই নয়। কালীদাকে কালীদা বলে জেনেই তাঁরা কৃতার্থ।

অতএব আমার এ কৈফিয়ৎ তাঁদের জন্য নয়। তাঁরা বুঝবেন যে কালীদার জীবনী বা ব্যক্তিগত পরিচয় লেখা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়।

যাঁরা কালীদার নাম শোনেন নি অথবা তাঁর দেখা পান নি তাঁদের কৌতূহল মেটাবার মত কোন কিছুই এখানে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে কেবল কৃপণের ধনের মত করে সঞ্চয় করে রাখা কয়েকটি সম্বোধির মণিমাণিক্য, সত্য-সম্বোধনের আলোকে ভাস্বর কয়েকটি অমূল্য তপোবন-কথিকা। চরমতম কল্যাণের বীজ এই বাণীগুলির মধ্যে নিহিত আছে এই বিশ্বাসেই এগুলি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হল। যাঁর কৃপায় এই দুর্লভ বস্তুগুলি পেয়েছি তাঁর কৃপাদৃষ্টি যেখানে পড়বে সেখানেই এই অমর বীজ অঙ্কুরিত হয়ে আকাশের পথে আলোর পানে হাত বাড়াবে।

সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী তপস্বী বলতে যা বোঝায় কালীদা তা নন। নরদেহে যতদিন ছিলেন, সবাইকার সঙ্গে সবাইকার মত হয়েই তিনি বিরাজ করেছেন: সবাইকে ভালবেসে, সবাইকে ভালবাসিয়ে, সবাইকার মধ্যে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন। সুখী, দুঃখী, ভালো মন্দ, সবাইকে প্রেমের শৃঙ্খলে বেঁধে একান্তভাবে আপন করে নিয়েছেন। তাঁর কাছে এসে রিক্তহস্তে কেউ ফিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় নি। কালীদার এই পরিচয়টুকুই জীবনের শ্রেষ্ঠ দানরূপে চিরদিন তাঁদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমিও কেবল এইটুকুই তাঁর সম্বন্ধে জানি।

বন্ধুর কথা ও তপোবন-কথিকার যেটুকু এখানে সঙ্কলিত হয়েছে সে সমস্তই কালীদাকে পড়ে শুনিয়েছি এবং তিনিও কৃপা করে সেগুলি শুনেছেন। তাঁর অনুমতি না পেলে এ রচনা প্রকাশ করার দুঃসাহস আমার হত না। তথাপি যদি এর কোন ভুলভ্রান্তি থাকে, আমি জানি সেই ক্ষমাময় আমার অক্ষমতাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। কখনো কারুর দোষত্রুটি তিনি দেখেন নি বলেই আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত। সেই নিশ্চিন্ততার আনন্দে কালীদার অক্ষয় ভাণ্ডারের কয়েকটি মহামূল্য আহরণ তাঁরই নামে তাঁরই উদ্দেশে অর্ঘ্যের মত করে নিবেদন করলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

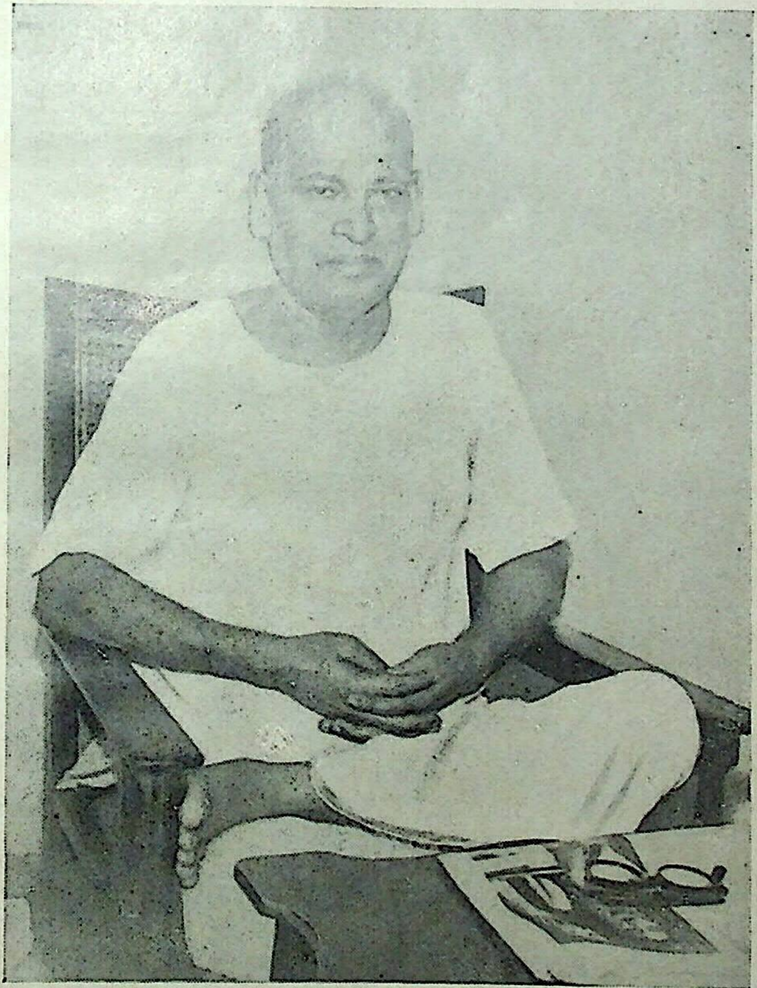

যোগীশ্বর কালিপদ গুহ রায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

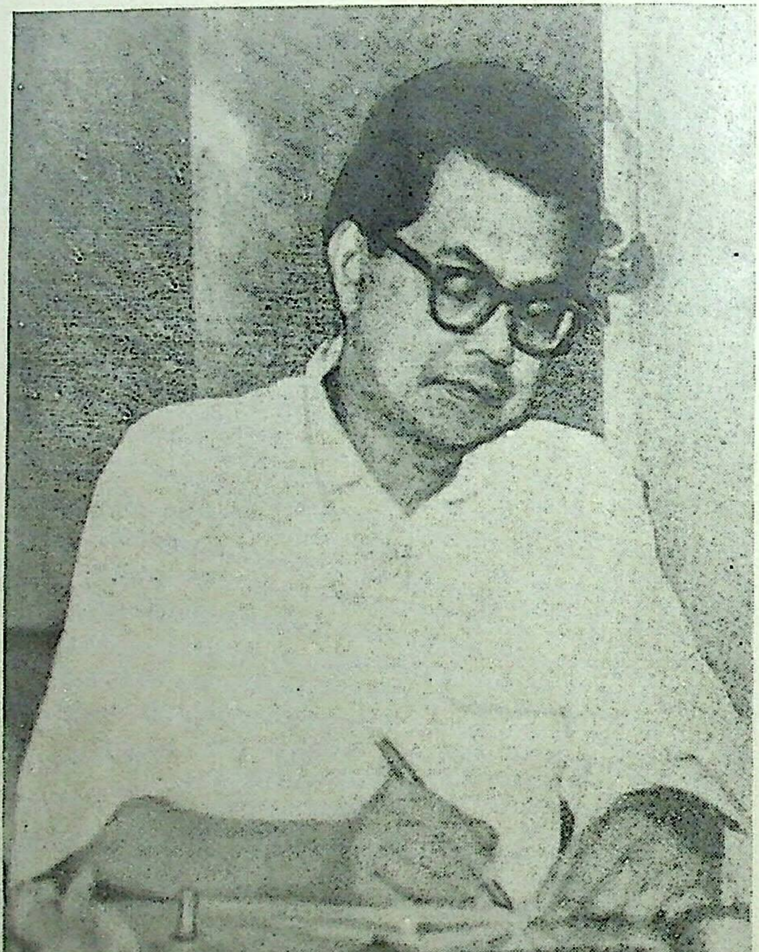

সাধক বিভুপদ কীর্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ পটভূমিকা ॥

সেদিনকার কথাটি এত বিশেষ ভাবে মনে আছে কেবল যে সেদিনকার অবিচ্ছিন্ন ধারাবর্ষণের জন্য তা নয়। আরও বহুবিধ কারণেই সে দিনটি আমার কাছে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। স্মৃতির পাতা একটু উলটে দেখলে হয় তো সঠিক ভাবে বার তারিখ পর্যন্ত বলে দিতে পারি। কিন্তু তার তো বিশেষ কোন সার্থকতা নেই।

সকাল হবার আগে থেকেই সেদিন আকাশে জমেছে মেঘের সমারোহ। সারারাত্রি মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গিয়ে পথঘাট জলে ডুবে আছে। বাইরে বেরোবার উপায় নেই দেখে মনটাও হয়ে আছে মেঘাচ্ছন্ন। ছুটির দিনটা এমন করে মাঠে মারা যাবে ভেবে মনে একটুও সুখ নেই। কি করা যায়, তাই ভাবছি; এমন সময়ে হঠাৎ টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো। আমার মনে হল যেন ঠিক এই জন্যই কান পেতে অপেক্ষা করে ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলাম এ আহ্বান কালীদার না হয়ে যায় না।

"কি করছেন বাড়িতে বসে বসে?"

"বন্দী হয়ে আছি, কালীদা; রাস্তা ডুবে আছে, বাইরে বেরুবার উপায় নেই।"

"উপায় খুব আছে: একটু পা ভিজে যাবে এই যা। ট্যাক্সি চেষ্টা করলেই পাওয়া যায়। ভাড়ার টাকাও আমার কাছে আছে। কিন্তু এবেলা আসার আর প্রয়োজন নেই। আমি বাসা থেকে ফোন করছি না। রাত থাকতে বেরিয়ে এসেছি। কখন ফিরি কিছুই ঠিক নেই। বিকালের দিকে বৃষ্টি একটু ধরে এলেই শ্যামপুকুরে চলে আসুন: বাড়িতে বলে আসবেন আজ রাত্রে এখানেই খেয়ে যাবেন। তখন কথা হবে, এখন তাহলে রাখি।"

LIBRARY
No.........

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামান্য ক্ষণের সামান্য কয়েকটি কথা ঃ কিন্তু এরই জন্য সারা প্রাণ যেন উৎকর্ণ হয়ে থাকে। যখনই ডাক আসে, তখনি সমস্ত কিছু ফেলে তাঁর কাছে ছুটে চলে যাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে থাকি। কথা যে এমন বিশেষ কিছু তা নয়। লোক আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। কত রকমের কত লোক, কত রকমের সমস্যা নিয়ে আসে। প্রত্যেকের প্রতিটি কথা কালীদা কান পেতে শোনেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কত কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাঁর জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে কি যে আশ্চর্য দরদ ফুটে ওঠে ঃ মনে হয় যেন সবাইকার সব বেদনা তিনি নিজের প্রাণে অনুভব করেন। সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি থেকে শুরু করে কত ধরনের কত আলোচনার স্রোত বইতে থাকে। রঙ্গ-রসিকতা কিছুই বাদ যায় না। বৈঠক শুরু হলে কখন যে শেষ হবে তা কেউ বলতে পারে না। যতক্ষণ পারি ধৈর্য ধরে বসে থাকি ; মনে জানি সবাই তো আর আমার মত নিষ্কর্মা নয়। এক সময়ে না এক সময়ে সবাই একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেলেই আমার অপেক্ষা সার্থক হবে, বন্ধুর কথা যাজ্ঞ্যবল্ক আশ্রমের কাহিনী কালীদার মুখে শোনার সুযোগ পাব।

এই মহেন্দ্রক্ষণ আমার জীবনে বৎসরের পর বৎসর ধরে কতবারই তো এসেছে। বিশেষ কোন একটা জন্মান্তরের পুণ্যফল না থাকলে এই সব পরম দুর্লভ অমৃতবাণী শোনবার সৌভাগ্যই বা আমার হল কেন? শতচ্ছিদ্র পাত্রে যদি তার শতাংশের একাংশও ধরে রাখতে না পেরে থাকি, সে ত্রুটি একান্তভাবে আমার নিজের। সত্য সাক্ষাৎকার রূপে বর্ণিত তপোবন কথিকাগুলি যেমনটি শ্রুতিগোচর করেছি, তা যদি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হত, তা হলে বৃহদারণ্যকের অধিষ্ঠাতা পরমপুরুষের আর একটি পরমাশ্চর্য পরিচয় পাওয়া যেত। জন্মান্তরের পুণ্যফলে অজস্র ভাবে যা শুনেছি, এ জীবনের শূন্যফলে তার অধিকাংশই ব্যর্থ হয়ে গেছে বলে দুঃখ করি না, কারণ তাতে কোন লাভ নেই। কিন্তু অনেক অপচয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরেও যেটুকু অবশিষ্ট আছে আমার মনে হয় জীবন-দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে তার মূল্য কিছু কম নয়। রত্নখনির অপরিমেয় ভাণ্ডার নাই যদি বা মেলে, যেটুকু পেয়েছি—তারও মূল্যায়ন আমার সাধ্যাতীত। সেই অমৃতকণাগুলি যদি কিছু কিছু পরিবেশন করতে পারি; তাতেই নিজেকে ধন্য মনে করবো। সেই অক্ষম প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হয়ে কালীদার কৃপার পানে চেয়ে বসে আছি।

কৃপার কথায় আজ আবার নতুন করে মনে হল, কালীদার কৃপা কোনদিন কাউকে হাত পেতে চেয়ে নিতে হয় নি। কোনগতিকে, যে কোন অজুহাতে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেই হল। চেনা-অচেনার ভেদ নেই, যোগ্যতা-অযোগ্যতার হিসাব নেই, মুহূর্তের মধ্যে যে কোন লোক হয়ে উঠতো তাঁর আপন জন। কার কোথায় ব্যথা, কার কিসের অভাব, কেমন করে যে এত সহজে, এমন অনায়াসে তিনি বুঝে নিতেন, তা কেউ জানে না। অহেতুক ভালবাসার কি মন্ত্রে যে বিভিন্নধর্মী নানা ধরনের, নানা দেশের, নানা বয়সের মানুষগুলিকে ক্ষণিকের পরিচয়েই এমন করে আত্মসাৎ করে নিতেন, সে রহস্যের কোন সমাধান বুদ্ধি দিয়ে পাওয়া যাবে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যতদিন প্রাণের মানুষ কালীদাকে কাছাকাছি পেয়েছি ততদিন সেই ব্যক্তিত্বহীন মহাব্যক্তিত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনের কথা একেবারেই মনে হয় নি। মনে হয়েছে কালীদা আছেন, একবারটি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই হল, দূর থেকে তাঁর কথা একটু মনে করলেই তিনি সবকিছু প্রশ্নের উত্তর দেবেন, সবকিছু সমস্যার সমাধানের ভার নিজের হাতে তুলে নেবেন। কালীদা যে আছেন, সদাসর্বদা এই বোধটি এমন করে সমগ্র অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রাখতো যে তাঁর সম্বন্ধে কোনরকম প্রশ্ন জাগবার অবসর থাকতো না। জীবনের যে কোন জটিল সমস্যার কথাটি কালীদাকে একবার জানিয়ে দিতে পারলেই, তার পরে আমার আর করণীয় কিছুই থাকতে পারে না—এমন একটা অবোধ বিশ্বাস ও দ্বিধাহীন নির্ভরতার ভাব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মনের মধ্যে জেগে থাকত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝতেই পারেন না। সিগারেট মুখে দিয়ে সেটা জ্বালাবার কথাই মনে থাকে না। আবার হয়তো মুখে সিগারেট না থাকলেও দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে মুখের কাছ পর্যন্ত এনে অপ্রতিভ হয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসেন ; কিন্তু আগের মত সহজ ভাবে আমি যেন আর সে হাসিতে যোগ দিতে পারছি না। আজ আপনাকে বহুদিন পরে কাছে পেয়ে মনের কথা খুলে বলছি। কালীদা জানলে কি বলবেন জানি না।"

আমি হেমদাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, "এ সব কথা তাঁকে আমি বলতেই বা যাবো কেন? আর এ সব কথা আমাকে এর আগে কখনো তো বলেন নি।"

আমার কথার উত্তরে হেমদা বললেন, "কখন বলি বলুন? সান্ধ্য আইনের কল্যাণে গত কয়েক মাস ধরে আপনি তো বেশিক্ষণ থাকতেই পারেন না। সন্ধ্যার পরেই পথঘাট অন্ধকার হয়ে যায়, মিলিটারি পুলিশ আর সাঁজোয়া বাহিনীর ঠেলায় রাস্তা দিয়ে চলার উপায় নেই। কাজকর্মের ফাঁকে দিনের বেলায় এক আধটুকু যখন আসেন, আপনার সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলবার সুযোগ পাই কোথায়? কালীদা বাড়ি থাকলে তাঁর সঙ্গে কথা কয়েই আপনি চলে যান ; না থাকলে বাইরে থেকেই সরে পড়েন। ভাল কথা, আজ এমন সময় এলেন, বাড়ি ফিরবেন কি করে? একটু পরেই তো পথঘাট অন্ধকার হয়ে যাবে।"

হেমদার কথায় আমার খেয়াল হল, সত্যিই কি ভাবে যে এতখানি পথ অতিক্রম করে বাড়ি ফিরে যাব, সে কথাটা এতক্ষণ পর্যন্ত আমার মাথাতেই আসে নি। বাড়িতে বলে এসেছিলাম, 'যাব আর আসব' ; এতদূরে যাচ্ছি সে কথা বলি নি। কালীদা ডেকেছেন, এই কথাটাই মনের মধ্যে জেগে ছিল বলেই কোনরকমের বাস্তব সুবিধা অসুবিধার চিন্তা মাথায় আসে নি। হেমদার প্রশ্নে এখনও যে বিশেষ কোন উদ্বেগ মনে দোলা দিল বলে মনে হল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বললাম, "সে চিন্তায় লাভ কি? ফিরে যেতে না পারি, এখানে তো আর আমার আতিথ্যের কোন অভাব হবে না। এবার, আমার ভাবনা ছেড়ে যা বলছিলেন, তাই বলুন।"

হেমদা বললেন, "সেই কথাই তো বলতে চাই। কয়েক মাস ধরে যে সব ব্যাপার দেখছি, তার কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা যে বলব, কোথা থেকে শুরু করব, তাই তো ভেবে পাই না। সত্যি বলছি আপনাকে, মাঝে মাঝে ভাবনায় আমার রাত্রে ঘুম হয় না। অসংসারী উনি চিরদিন ; সেটা কিছু নতুন কথা নয়। কিন্তু এখনকার ভাব যেন আলাদা এক জাতের—যা বুঝিয়ে বলা যায় না। কথা যখন বলেন, মনে হয় যেন তার আদি অন্ত নেই ; সে যে কি অপূর্ব ভাষা, কি যে তার ঝঙ্কার, বলে বোঝানো যায় না। আর ভাবের কথা যদি বলেন, আমার মনে হয়, তার তুলনা পৃথিবীর কোন দেশের কোন দর্শনশাস্ত্রে পাওয়া যাবে না। বুঝি বা না বুঝি, এমন কোন দর্শনশাস্ত্র নেই যা আমি ঘাঁটি নি। কালীদার মুখে যা শুনি, সে এক অভিনব বস্তু, তার উপমা নেই। বিস্ময়ের ব্যাপার কি জানেন, ওঁর মুখে যা শুনি, তার চেয়ে গভীর কথা কোন শাস্ত্রে নেই—অথচ মনে হয় তার চেয়ে সহজ ও স্বাভাবিক কথা কিছুই হতে পারে না। শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মনে সাড়া ওঠে—এই তো সত্য, সাক্ষাৎ সত্য, পরম সত্য, চরম সত্য। বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝার অপেক্ষা রাখে না, যা আলোর মত স্বপ্রকাশ, আনন্দ বেদনার মত প্রত্যক্ষ।

"ভাবছেন, এ আমার অতিশয়োক্তি? কালীদা কবি মানুষ, ভাবুক মানুষ, যা বোঝেন সোজাসুজি বোঝেন, যা মনে আসে তাই বলেন, ছল কপটের কোন ধার ধারেন না, ওঁর ভালবাসায় কোনখানে গণ্ডী টানা নেই। এ সব পরিচয় ওঁর প্রত্যেকটি বন্ধু জানে। তারা এ কথাও জানে যে ধর্ম বা দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে ওঁর কোন দিন কোন মাথা-ব্যথা নেই। আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গে কিছুমাত্র আগ্রহ কেউ কোনদিন ওঁর মধ্যে দেখে নি। বরং কথায় কথায় বলতে শুনেছি—'যা চোখে দেখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় না, কানে শোনা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না তাই নিয়ে মাতামাতির কোন অর্থ হয় না। ভগবান যদি থাকেন, তিনি এত বড় যে মানুষের ছোট তুটি হাতের নাগাল তাঁর কাছ পর্যন্ত পৌঁছাবে না। ধ্যান ধারণা করে তাঁকে ধরবে যে ভাবে, আমি তাকে আত্মপ্রতারক বলি। আমার মধ্যে তিনি নেই তা বলি না, কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য তাঁর মধ্যে আমি আছি। তাঁর কাজ তিনি করুন, আমার কাজ আমি করি। নিজের ক্ষমতাকে ডিঙিয়ে যেতে কেউ পারে না। সেই জন্যই এই সব অর্থহীন আধ্যাত্মিক আড়ম্বরে আমার কোন আগ্রহ নেই। কর্মকৌশলের জাল পেতে যারা পরমাত্মাকে বাঁধতে চায়, তারা যদি ভণ্ড না হয়, নিশ্চয়ই অজ্ঞ বা উন্মাদ।'

"কয়েক মাস আগে পর্যন্ত এই ছিল যাঁর মনোভাব, এমন আশ্চর্য পরিবর্তন তাঁর হল কি করে, আমি তার আভাস পাই, কিন্তু সঠিক জানি না। পাশাপাশি তুটি ঘরে আমরা থাকি, একসঙ্গে উঠি বসি, খাই দাই—আমাদের মনের কোন কথা কারুর কাছে গোপন নেই, অন্ততঃ এ যাবৎ ছিল না। তাই মাঝে মাঝে ভারি অবাক লাগে ভাবতে যে এত কাছের চিরদিনের চেনাজানা মানুষটি হঠাৎ এমন হেঁয়ালি হয়ে উঠল কি করে? খোলাখুলি ভাবে যাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার কোনদিন বাধে নি, আজ কেন যে সেই চেনা-জানা মানুষটিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না, তাও বুঝতে পারি না।"

আমি বললাম, "কেন, জিজ্ঞাসা করলে কি তিনি কোন উত্তর দেন না, বা অসন্তুষ্ট হন?"

হেমদা বললেন, "মোটেই নয়। বিনা জিজ্ঞাসায়, নিজের খেয়ালে কত কথাই তো বলেন। শোনার সময়ে চোখের সামনে সত্য যেন জ্বলজ্বল করে ওঠে, কিন্তু পরে যখন ভাবতে বসি তখন আর ভাবনার কূল কিনারা পাই না। কালীদাকে সে কথা বললে তিনি হেসে বলেন—'নাই বা বুঝলেন, ভুলে গেলেই বা ক্ষতি কি? মাটির তলায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত বীজ ঘুমিয়ে থাকে, সে খবর মাটি যদি না রাখে তাতেই বা কি? সময়টি হলেই দেখবেন তারা একে একে আলোর ডাক শুনে আকাশের পানে মুখ তুলে চাইবে। অকস্মাৎ একদিন ধূসর মাটি ছেয়ে যাবে শ্যামলতায়। এ সব তো অধ্যাত্ম তত্ত্ব নয় যে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। এ সব তপোবনের সত্য সাক্ষাৎকার। মহর্ষি যাজ্ঞ্য-বল্কের কথা।' তাঁর কথা শুনে বৃহদারণ্যকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নতুন করে অনুসন্ধান করেছি। আবার কালীদাকে বলেছি—'মহর্ষি যাজ্ঞ্যবল্কের উপনিষদে এ সব কথা তো কোথাও পেলাম না।' কালীদা হেসে বলেছেন—'আমি তো পুঁথিপত্রের কোন খবর রাখি না। সেখানে কি আছে তাও জানি না। তবে, সব কথা কি আর গ্রন্থে লেখা থাকে?'"

আমি বললাম, "তবে জিজ্ঞাসা করলেন না কেন তিনি এ সব কথা কোথায় পেলেন?"

হেমদা বললেন, "মনে হয়েছিল, কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করার সাহস হল না। জিজ্ঞাসা করলে হয়তো উত্তর দিতেন, কারণ কোন প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া কালীদার স্বভাব নয়। কিন্তু কি জানি কেন, মুখ দিয়ে জিজ্ঞাসাটি কিছুতেই ব্যক্ত করতে পারলাম না।"

আমি বললাম, "হেমদা, আপনি যা বললেন তাতে বোঝা গেল যে কোন কারণেই হোক কালীদার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। যে দু বছর ধরে আমি ওঁকে দেখে আসছি, বরাবরই লক্ষ্য করেছি ওঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি। সত্যিকারের ভাবুক ও প্রেমিক মানুষের ভাবনায় সত্যের আসল রূপটি ধরা পড়া কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। ওঁর কথা ভেবে আপনার রাত্রে ঘুম না হওয়ার মত কি ঘটেছে তা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

হেমদা উত্তর দিলেন, "সেই কথাই তো বলছি। আপনিই বলুন এখনকার এই যুদ্ধের দিনে, মানুষের প্রাণের যখন কোন মূল্যই নেই, রাত্রির পর রাত্রি ধরে যদি কোন প্রিয়জন পথে পথে টহল দিয়ে বেড়ায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনশূন্য গড়ের মাঠে বা ইডেন গার্ডেনে বা খিদিরপুরের ডক আর ফোর্টের আশেপাশে গঙ্গার ধারে অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়, তাতে কি মনে শান্তি থাকে? কাঠফাটা গরমে যদি কেউ সারাদিন ধরে খোলা ছাদে রোদ্দুরে গিয়ে বসে থাকে, আপনিই বলুন সেটা মনে করতে কেমন লাগে। একসঙ্গে দু-তিনদিন ধরে চলল নিরম্বু উপবাস—কিছু বলবার উপায় নেই, রুদ্ধ দ্বারে হাজার ঠেলাঠেলি করলেও কোন সাড়াশব্দ নেই। কতদিন এমনি হয়েছে। এমন অবস্থায় নিজের মুখে ভাতের গ্রাস তুলে দিতে কেউ পারে? একদিন আমরা সবাই না খেয়ে বসে আছি, আমার মেয়ে খুকু বলল, 'আমি একবার দেখে আসি; একটা জানলার খিল ভাঙা আছে, আমি জানি।' পরক্ষণেই সে ফিরে এসে বলল, 'মিছেই তোমরা খাওয়া বন্ধ করে বসে আছ; দেখবে এস, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ, কিন্তু ও ঘরে মামা নেই। আমি জানি তিনি কোথায় গেছেন। তোমরা নিশ্চিন্ত মনে খেয়ে-দেয়ে নাও, ক্ষিদেয় আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।' তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুই কি করে জানলি তিনি কোথায় গেছেন?' খুকু বলল, 'সে কথা বলা বারণ, আমি সে সব কথা কারুর কাছে বলতে পারব না।' তার কথা শুনে, আমরা সবাই খোলা জানলা দিয়ে ছোট ঘরখানির চারিদিক দেখে এলাম। ঘর শূন্য; তাঁর জামা জুতো সব কিছু যেমন যেখানে ছিল সব পড়ে আছে, কালীদা নেই। অথচ কয়েক ঘণ্টা বাদে সেই শূন্য কক্ষ থেকেই কালীদা সশব্দে খিল খুলে বেরিয়ে এসে রাত্রি বারোটার সময়ে হুকুম দিলেন, 'আমার জন্য এক হাঁড়ি খিচুড়ি রাঁধ: আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে।' রাত্রি দুটোর সময়ে খেতে বসলেন। মানুষে যে এত খেতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এক হাঁড়ি খিচুড়ি প্রায় সাতজনের খাদ্য সব খেলেন; তারপর বললেন, 'আর কি আছে আন।' এক ঘড়া মুড়ি বাড়িতেই ছিল। তাতেও ক্ষুধার শান্তি হল না দেখে আমি পাড়ার ময়রার দোকান থেকে, তাদের ঘুম ভাঙিয়ে তিন সের রসগোল্লা নিয়ে এলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কোথাও কিছু না পেয়ে সরাই ভর্তি সমস্ত জলটা পান করে বললেন, 'আর আপনাদের কষ্ট দেব না, নইলে আমি আরও অনেক খেতে পারতাম।' এত খাদ্য গেল কোথায় বলতে পারেন?"

আমি বললাম, "তাঁকেই তো সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারতেন।"

হেমদা বললেন, "এ কথার উত্তর তো আগেই দিয়েছি। সাহস হল না। খুকুর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিনা মনে নেই। হয়তো উনি নিজেই বলেছিলেন, এমনও হতে পারে। বলেছিলেন, 'মাত্র পাঁচ-ছ বছর বয়স বলে ওকে তুচ্ছ করবেন না। এখন ও যা বলবে তাই সত্য হবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ও যে হাত পা ছোঁড়ে, সেদিকে একটু লক্ষ্য রাখলেই দেখবেন কঠিন কঠিন যোগাসন ওর দেহে হয়ে যাচ্ছে। চিন্তার কিছু নেই। এ সব ওর জন্মান্তরের ব্যাপার: বয়স বাড়লেই আর পাঁচজনের মত হয়ে যাবে।'"

কালীদার বিচিত্র রূপান্তরের কথা শুনে যত না বিস্মিত হলাম, তার চেয়ে অবাক হলাম খুকুর কথা শুনে। মাত্র পাঁচ-ছ বছর বয়সের ফুটফুটে হেমদার ছোট মেয়ে খুকু। জিজ্ঞাসা করলাম, "খুকু আর কি বলে, হেমদা?" চিন্তিত ভাবে হেমদা বললেন, "বলে তো অনেক কথাই। নিছক ছেলেমানুষি বলে সে সব কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। খেয়াল খুশি না হলে কিছু বলতে চায় না। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেই বেঁকে বসে। কিন্তু বিনা জিজ্ঞাসায় মাঝে মাঝে যা বলে তা খুবই বিস্ময়কর। আপনি যে আজ এই দুর্যোগ মাথায় করে আসছেন, তা খুকু জানল কি করে? আর ও একটি আশ্চর্য কথা আপনার বিষয়ে আমাকে বলেছে। কিন্তু আপনাকে বলতে বারণ করেছে; সে নিজেই সে কথা আপনাকে বলবে বলেছে। দাঁড়ান, ওকে ডাকছি।"

হেমদার ডাকে খুকু সে ঘরে ছুটতে ছুটতে এসে প্রবেশ করল। হেমদার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, "তুমি বল নি তো, বাবা?" হেমদা মাথা নেড়ে বললেন, "আমি কিছুই বলি নি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমানন্দে আমার কোলের উপরে চড়ে খুকু বলল, "অফিসের কাজে তুমি নাকি বোম্বাই যাবে?"

অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে বললাম, "সেই রকম একটা কথা ছিল, তুমি কি করে জানলে? এই সপ্তাহের শেষেই আমার যাবার কথা।"

আমার বিস্ময়ের মাত্রা আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়ে খুকু বলল, "এই সপ্তাহের শেষে নয়—এর পরের মঙ্গলবার যাবার দিন স্থির হয়েছে। কিন্তু তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। তোমার অফিসের লোকগুলো মোটেই ভাল নয়। ওখানে আর তোমার থাকা চলবে না। কালই তুমি ও কাজ ছেড়ে দেবে, দেখ। আসবার সময় বলে এস সোমবার রাত্তিরে ওদের বড় অফিসের উপরে বোমা পড়বে।"

আমি বললাম, "বল কি খুকুমা? এ বাজারে চাকরি গেলেই যে মহামুস্কিলে পড়ব। আর এত যে কাণ্ড হতে চলেছে আজ পর্যন্ত আমি তো তার কিছুই জানি না।"

পরম বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে খুকু বলল, "তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না, আমি জানি। কিন্তু কালই বুঝবে, আমার কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু চাকরির জন্য ভেবো না। সাত দিনের মধ্যে এর চেয়ে অনেক বড় অফিসে অনেক ভালো চাকরি তোমার জন্য ঠিক হয়ে আছে।"

হেমদা বললেন, "এই শেষের কথাটা তো আমাকে বলিস নি?"

অম্লান বদনে খুকু বলল, "না বলি নি, সব কথা আগে থেকে তোমাকেই বা বলবো কেন? তোমরা মামার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করো—আমি কি কিছু বলি?"

আমি বললাম, "কিন্তু কেন বলো না খুকু?"

খুকু বলল, "বা রে, বলতে যে বারণ। কি করে বলব?"

আমি বললাম, "কালীদা বুঝি বারণ করেছেন?"

খুকু বলল, "মামা আমাকে কিছুই বলে নি। আমার একটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুড়ো ছেলে আছে সে বারণ করেছে। নইলে আমি আর বলবো না কেন? সে যা বলে তাই আমি করি। যা বলতে বলে তাই বলি; যা বলতে বারণ করে কিছুতেই মুখ দিয়ে বার করতে পারি না।"

আমি বললাম, "কে তোমার সেই বুড়ো ছেলে?"

খুকু বলল, "তার নাম তো আমি জানি না। নাম জানলেই বা তাকে চিনবে কি করে? আমি ছাড়া তাকে কেউ দেখতেই পাবে না।"

আমি বললাম, "কেউ যদি দেখতে পায় না, তবে তুমিই বা তাকে দেখো কি করে?"

খুকু আনমনা হয়ে বলতে লাগলো, "সেই কথাটা আমিও ভাবি; কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি না। ভাবতে গেলেই কত কি আশ্চর্য ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে: সে এক ভারি সুন্দর ছবি। নদীর ধারে চমৎকার একটি বাগান, কত গাছ, কত ফুল, কত পাখী, কত ময়ূর, কত হরিণ সেখানে খেলা করছে। ছোট ছোট কত কুটির, গাছতলায় কত মুনি ঋষির মেলা। পূজা হচ্ছে, মন্ত্র পাঠ হচ্ছে, আরো কত কি হচ্ছে। সব যেন আমার গোলমাল হয়ে যায়। তাই তো তোমাদের বলি এ সব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না। আমার আর কিছু ভাল লাগে না। আমি যাই, বুড়ো ছেলেটা আমাকে ডাকছে।"

তাড়াতাড়ি আমার কোল থেকে নেবে ত্বরিৎ পদে খুকু উপরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে গেল।

হেমদা আমার পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "শুনলেন তো? এ সব কি ব্যাপার আমি তো কিছুই বুঝি না। ওর বুড়ো ছেলের নাম কয়েক বার শুনেছি ওর মুখে। যতদূর মনে হয় ছাদের উপরে কিছু একটা ব্যাপার হয়। কালীদার বারণ আছে বলে আমরা এই সব ব্যাপারে কিছুই জিজ্ঞাসা করি না। প্রথম প্রথম নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিছানায় শুয়ে শুয়েই কালীদা কোথায় আছেন, কি করছেন ঘুমের মধ্যে সব বলতো। বন্ধু, বন্ধু বলে কার যেন নাম করতো। গঙ্গার তীরে কালীদা বন্ধুর পাশে বসে তাঁর গান শুনছেন বলতে বলতে ঘুমের মধ্যেই সে কি সব অজানা সুরে গান গেয়ে উঠতো; স্বপ্নের ঘোরে গান গাইছে ভেবে আমরা তাড়াতাড়ি ওর ঘুম ভাঙিয়ে দিতাম। তার পরেই সে সব স্বপ্ন দেখা থেমে গেল।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এ সব কথা কালীদাকে বলেন নি?"

হেমদা বললেন, "না বলে উপায় ছিল না বলেই বলেছি। কালীদা হেসে বলেছেন—'ওর দেখায় ভুল নেই; কিন্তু এখন থেকে আর ও সব দেখবে না। আপনাদের ভাবনার কোন কারণ নেই। মানুষের মনের চেয়ে বিস্ময়কর বস্তু তো আর নেই: সে সর্বান্তর্যামী, এ কথা তো শাস্ত্রেই আছে। সহসা কোন ফাঁকে অজ্ঞানের আবরণটা একটু সরে গেলেই সেই মনে সত্যদৃষ্টি ঝলক দিয়ে ওঠে, আবার থেমে যায়। কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে বন্ধুকেও দেখে ফেলেছিল। হঠাৎ দেখেছিল তা বলব না। হঠাৎ কোন কিছুই ঘটে না। তারই ফলে ওর এই সব ভাব ফুটে উঠেছে।'"

আমি বললাম, "বন্ধু কে, তা জিজ্ঞাসা করেন নি?"

হেমদা বললেন, "সেই দিনই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কালীদা বলেছিলেন, 'এখন নয়, পরে আর একদিন সে কথা বলব।' এর পরে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার সাহস হয় নি। আপনি পারেন তো ওঁর কাছে নিজেই জেনে নেবেন।"

কালীদা না জানালে আর জেনে নেব কি করে। হেমদা নিজেই সে কথা জেনে নিতে পারেন নি, আমিই বা সেটা জেনে নেব কি করে? নিজের দ্বিধাগ্রস্ত মনের কথা না বলে, জোর করে বললাম, "দেখি কি হয়, কালীদা যাঁকে বন্ধু বলেন তিনি তো আর আমাদের পর নন—নিশ্চয়ই তিনি আমাদেরও বন্ধু। তাঁর কথা জানবার সামান্য একটু অধিকার আমাদেরও আছে। তবে আর এ বিষয়ে কালীদাকে জিজ্ঞাসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা যাবে না কেন? ভাল মন্দ যে প্রশ্ন আমার মনে ওঠে সবই যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, এটাও জিজ্ঞাসা করব। দেখা পেলে আজ এখনই কথাটা জেনে নিতাম।"

ঠিক এই সময়েই রাস্তার দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। বিশেষ একটি ধরণের এই কড়া-নাড়ার শব্দ শুনেই বোঝা গেল যে এর পিছনে কালীদার হাত আছে। খুকু বোধ করি উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছিল। তীরবেগে ছুটে এসে সে দ্বারের খিল খুলে দিয়ে, কি জানি কেন, খোলা দরজার দিকে পিছন করে আমাদের পানে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হেমদা আর আমি, দুজনেই স্থাণুর মত যে যার স্থানে বসে রইলাম। আধ-খোলা দ্বারপথে কানে আসতে লাগল ধারাবর্ষণের ধ্বনি: বেশ বোঝা গেল বাইরে তখনও ঝড়বৃষ্টি একেবারে থেমে যায় নি। দ্বার খোলা অথচ কালীদা ভিতরে আসছেন না কেন, কে জানে! মনে হল, যেন তিনি কার সঙ্গে কথা বলছেন: শোনা যাচ্ছে কেবল কালীদার অতি-পরিচিত কণ্ঠস্বর। বেশ কয়েক মুহূর্ত পরে দ্বার ঠেলে কালীদা ঘরে প্রবেশ করলেন: সৌম্য মূর্তি, ঋজু দেহ, মাথাজোড়া টাক, চোখে চশমা, পরনে সাদা খদ্দরের ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবী।

"অনেকক্ষণ বসে আছেন তো? আমি জানতাম আপনি আসবেন। বসে বসে হেমদার সঙ্গে একটু গল্প করুন, আমি রেবাকে চায়ের কথা বলে এখনি আসছি।" বলেই দ্রুতপদে তিনি ভিতরের দরজা দিয়ে চলে গেলেন, খুকুও তাঁর পিছনে পিছনে চলে গেল।

আমি হেমদাকে বললাম, "এটা কেমন হল, হেমদা?"

হেমদা আমার দিকে চেয়ে বললেন, "কোনটা?"

আমি উত্তেজিত ভাবে বললাম, "কেন? আপনি লক্ষ্য করেন নি যে কালীদার জামা কাপড় একেবারে শুকনো! মাথায় বা চশমায় একবিন্দু জলের দাগ পর্যন্ত নেই। অথচ বাইরে সমানে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে: আর এই কানাগলিটার কোনখানে একটু মাথা বাঁচাবার মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচ্ছাদনও নেই। দ্বারপ্রান্তে কিছুক্ষণ রইলেন; অথচ কিছুই ভিজল না।"

হেমদা উদাসভাবে বললেন, "তা হবে। জানেন তো, আমি দেখি কম, বুদ্ধি একটু বিলম্বে। কালীদার এ সব ব্যাপার দেখে দেখে আমার সয়ে গেছে। প্রথমতঃ লক্ষ্য করি না, দ্বিতীয়তঃ যা দেখি তা নিয়ে আর ভাবি না। ছোটখাট এ সব ঘটনা কিছুদিন ধরে যা দেখছি সব আমার মনেও থাকে না। যদি বা মনে আসে, কালীদার ব্যাপার বলে এক কথায় তাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে দিই। কালীদাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, উনি যে জলে ভিজে যান নি সে খবর উনি নিজেও জানেন না। যেটুকু দেখেছি বেশ বুঝে নিয়েছি যে ওঁর চারিদিকের আবেস্টনটা যেন থেকেও নেই। সবাইকার মাঝখানে থেকেও উনি এখন আর সবাইকার মাঝখানে থাকেন বলে আমার মনে হয় না। আর সেই জন্যই আমার এত ভয় করে। যে মানুষটিকে চিনি জানি বলে মনে করতাম, এ যেন আর সে মানুষই নয়। উপর থেকে দেখলে মনে হয় না যে কোন পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু অমলদাকে জিজ্ঞাসা করে দেখেছি, তিনিও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত যে এখনকার এই কালীদা আর আমাদের সেই চেনা-জানা কালীদা নয়। কোথায় যেন একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে: কালীদার ছদ্মবেশে এ যেন সম্পূর্ণ আর একজন। চোখের চাউনি থেকে শুরু করে মুখের ভাব ভাষা মনের কাঠামো পর্যন্ত আগাগোড়া বদলে গেছে। একটু খুঁটিয়ে দেখলে বুঝবেন, কথায় কথায় হাত পা ধোয়া, গঙ্গাজল ছিটনো ইত্যাদি সবই নতুন। সামান্য একটুক্ষণ যদি একা থাকেন তখনই এই রূপান্তরটা আশ্চর্যভাবে ফুটে ওঠে: বেশ বোঝা যায় যে চোখ মেলে চেয়ে আছেন, কিছুই দেখছেন না, অথবা কি যে দেখছেন তা বাইরে থেকে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। মনে হবে অন্যমনস্ক, কিন্তু আমি তা মানি না। আমি বলব—একাগ্র: কোন এক অজ্ঞাত একক অগ্রে নিয়ে, তাতেই নিরন্তর যুক্ত হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছেন বলেই শূন্যদৃষ্টি বলে ভ্রম হয়। এ সব কিসের চিহ্ন, বই পড়া বিদ্যায় বড় জোর অনুমান করতে পারি।"

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, "কিসের চিহ্ন হেমদা ?"

হেমদা বললেন, "যতদূর মনে হয়, ব্রাহ্মী-স্থিতির। কিন্তু সে যে কেমন বস্তু তা আমি জানি না। বর্ণনা যা পড়েছি, তাই থেকে বলছি।"

আমি আরো অবাক হয়ে বললাম, "বলেন কি হেমদা ? আমি তো এসব ব্যাপারে পরম পণ্ডিত কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি, সে আবার কি রকম বস্তু! ব্রাহ্মী-স্থিতি কথাটি যেন কোথায় দেখেছি, সে তো একটা বৃহৎ ব্যাপার যা মুনি ঋষিদের হয়ে থাকে। আমাদের এই কালীদার মধ্যে সে অবস্থা দেখলেন কোথায় ?"

হেমদা বললেন, "দেখবার চোখ থাকলে তো দেখবো। আমার যা মনে হয়েছে তাই বলছি। আমাদেরই মত একটা মানুষ, কিন্তু কিছুই তার ঠিক আমাদেরই মত নয়। কিছুতেই আসক্তি নেই অথচ সবাইকার মাঝে সবাইকেই নিয়ে আছেন। আহার নিদ্রার বোধ নেই, চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। নিজের প্রয়োজন বলতে কিছু নেই। কি যে তাঁর ভাল লাগে, কি যে লাগে না—এ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না। জাগতিক সুখ দুঃখ যেন গায়েই লাগে না। ভয় বলে, ভাবনা বলে যে সংসারে কিছু আছে তা ওঁকে দেখে কোনদিনই মনে হয় না। মুখে রাগের ভান করেন, কিন্তু আসলে ক্ষমাময়। কারুর নিন্দা কখনও শুনি নি ওঁর মুখে। নিজের মধ্যেই সর্বদা এমন ভাবে ভরে আছেন যে কোনদিকে তাকাবার অবসর নেই। প্রত্যেকটি মানুষের প্রতি সমান ভালোবাসা—আত্মপর কোন ভেদ নেই।"

আমি বললাম, "হেমদা, আপনার মত করে আমি তো কালীদাকে কখনও দেখি নি। এত তলিয়েও ওঁর সম্বন্ধে আর কখনও ভাবি নি। যেদিন থেকে প্রথম ওঁকে দেখেছি, মনে হয়েছে, ওঁর চেয়ে আপনজন আমার কেউ কোথাও নেই। আমার যা কিছু মনের কথা কিছু বলতেই দ্বিধা হয় নি। যখন, যে অবস্থায় ডেকেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসেছি। কিন্তু উনি যে আমাদের ছাড়া আর কিছু, তা আমার কোনদিন মনে হয় নি। এটুকু মাঝে মাঝে টের পেয়েছি যে উনি যতটা ভালোবাসেন, ততটা আমি ওঁকে ভালবাসতে পারি নি। আমার সেই অক্ষমতার কথা খোলাখুলি আমি কতবার ওঁকে দুঃখ করে বলেছি। উনি আমার কথা শুনে হেসে বলেছেন—'সেটা আপনার মনের ভুল। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? আমরা বন্ধু—এই তো যথেষ্ট।'"

এই আলোচনার মাঝখানে কালীদা ঘরে এসে প্রবেশ করলেন, পায়ে রবারের চটি, গায়ে গেঞ্জী, হাতে সিগারেটের বাক্স। সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কাপ নিয়ে রেবাও সবাইকে চা দিয়ে গেল। নিজের চেয়ারে বসে কালীদা জিজ্ঞাসা করলেন, "এতক্ষণ আপনাদের কিসের গবেষণা হচ্ছিল?"

আমি বললাম, "আপনারই কথা হচ্ছিল।"

"আমার আবার কি কথা? একটু খুলে না বললে বুঝবো কি করে?"

"খুলেই বলছি, কালীদা। আপনি যখন ফিরে এলেন, তখনও রাস্তার জল নেবে যায় নি। বৃষ্টিও থামে নি। এতখানি পথ এলেন, অথচ দেখলাম জামা কাপড় কিছুই ভেজে নি, চশমার কাঁচেও এক বিন্দু জলের চিহ্ন নেই, এটা কেমন করে হল কিছুই বুঝতে পারছি না।"

কালীদা একটু যেন বিস্মিতের মত চেয়ে থেকে বললেন, "সত্যিই তো। আমি এটা লক্ষ্যই করি নি ঃ আপনি বলতে এখন আমার মনে পড়ছে। কারণটাও বুঝতে পারছি, বন্ধু যে আমার সঙ্গে সঙ্গে সারা পথটা ছিলেন ; দরজা পর্যন্ত তিনি আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেছেন বলেই এমনটা ঘটেছে।"

আমি বললাম, "কালীদা, বন্ধু কে তা তো আমি জানি না। কোনদিন তো আপনি আপনার বন্ধুর কথা বলেন নি। তিনি কেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা আমি জানি না, কিন্তু তিনি সঙ্গে ছিলেন বলে বৃষ্টির জল গায়ে লাগবে না কেন — সেটা তো এখনও বুঝতে পারছি না। আর একটা সমস্যা জেগেছে, দ্বার খুলে দেবার সময় খুকুর ভাবভঙ্গী দেখে। ছুটে এসে সে খিল খুলে দিল, কিন্তু দ্বারের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে রইল দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। এটা তো ওর পক্ষে ঠিক স্বাভাবিক মনে হয় না।”

কালীদা বললেন, “এটাই তো স্বাভাবিক। যার যেটা দেখবার নয়, সে সেটা দেখে না, সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখে। যার যেটা জানবার নয়, সেটা সে কিছুতেই জানতে চায় না। বন্ধু যাকে দেখা দেবেন না, সে তাঁকে দেখতে পাবে না, যার মুখ তাঁর দিকে ফেরাতে দেবেন না, তার মুখ তাঁর দিকে কখনোই ফিরবে না। বন্ধুর কথা বলব বলেই আজ আপনাকে ডেকেছি। নইলে কি আর এতখানি পথ জলকাদা মাড়িয়ে আপনি আজ আসতে পারতেন?”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “এতদিন তো আপনার মুখে বন্ধুর কথা কখনো শুনি নি? এ বন্ধু বুঝি আপনার অনেক দিনের বন্ধু, কালীদা?”

কালীদা বললেন, “কতদিনের তা কি আমিই জানি? এই সেদিন, হঠাৎ যেদিন উদয় হলেন, আমি তো চিনতেই পারি নি। এখনও যে তেমন করে চিনি তা তো বলতে পারি না। প্রথম দর্শনে আমি তো তাকে অভদ্রের মত আসতে না আসতেই এক রকম দুয়ার থেকেই ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার সেই প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও তিনি নিজেই কৃপা করে ধরা দিলেন। তখনো আমার দ্বিধা যায় নি। জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কে আপনি, কি আপনার পরিচয়, আমার কাছে আপনার কিসের প্রয়োজন?’ তিনি বললেন, ‘কি হবে সে সব বিবরণ শুনে? আমি যদি নিজের পরিচয় দিই, সে তো আপনি নিঃসংশয়ে মেনে নিতে পারবেন না। যদি বা কোন রকমে আমাকে স্বীকার করে নেন, তাতেও তো আপনার মন পুরোপুরি সায় দেবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। তার চেয়ে এই তো ভাল, আমি আপনার বন্ধু, এইটুকুই আমার পরিচয়। এক বন্ধু এসেছে আর এক বন্ধুর কাছে। শুধু এই ভাবেই আমাকে গ্রহণ করতে বাধা কি? আপনার জীবনের কথা আমি যতখানি জানি, ততখানি আপনি নিজেও জানেন না। আপনি যা জানেন না, তাও আপনারই কথা। কিন্তু সে সব আপনি ভুলে বসে আছেন। সেই ভুল ভাঙাবার জন্যই আমাকে আসতে হয়েছে।'

"কি করে কি হল জানি না, আমার তার্কিক মন মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর কথায় এক মুহূর্তে সায় দিয়ে বসল। সেই থেকে, আমার জীবনের পথে হল বন্ধুর পদক্ষেপ। আমার নিজের স্বাধীন সত্তাটিকে আর কোথাও যেন খুঁজে পাই না বলে কোন ক্ষোভ আমার নেই। অথচ আমারই এমন একদিন ছিল, যেদিন নিজের বুদ্ধি বা নিজের যুক্তির বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্বই আমার কাছে ছিল না। বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া কিছু যে জানা যায়, এ আমি কখনো স্বীকার করি নি। সে সব দিনের কথা আজ আর যেন মনে করতেই পারি না। এখন মনে হয় যেন নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় কোনদিনই আমি চলি নি, যা কিছু করেছি, যা কিছু ভেবেছি সব কিছুর পিছনেই ছিল বন্ধুর প্রেরণা। এ জীবনের যত কিছু স্খলন, পতন, ত্রুটি সব যেন নতুন একটা অর্থ নিয়ে আমার কাছে দেখা দেয়। মনে হয়, ঠিক যেমনটি হওয়ার ব্যবস্থা ছিল তাই আমার জীবনে ঘটেছে। কোন ঘটনাটাই আর অবাঞ্ছিত বা অবান্তর বলে মনে হয় না। এই আশ্চর্য বোধটি চেতনায় মূর্ত হয়ে উঠলে যে কি একটা অনুপম নিশ্চিন্ততা আসে, তা আমি কথায় প্রকাশ করতে পারব না।"

আমরা দুই মুগ্ধ শ্রোতা, হেমদা আর আমি, কালীদার কথাগুলি তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। সেই অনুপম ভাষা, আর আশ্চর্য বাচনভঙ্গী —স্বতঃউৎসারিত প্রবাহের মত স্বচ্ছন্দ, আবেগময় শব্দ-ঝঙ্কার আমার প্রাণের নিভৃততম তন্ত্রীগুলিতে কি যে অনাস্বাদিতপূর্ব অনুরণন জাগিয়ে ছিল, সে কথা আজও মনে আছে। তাঁর মুখের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা যেটুকু মনে রাখতে পেরেছি, অত্যন্ত অক্ষম, আংশিক ও অসম্পূর্ণ ভাবে বড় জোর তার মর্মার্থ-টুকু মাত্র নিজের খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখতে পেরেছিলাম। বহুকাল পরে, অন্ততঃ বিশ-বাইশ বৎসরের ব্যবধানে, কালীদার আদেশে, 'কত আলো'র পাণ্ডুলিপি তাঁকে পড়ে শোনাবার কালে, তাঁর নিজের মুখে বলা কথাগুলি শুনতে শুনতে কালীদা খুশি হয়ে বলেছিলেন—'ঠিক ঠিক : এই ছিল আমার সেদিনকার মনোভাব। তখন আমার ছিল নব অনুরাগ। দিবারাত্রি বন্ধুর চিন্তায় বন্ধুময় হয়ে থাকতাম। ঠিক এমনি ভাবে অমলকেও সেই সময়ে এই সব কথা বলেছিলাম। তার লেখা যা কিছু সঞ্চয়, সব আমাকে শুনিয়েছে। আমার খুব ভাল লেগেছে। সে সব লেখা বোধহয় আর পাওয়া যাবে না।' কেন পাওয়া যাবে না, সে কথাও বুঝিয়ে বলেছিলেন; কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।"

তদ্‌গত ভাবে কিছুক্ষণ ধরে বন্ধুর কথা বলে কালীদা স্থির হয়ে বসে রইলেন। কি যেন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার সময়ে বলে গেলেন, "ও চা আর খাওয়া চলবে না। রেবাকে আবার চা দিতে বলে আমি এখুনি আসছি।" হেমদা আর আমি মুখোমুখি যে সময়টুকু বসেছিলাম, তার মধ্যে আমাদের কোন কথাই হল না। আমি যে কি ভাবছিলাম, তা আমি নিজেই জানি না : হেমদারও বোধ করি সেই অবস্থাই হয়েছিল।

একটু পরে কালীদা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে রেবা চা দিয়ে গেল। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কালীদা হাসিমুখে আমাদের পানে চেয়ে বললেন, "বন্ধুর বিষয়ে আমি যেটুকু জানি সবই তো এক নিশ্বাসে বলে দিলাম। জানি, এতে আপনাদের কৌতূহল মিটবে না। তাতে কোন ক্ষতি নেই; জিজ্ঞাসাটি জেগে থাকাই তো ভাল। আমার নিজের কথা যদি বলেন, আমার আর কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিজ্ঞাসাই নেই, তার অবসরও নেই। বন্ধু আর তার জন্য মনের কোনখানে কোন রকম ফাঁক রাখেন নি। কোন প্রশ্ন ওঠার আগেই তার উত্তরটি এমন করে বন্ধুর মধ্যে পেয়ে যাই যে জিজ্ঞাসার অবসর থাকে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কালীদা, বন্ধুর সঙ্গে আপনার রাত্রি-দিনের অনেকখানি সময় কাটে। তখন আপনারা কি করেন, কি বলেন জানতে ইচ্ছা করে।"

আমার কথায় কালীদা হেসে বললেন, "ইচ্ছা যদি হয়ে থাকে, সেটা পূর্ণ হওয়াই তো উচিত। ধর্মকথা বা তত্ত্বকথা বলতে যা বোঝায় সে সবের কিছুই হয় না। বন্ধু বলেন আকাশের কথা, আলোর কথা, মেঘের কথা, বৃষ্টির কথা, মাঠ ঘাট নদী ঝর্ণা পাহাড় পর্বতের কথা, রৌদ্রমেঘের লুকোচুরি খেলার কথা, দিবারাত্রির অভিসারের কথা—আর, তারই ফাঁকে ফাঁকে বলেন মানুষের আনন্দ-বেদনার অফুরন্ত কাহিনী, জীবনের আদি-অন্তহীন কাব্যকথা। গানের পর গান গেয়ে যান, আর আমি তন্ময় হয়ে তাই শুনি। আশ্চর্য তাঁর ভাষার ইন্দ্রজালে আমি প্রহরের পর প্রহর ধরে নিজেকে ভুলে থাকি। অনুপম সেই কণ্ঠের ঝঙ্কারে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত সম্মোহিত হয়ে যাই। আমার সাধনার ধন যে বাংলা ভাষা, তাকে যেন নতুন করে পলে পলে আবিষ্কার করেছি তাঁর মুখের কথায়, তাঁর অপরূপ শব্দবিন্যাসে। সন্দেহ জাগে, এ কি সেই চিরপরিচিত বাংলা ভাষা, না দেবভাষা! আমার মাতৃভাষার যে এত ঐশ্বর্য, এত মাধুর্য থাকতে পারে, বন্ধুর মুখে না শুনলে তা কোনদিন আমি তা অনুভব করতে পারতাম না। সহজ, সরল ছোট ছোট কথাগুলি যেন প্রাণের গভীর থেকে এসে সারা প্রাণকে মাতিয়ে দিয়ে যায়ঃ সত্যের আলোকে ঝলমল করে ওঠে। ইচ্ছা করে তাঁর সেই অনুপম কথাগুলি সবাইকে ডেকে ডেকে শোনাই। কিন্তু তা তো আর হবার নয়।"

আমি বললাম, "কালীদা, যদি বাধা না থাকে, আপনি তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের সেই সব কথার কিছু কিছু শোনাতে পারেন। আমাদের ভাগ্যে তো আর তাঁর মুখ থেকে শোনবার সুযোগ হবে না।”

কালীদা বললেন, “তা কি আর বলা যায়? কার ভাগ্যে কি আছে কে বলতে পারে? আমারই কথা ভেবে দেখুন। আমি সাধু-সন্ন্যাসী কিছুই তো নই। কোন ধর্মশাস্ত্রের পাতা উলটে দেখি নি। স্বদেশী করেছি, রীতিমত সংসার করেছি, সাহিত্য করেছি, আসর জমিয়ে আড্ডা দিয়েছি, কোন রকম ধর্মকর্মের ধার দিয়ে কখনো যাই নি, ঠাকুর দেবতার সঙ্গে কোন দিন কোন সম্বন্ধ রাখি নি। তবু তো আমার ভাগ্যে বন্ধুর আবির্ভাবের বাধা হয় নি। বন্ধু তো সেই কথাই বলেন,—

‘আমাকে খুঁজে বেড়াতে হবে কেন? আমিই তো সবাইকে খুঁজে খুঁজে বেড়াই। যখন তখন দ্বারে দ্বারে গিয়ে করাঘাত করি আর হতাশ হয়ে ফিরে আসি। যে যার দরজা আগলে বসে থাকে বলে কোনখানে প্রবেশের পথ পাই না। তবুও তো আশা ছাড়তে পারি না। দুঃখের দিনে সমবেদনায় পাশে গিয়ে দাঁড়াই, কিন্তু সাড়া পাই না। আনন্দের দিনে আবার তার কাছে ছুটে যাই, তখনো দেখি আমার পানে তাকাবার তার অবসর নেই। আসে জন্ম, আসে মৃত্যু—প্রভাতের পরে আসে রাত্রি। আলোকস্নাত ধরিত্রীর বুকে আনন্দ সমারোহে যারা মেতে থাকে, তারাও আমার দিকে তাকায় না; তমসাবৃত রজনীর দুঃখ পারাবারে যারা হাবুডুবু খায়, তারাও আমার দিকে ফিরে চায় না। আড়াল থেকে যাদের কামনার ধনগুলি যুগিয়ে দিই, তারা দু হাত ভরে যা পায়, তাতেই ভুলে থাকে: দাতার পানে চোখ ফেরাতে চায় না। একটি কামনার রেশ মিটতে না মিটতেই, আর একটি কামনার পিছনে উন্মাদের মত ছোটে। যা কিছু কামনা করে, তার পিছনে যে আমি আছি তা আর তাদের মনেই থাকে না। আমি যে কতবার কতভাবে তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকি, তা কেউ

CC0. In Public Domain, Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখেও দেখে না, জেনেও জানে না। একটিবারও ভাবে না, যা চেয়েছে তাই পেয়েও কেন তাদের পাওয়ার তৃষ্ণা চিরতরে মিটে গেল না। পাছে তাদের পাওয়ার আনন্দে বিভোর হয়ে নতুন করে চাওয়ার দরজাটি খুলে না রাখে, তাই তো আবার নব নব লোভনীয় রূপে তাদের মনে দোলা দিই। আবার তারা উন্মাদের মত তাদের পিছনে ছোটে, কিন্তু বস্তুর পিছনে আমার হাতছানিটি তাদের চোখে পড়ে না। একবার যদি কোন রকমে আমার পানে চোখ মেলে চায়, একবার যদি ডেকে বলে, কে গো তুমি এমনি করে আমার বলা, না বলা ইচ্ছাটুকু পূরণ করে দিয়ে এমন করে আড়ালে সরে থাক? যা দিতে হয় সামনে এসে দাও, নইলে কি হবে তোমার এই অবজ্ঞার দানে। চাই না তোমার এই ভিক্ষা; দীনহীন কাঙালের মত আমি কেবল হাত পেতে নেব, অথচ কে দিল তাকে জানব না—এ দুর্ভোগ যে ক্রমেই আমার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠছে। তা হলে কি আমি আর ধরা না দিয়ে পারি?"

আমি বললাম, "কালীদা, আপনি কি এমনি করেই তাকে চেয়েছিলেন?"

কালীদা বললেন, "প্রশ্নটা ভালই করেছেন। আমাকে ভেবেচিন্তে কিছুই চাইতে হয় নি। কেন হয় নি, তাও আমি জানি। সেই কথাই বলছি। ছেলেবেলা থেকে নিজের জন্য কোন কিছু চাওয়ার ধরণটাই আমার ছিল না। দু হাত ভরে যা যখন পেয়েছি তখনও কিছু ভাবি নি, সেটা যে আমাকে রেখে দিতে হবে সে ভাবও মনে আসে নি। তাই যা যখন পেয়েছি, না চেয়ে যেমন পেয়েছি, কেউ না চাইতেই অনায়াসে সেটি ছাড়তে আমার বাধে নি। যা কিছু পেয়েছি, তাতে পাওয়ার বোধ যেমন জাগে নি, তেমনি আবার যা কিছু হারিয়েছি, তাতেও হারানোর বোধ টের পাই নি। কি পেয়েছি, কি দিয়েছি তার কোন হিসাব আমি রাখি নি। সামনে যে কাজ এসেছে তাতে মনপ্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছি; কি হবে না হবে, কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হল না হল, কি হতে পারে না হতে পারে, এ সব বিষয়ে আমার মনে কোন চিন্তাই কখনও আসে নি। আমার যে একটা বৈরাগীর মন আছে সে সম্বন্ধেও আমি অবহিত ছিলাম না—কেন ছিলাম না তাও আমি জানি ঃ কিন্তু সেটা বলার মত নয়।

আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করলেন, সেও ছিল আমার প্রশ্ন, তার উত্তরে বন্ধু বলেছেন ঃ

'কত রকম করে, কত দিক দিয়ে, কত কি তোমাকে চাওয়াবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার সমস্ত প্রয়াস তোমার নির্লিপ্ত উদাসীনতার বর্মে ঠেকে পরাস্ত হয়ে গেল। যা কিছু মানুষের কাম্য সব কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা সামনে রেখেও তুমি মনেপ্রাণে কখনও রাজনৈতিক সংগঠনে, কখনও সেবাকর্মে, কখনও সাহিত্যে মেতে রইলে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেও যা, দারিদ্র্যেও তাই। কিছুতেই তোমার ভাবান্তর ঘটানো গেল না দেখে শেষ পর্যন্ত অনাহুতের মত নিজেকেই হাজির হতে হল। তাও তো প্রথমটা দ্বারপ্রান্ত থেকেই বিদায় করে দিলে। তবু নিছক নিজের গরজে আমাকে আবার তোমার কাছে ফিরে ফিরে আসতে হয়েছে। একবার নয়, বহুবারই আমাকে পরাজয় মানতে হয়েছে বলে আমার কোন দুঃখ নেই। তুমি আমার দিকে মুখ না ফেরালে আমি যে নিজেই ব্যর্থ হয়ে যাই ; তাই তোমার কাছে আসার পথ নিরন্তর আমাকেই খুঁজে বেড়াতে হয়েছে। কারুর কাছে হাত পেতে কিছু নেবে না, এই ছিল তোমার অজ্ঞাতে তোমার মনের ভাব। তাই নিরুপায় হয়ে আমাকেই হাত পেতে তোমার কাছে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। সবাই যদি তোমার এই ভাবটি পেত, তাহলে আমার কি দশা হত, ভেবে দেখ। কিন্তু ভাবনার কিছু নেই। চোখ মেলে আর কজন দেখে? বেশীর ভাগই তো সেই গড্ডালিকার দলে, যারা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায় আর নানা শাস্ত্রের অরণ্যে যে যার নিজের মনগড়া কিছু একটা সন্ধান করে নিজেদের মন ভোলায়। কেউ একটু শক্তি পেলেই ভাবে তার পাওয়া হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেছে, কেউ বা একটু জেনেই মনে করে তার জানার আর কিছু বাকি নেই, কোনক্রমেই যদি চোখে দু ফোঁটা জল এসে গেল, মনে করে সেই বুঝি পরাভক্তি। তার পরেই মহাসমারোহে, সাক্ষীগোপাল রূপে তাঁকে খাড়া করে নিজেও ভুলে থাকে, অপরকেও বিভ্রান্ত করে। এ সবের কোনটাই তো তুমি পারবে না, কারণ চাওয়ার মনটিই যে তোমার নেই। তাই নিতান্ত নিরূপায় হয়ে আমাকেই তোমার কাছে ধরা দিতে হয়েছে।'"

এই পর্যন্ত বলেই কালীদা হঠাৎ কথার মোড় ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, "ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে বন্ধু যা বলেছেন তার সারমর্ম এই। তাঁর সব কথার অর্থ কি আর আমি বুঝি। চেষ্টা করে যুক্তি খাটিয়ে কিছু যে বোঝা যায় না, বুঝিয়ে দিলে তবে বোঝা যায় এইটুকু জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। সে ভার যখন বন্ধু নিজেই নিয়েছেন, তখন আর আমার করণীয় কি থাকতে পারে। অতএব, এবার আমার কথা বাদ দিয়ে বন্ধুর মুখের কথাই বলি ঃ

'তিনি সবাইকার সঙ্গে সঙ্গে আছেন; সবাইকার পিছনে পিছনে ছায়ার মত জড়িয়ে আছেন। যে, যেখানে, যে অবস্থায় আছে, তাঁর সঙ্গেই আছে। বীজের মধ্যেকার প্রাণকণাটুকু অঙ্কুর রূপে দেখা দেবার আগে থেকেই উত্তাপে জলে সে পরিপুষ্ট হতে শুরু করেছে। তার পরে, বীজের খোলস ভেঙে, মাটির বুক চিরে, আলোর ডাকে সে বেরিয়ে এল। বাতাস তাকে ডাক দিল, এস, এস, এস। দিনে দিনে রূপে রসে সে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। এল পাতা, এল ফুল, এল ফল। শাখায় শাখায় দেখা দিল শ্যামল পত্রসম্ভার। দিগ্বিদিকের গগনচারী পাখীরা এসে সেখানে আশ্রয় নিল। কত দূর-দূরান্তের পথচারী তার ছায়ায় বসে আনন্দ মেলা রচনা করে গেল। কেউ এল ফুলের খোঁজে, কেউ এল ফলের লোভে, কেউ বা নিয়ে গেল পাতার বোঝা। যার যেটুকু প্রয়োজন সে তাই নিয়ে কে কোথায় চলে গেল। তারপরে একদিন কাঠের প্রয়োজনে এসে কাঠুরিয়া তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাখা বা কাণ্ড খুশিমত কেটে নিয়ে গেল ঃ কিন্তু বৃক্ষ তাতেও রইল নির্বিকার।

বৃক্ষের যা ধর্ম, মানুষেরও তো ঠিক তাই। ধরিত্রীর কোলে ভূমিষ্ঠ হল যে শিশুটি, তার পাওয়ার হিসাব সে আর কতটুকু জানে! তবু তো একথা মিথ্যা নয় যে সে তার পারিপার্শ্বিক জগতের কাছে অজস্রভাবে ঋণী। দিনে দিনে সে পরিপুষ্ট হয়েছে স্নেহ মমতার অকৃপণ দাক্ষিণ্যে, সবাইকার কাছ থেকে সব কিছু আহরণ করে সে তিলে তিলে শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত হয়েছে। অনেক পাওয়ার পরিশেষে তারও তো দেওয়ার পালা আসা চাই, নইলে যে প্রকৃতির পূর্ণাঙ্গ চক্রে ছেদ পড়ে যায়। এই অতি সহজ, স্বাভাবিক কথাটিই তো বিশ্বপ্রকৃতির একমাত্র মর্মকথা। এইটুকু বুঝলেই তো তত্ত্বজ্ঞানের কিছু বাকি থাকে না, এইটুকু আচরণ করলেই তো সব হয়।'

তাই তিনি বলেন—'দাও, যা কিছু তোমার আছে, সব কিছু দাও। সবাইকার যা প্রাপ্য, নিছক দেওয়ার প্রয়োজনে, মুক্ত হস্তে দিয়ে তুমি নিজে সার্থক হও। পরিপূর্ণ ভাবে দাও যা কিছু তোমার আছে। দিতেও কার্পণ্য কোরো না, নিতেও কার্পণ্য কোরো না। প্রাণ ভরে দাও, নাও; নিজেকে ভুলে গিয়ে ভালবাসো, সবাইকার ভালবাসায় অবগাহন করো। রসসমৃদ্ধ পৃথিবীতে উপবাসী, অতৃপ্ত হয়ে থেকো না। চোখ মেলে চেয়ে দেখো চারিদিকে কত আনন্দের পসরা আমি সাজিয়ে রেখেছি। আকাশে আলোকে কত রূপের আলিম্পন এঁকে রেখেছি। এত আয়োজন, এত সমারোহ সৃষ্টি করে রেখেছি কেবল তোমারই জন্য। তুমি নেবে না, ভোগ করবে না তো যুগ যুগ ধরে এত সুন্দর করে আমার সৃষ্টির অর্ঘ্য আমি সাজিয়ে রেখেছি কেন? সবাইকার কাছ থেকে যেমন নিয়েছ, তেমনি আবার সবাইকে সব দাও; সব স্নেহে, প্রেমে, মমতায়, ভালবাসায়, পরিপূর্ণ ভাবে সাড়া দাও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই দেওয়া নেওয়ার কোথাও কোন বাধা নেই। কিন্তু আমাকে একেবারে বঞ্চিত কর কেন? এই বঞ্চনায়, অবজ্ঞায়, অনাদরে আমিও যে ব্যথা পাই সে কথা কি একেবারে ভুলে যেতে হয়? সবাইকার পাশে পাশে তোমার একটু স্নেহের কাঙাল আমিও যে আছি, সেটাই বা ভোলো কেন? আমার হাতেও একটুখানি কিছু তুলে দাও, আমার কাছ থেকেও একটু চেয়ে নাও। সবাইকে সব দিয়ে থুয়ে, সবাইকার সব দানে ভোগে পরিতৃপ্ত হয়ে আমার কাছে এসো। কিন্তু বুভুক্ষু হৃদয়কে কেবল স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে আত্ম-প্রতারকের মত আমার কাছে এসো না। মনে রেখো, তোমার তেমন আসায় আমার আনন্দ নেই, সমর্থনও নেই।

আমার কাছে যে কোন রূপে আসতেই আমার কোন বারণ নেই। যে কোন ভাবে এলেও আমি বাধা দেব না। কিন্তু সংসারের উপরে রাগ করে, অভিমান করে, তিক্ততা নিয়ে এসো না। কারুর প্রাপ্য বঞ্চনা করে, নিজেকে বঞ্চনা করে আমাকে সেই বঞ্চনার নিমিত্ত করলে আমি যে ব্যথা পাই। সবাইকার ব্যথা যে আমার বুকে বাজে, সেই কথাটি তোমরা বুঝেও বোঝ না। সবাইকে ত্যাগ না করলে, সবাইকার সব স্নেহমমতাকে অস্বীকার না করলে আমাকে পাওয়া যাবে না, এমন ভুল কথা কে তোমাদের বলেছে? তোমার স্নেহপ্রীতির আবেষ্টনটি আমিই তো রচনা করেছি; তার মাঝখানে আমিও তো তোমার স্থান নির্দেশ করে রেখেছি। সবাইকার মধ্যে যে আমি রয়েছি, সেই আমাকে স্বীকার করে, সবাইকে নিয়েই আমার কাছে এসো না কেন! সবাইকে যেমন করে নিয়েছো ঠিক তেমনি করে আমাকেও নাও না কেন? এইখানেই তো তোমাদের বোঝবার ভুল।

জীবনে ভুলভ্রান্তি সবাই করে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক ধুলোকাদা সবাই মাখে। দুর্বলতা অক্ষমতার মত স্বাভাবিক আর কি আছে? সেজন্য আমার কাছে আসার বাধা হবে কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমনটি আছো, সেই ভাবেই তো আমার কাছে আসতে পার। আমার কাছে আসায় কুণ্ঠা হবার কিছুই তো হেতু নেই। তবু তোমাদের ধারণা, ঘটা করে অনুতাপ না করলে আমার কাছে তোমাদের আসা সাজে না। একবার পাপ করলে, আবার অনুতাপ করলে; আবার পাপ আবার অনুতাপ করে যদি বৃথা কালক্ষয় কর, তাহলে আমাকে নেবে কখন? বৃথা সঙ্কোচে যদি আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলো আর পদে পদে অস্বীকার কর, তাতে আমি যে ব্যথা পাই; আমিও যে তোমাদের অন্য সব আপনজনের মতই আর এক আপনজন, এ কথা কেমন করে ভুলে থাক? আমার মত গরজ, আমার মত দরদ আর কার? জন্মের আগে থেকে মৃত্যুর পরে পর্যন্ত, জন্মজন্মান্তর ধরে আমি যে তোমাদের পিছনে পিছনে আকুল হয়ে ফিরছি, হাত পেতে আছি কাঙালের মত, সেটুকু কেন যে তোমরা দেখ না? আমাকে ছাড়া তোমাদের যদি বা চলে, তোমাদের ছাড়া আমার যে চলে না। যতই তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে, আমাকে ত্যাগ করে থাকতে চাও, হাজার ব্যথা পেয়েও তাই তো আমি ছায়ার মত তোমাদের অনুসরণ করি।

আমার সৃষ্টিতে কোথাও কান্না নেই: অতীতের জন্য অনুশোচনা বা ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তার লেশমাত্র নেই বিশ্বপ্রকৃতির কোনখানে। মানুষ তো আর বিশ্বপ্রকৃতির বাইরে নয়; তথাপি হাহুতাশ তার লেগেই আছে। কেবল পিছন দিকে তাকায় আর সামনের দিকে তাকায়। অকারণে নিজেকে চারিদিক দিয়ে বিব্রত করে আর কাঁদে। তাতে যে আমি ব্যথা পাই, এই সহজ কথাটা তোমরা বোঝা না কেন? তোমরা খুশি হয়ে আনন্দ করলে তবেই তো আমার আনন্দ। তোমাদের প্রত্যেকটি বেদনা যে আমার বুকে বাজে।

কামনা বাসনা যে তোমাদের আছে তা কি আমি জানি না! যা তোমাদের আছে তাই নিয়ে সরলভাবে আমার কাছে এলেই তো হয়। কামনা বাসনা শুদ্ধ তোমাদের নেবার জন্যই তো আমি হাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়িয়ে আছি। কামনা বাসনাকে নিঃশেষ করে তবে আমার কাছে আসা যাবে—এমন ধারণা মনে স্থান দাও কেন? যদি তাদের নিবৃত্ত বা নিঃশেষ করে আসতে পার, আমার মানা নেই। কিন্তু এতে যে সময়ের অপচয় হবে, সেটা তো সহজেই এড়ানো যায়। কামনা বাসনাগুলির সঙ্গে সংগ্রাম না করে ভোগ করে নিলেই বা দোষ কি? আমার সৃষ্টিকে ভোগ কর, আমাকেও গ্রহণ কর। এর মধ্যে বাধা কোথায়? সুন্দর প্রভাত, সুন্দর সন্ধ্যা, সুন্দর রৌদ্র, সুন্দর জ্যোৎস্না; এ সব তো আমারই রচনা। তোমরা ভোগ করবে বলেই তো মনের খুশিতে এই সব সাজিয়ে রেখেছি। যেখানে যত সুখ আছে, যত আনন্দ আছে সব তো তোমাদেরই জন্য। প্রাণ ভরে সেগুলি ভোগ কর, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও ভোগ কর। বুদ্ধদেব সংসার ছেড়ে এলেন, চৈতন্যদেবও তাই করলেন। এঁদেরও জবাব দিতে হয়েছিল—এই যে ব্যথা তাঁরা দিয়ে এলেন, চোরের মত প্রিয়জনদের বঞ্চিত করে পালিয়ে এলেন, তার জন্য। এ ব্যথা দেবার অধিকার, ঘরের লোককে কাঁদিয়ে পৃথিবীর ভাবনা করবার অধিকার তাঁদের কতটুকু ছিল!

আমার কাছে যারা আসবে, তারা চোরের মত আসবে কেন? রিক্ততা বা তিক্ততা নিয়ে আসবে কেন? শঙ্কর নাকি বলেছেন, নারী নরকের দ্বার। লোকের মুখে মুখে সেই কথাটাই কেবল রটনা হয়েছে। যারা এই কথা বলে তারা শঙ্করের কিছুই বোঝে নি। শিবের উপাসক সুন্দরেরই উপাসক। নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান। গৌরীহীন হর প্রলয়ঙ্কর। হরগৌরীর উপাসক কখনো নারীকে নরকের দ্বার বলতে পারেন? লোকে কেবল মনগড়া বা শোনা কথা নিয়েই মাতামাতি করে বলেই কি উদ্দেশ্যে, কোন অবস্থায় এমন কথা তিনি বলেছেন সেটা আর তলিয়ে ভাবে না। এমনি করে কত ভ্রান্তিই যে গড়ে ওঠে, তার কি হিসাব আছে?

ভোগ কর, আনন্দ কর, সবকিছু করো—দেহমনকে সুসজ্জিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর। কিন্তু আমাকেও একেবারে ত্যাগ করো না। তাতে যে আমি দুঃখ পাই এই কথাটা মনে রেখো। সবকিছুর সঙ্গে আমাকে নিতে বাধা কি?

তিনি সহজ, একান্ত সহজ; যতটা সহজ তোমার ধারণায় আসে তার চেয়ে অনেক সহজ। সহজ বলেই তাঁকে চেষ্টা করে বোঝা যায় না। মনকে অত্যন্ত সহজ করে তাঁকে পেতে হয়। বুদ্ধির বড়াই, জ্ঞানের গরিমা, অভিমান, আত্মপ্রসাদ, এগুলি সেই জন্যই অন্তরায়। কোন কিছুতে লোভ থাকলে বা কারুর উপরে ক্রোধ বা হিংসা থাকলে তাঁর দিকে মুখ ফেরাবার ইচ্ছা হয় না বলেই এগুলি বাধাস্বরূপ। মনটি সহজ করে এসব সত্ত্বেও তাঁর দিকে হাত বাড়ালে কিন্তু এসব বাধাও সরে যায়। সহজ হওয়াটিই যেখানে একমাত্র প্রয়োজন—সেখানে কষ্ট করে, দেহকে পীড়া দিয়ে, মনকে উপবাসী বা নিরানন্দ করে তাঁকে কেন পেতে হবে? এই ভুলেই তো মানুষ স্বেচ্ছাকৃত আত্মনিগ্রহের পথে তাঁকে খুঁজে বেড়ায় আর কেবলি পথহারার মত ঘুরে বেড়ায়। যিনি ধরা দেবার জন্য অহর্নিশি হাত বাড়িয়েই আছেন, কত ছলে কত কৌশলে আনন্দ বেদনার দ্বারে এসে করাঘাত করছেন, তাঁকে ধরার জন্য কর্মকৌশলের জাল পাততে হবে কেন? বড়জোর অপটু বা অক্ষম দেহ মনের ত্রুটি-গুলি শুধরে নেবার জন্য এক-আধটুকু কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়ার সাহায্য হয়তো প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই তাদের সীমা, কারণ কোন রকমের প্রক্রিয়া দিয়ে তাঁকে ধরা যায় না। আর যাই কর, এটুকু মনে রেখো যে সহজ না হলে সহজকে পাওয়া যাবে না।'”

বন্ধুর মুখের কথাগুলি বলার সময়ে কালীদার মধ্যে যে আশ্চর্য রূপান্তর লক্ষ্য করেছিলাম, কোন রকমের ভাষা দিয়ে তার বর্ণনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হেমদাও পরে বলেছিলেন, “এতদিন, এতভাবে কালীদাকে এত ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি, কিন্তু আজকে তাঁকে যে রূপে দেখলাম তা অভাবনীয়। আমারও মনে হচ্ছিল, যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা বলছেন এ তো সেই চেনা-জানা কালীদা নন ঃ চোখের দৃষ্টি, মুখের আকৃতি, বলার ধরণ সব কিছুই যেন আর একরকম। এইটুকু সময়ের মধ্যে এমন আশ্চর্য রূপান্তর আমাদের চোখের সামনে কেমন করে ঘটে গেল আমার বুদ্ধিতে তার উত্তর খুঁজে পাই না। শুনতে শুনতে কেবলি মনে হয়েছে এখানকার এই মানুষটি সেই কালীদাই নয় ঃ চেহারা থেকে ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত, গোটা মানুষটাই বদলে গেছে।"

সেদিনকার মত কথা শেষ করেই কালীদা আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। বললেন, "রাত অনেক হয়ে গেছে। বসুন, আমি এখুনি আসছি। রেবাকে খাবার দিতে বলে আসি।"

এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম বহির্জগতের কথা আমার মনে পড়ল। জানলার বাইরে চেয়ে দেখলাম, জ্যোৎস্নায় দিক্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে আছে; মেঘ বৃষ্টির কোন চিহ্নই নেই। পথের জলও ইতিমধ্যে কখন যেন নেবে গেছে। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল শুনে এতক্ষণে খেয়াল হল যে বাড়িতে কিছুই বলে আসি নি।

কালীদা ফিরে এসে বসলেন। হাসিমুখে বললেন, "চিন্তার কিছু নেই। কথাটা আপনার ভাবা উচিত ছিল। আমি বাড়ি ফিরেই নন্তুকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি যে আপনি আমার কাছে আছেন, আমি নিজে সঙ্গে করে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব।"

আমি শশব্যস্তে বলে উঠলাম, "সে কখনো হতে পারে না, কালীদা। এতখানি রাত্রে এতদূরে আপনি কেন আমার সঙ্গে যাবেন? তার তো কিছুই প্রয়োজন নেই।"

কালীদা বললেন, "খুব হতে পারে। প্রয়োজন না থাকলে আর আমি সে কথা দিয়েছি কেন? এ নিয়ে মিছে গবেষণায় কাজ নেই। ওদিকে রেবা খাবার দিয়ে বসে আছে।"

প্রতিবাদ নিরর্থক বুঝে আমি চুপ করেই রইলাম। আহারাদির পরেই ট্যাক্সি ডেকে আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। পথে যেতে যেতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালীদা বলেছিলেন, "বন্ধুর মুখের যে কথাগুলি শুনলেন, সে সব যতটুকু পারেন লিখে রাখবেন। যেটুকু মনে পড়ে। কেন এ কথা বলছি একদিন বুঝতে পারবেন। এবার থেকে সুবিধামত আপনাকে যাজ্ঞবল্ক্য আশ্রমের কথা শোনাবো। বিশ্বসাহিত্যে তাদের তুলনা নেই। বহুভাগ্যে ক্বচিৎ কেউ সেগুলি শুনতে পায়। সেগুলি উপদেশ নয়, তত্ত্বজ্ঞান নয়—সেগুলি সত্য সাক্ষাৎকার। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রত্যেকটি শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিলেন এই সত্য সাক্ষাৎকারের কৃপায়। জানেন তো কোন সত্য বস্তু কখনও হারায় না। যা কিছু যেখানে ঘটে, সবই চিরন্তন হয়ে রয়ে যায় অনন্তের ভাণ্ডারে। কোথায় যে কখন তারা আত্মপ্রকাশ করে তা কেউ বলতে পারে না। বিশ্বস্রষ্টার নিখুঁত ব্যবস্থায় কোথাও তাদের সাড়া জেগে ওঠে। মনে রাখবেন, যা কিছু শোনাবো, তার প্রত্যেকটি সত্য বস্তু। যেটুকু মনে থাকে লিখে রাখবেন। তবে এ কথাও ঠিক যে লিখিত ভাষায় সত্যকে ধরে রাখা যায় না। আলোর কথা যত নিপুণভাবেই বর্ণনা করুন না কেন, তাতে আলো ফোটে না, আলোকে ধরে রাখা বা প্রকাশ করাও যায় না। যা অসম্ভব তার জন্য খেদ করে লাভ নেই। কথায় যেটুকু ফোটানো যায়, তাই করবেন।"

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমার বাড়ির দ্বারপ্রান্তে আমাকে নামিয়ে দিয়ে কালীদা চালককে আদেশ দিলেন, "আমাকে ব্যারাকপুর যেতে হবে চলুন।" এত রাত্রে অতদূর কেন যেতে হবে, কোথায় যেতে হবে, কিছুই বুঝতে পারলাম না।

সে রাত্রে বাড়ি ফিরে কালীদার টেলিফোনের বিবরণে ছদ্মবেশীর অতি পরিচিত স্বরূপটি যেন নতুন করে চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল। মনে হল এই তো সেই প্রাণসুন্দর কৌতুকীর চেনা মুখখানি। টেলিফোনে ভেসে এলো কালীদার কণ্ঠস্বর : নান্তুর উদ্দেশে।

"কিরে, এখনো ফেরে নি? দুর্যোগের দিন, পথে আলো নেই—গেল কোথায়? এমনিভাবে যখন তখন যেতে দিস কেন? কোথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় বলেই বা যায় না কেন? দেখ দেখি কাণ্ড! কি হল? তোর মুখে কথা নেই কেন? আরে না না, ভাবনার কিছু নেই। আমার কাছেই এসেছে—এখানেই আছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ি পৌঁছতে রাত্রি একটা হতে পারে। আমি নিজে সঙ্গে করে পৌঁছে দেব। সব দায়িত্ব আমার ঃ খবরদার ভাবনা চিন্তা করবি না। প্রায়ই শুনি তোর ভয়-ভাবনার কথা। কেন এত দুশ্চিন্তা করো দিদি? মাথার উপরে যিনি আছেন তিনি কি কখনো মন্দ করতে পারেন? এই বিশ্বাসটি রাখলে তো আর দুর্ভাবনা আসে না।"

বিষয়টি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং একান্ত ব্যক্তিগত বলে হয়তো মনে হতে পারে। কিন্তু কালীদার একটু কাছে গিয়ে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁদের সবাইকার মনে ওই অন্তরঙ্গ পরিচয়ের মাধুর্যটুকুই এক অনুপম সৌরভের মত চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। যাঁরা তাঁর কাছে গেছেন তাঁরা চিরদিনের মত আপনজন হয়ে গেছেন। প্রত্যেকেরই মনে হয়েছে, কোন একটি ফাঁকে তাঁর কাছে নিজের ব্যক্তিগত সমস্যাটি নিবেদন করে দিতে পারলেই, কালীদাই তার সমাধানের ভার নেবেন। কেমন করে কোন্ ভার নেবেন, কিসে কি হবে—এসব ভাবনা যেন কি এক যাদুমন্ত্রে তাদের মন থেকে নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। নিছক খেলার ছলে কালীদা যাকে যা বলেছেন তাই সে মেনে নিয়েছে—এবং এই স্বীকৃতির মধ্যে পেয়েছে তাদের পরিপূর্ণ চরিতার্থতা।

দীর্ঘ চব্বিশ বৎসরকাল ধরে, কত বিচিত্র পরিবেশে, কত ভাবে কালীদাকে দেখেছি ; কখনো বা কিছুটা বুঝেছি, কখনও বা কিছুই বুঝি নি ; কত ব্যাপারে তাঁকে ভুল বুঝেছি, কতবার তাঁর কাছ থেকে সরে গেছি, আবার ফিরে এসেছি। তাঁর সঙ্গে কলহ করেছি, বিতর্ক করেছি ; তাঁর উপরে কত তুচ্ছ কারণে অভিমান করেছি। কিন্তু সমস্ত কিছুর মাঝখানে এ বোধটি কখনো যায় নি—যে কালীদার মত আপনজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিসংসারে আমার কেউ কোথাও নেই। তাঁর কাছ থেকে সাময়িক ভাবে একটু সরে গেলেই নিজেকে অসহায় বোধ করেছি। এবং সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে আমার এই অসহায়ের ভাবটি নিজের অন্তরে টের পেয়ে প্রত্যেকবারই কালীদা নিজে এগিয়ে এসে আমাকে বুকে টেনে নিয়েছেন। কালীদার কার্যকলাপে কত ভাগ্যবান কত কি অলৌকিকের সন্ধান পেয়েছেন। আমিও যে কিছু কিছু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করি নি তা বলতে পারি না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, এই সব তুচ্ছ ঘটনাগুলি বড় করে দেখবার আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, কারণ, কালীদার চেয়ে অলৌকিক বলে তাঁর বিস্ময়কর জীবনের কোন কিছুকেই আমি মানতে পারি না। আমার নিজের এত বছরের অন্তরঙ্গ পরিচয়ে ছোট বড় কত যে অভিজ্ঞতা আমার জমে আছে—তাদের সীমা সংখ্যা নেই। তাদের কোনটিই হয়তো অলৌকিক নয়, ঘটা করে বলার মতও নয়। কিন্তু আমার মনে হয় তাদের মধ্যে কি যেন একটা অব্যক্ত মাধুর্য আছে যা একমাত্র কালীদারই নিজস্ব বস্তু।

পূর্বেই বলেছি যে এখানে আমি কালীদার জীবনকাহিনী রচনার অসম্ভব প্রয়াস করবো না। যাঁর জীবনের আগাগোড়া সমস্তটাই রহস্যাবৃত, তাঁকে বুঝতে বা বোঝাতে চাওয়ার দুঃসাহস আমার নেই। তপোবনের যে অসংখ্য কথামৃত আমার শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাদের কয়েকটি মাত্র পুরানো দিনের খাতা থেকে উদ্ধার করে এখানে পরিবেশন করলাম। আমার মনে হয় হয়তো বা এই উদ্দেশ্যেই কালীদা এগুলি লিখে রাখার কথা আমাকে বলেছিলেন। কালীদার মুখে শুনেছিলাম, এগুলির মধ্যে আছে বহু কল্যাণের বীজমন্ত্র। কিসে কার কল্যাণ হয় এবং কখন কোন অপরিজ্ঞাত, অভাবনীয় পথ ধরে সেই পরম বস্তু কার জীবনে কিরূপে দেখা দেয়, তা আমি জানি না। কিন্তু কালীদার কোন বাক্য অর্থহীন নয় বলে আমি বিশ্বাস করি। কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই বিশ্বাসের জোরেই আমার মনে হল, তাঁর নির্দেশে যেটুকু আমি কৃপণের ধনের মত করে সঞ্চয় করে রেখেছিলাম তা সবাইকার কল্যাণে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করবার দায়িত্ব আমার আছে। সেই দায়িত্ব কতটুকু পালন করতে পারলাম, কালীদাই জানেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ তপোবন কথামৃত ॥

১

* শৃণু শৃণু বল্কল ভাষে *

সোনার আলো ছড়িয়ে পড়েছে গাছের পাতায় পাতায়। সেই আলোকের প্রতিধ্বনি সৃষ্টির দিকে দিকে আনন্দ-কলরব রূপে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে। রৌদ্রস্নাত আকাশের নীল চন্দ্রাতপের আশ্রয়ে, অমৃতধামযাত্রী তোমরা সেই আনন্দধারায় পরিপ্লুত হয়ে উঠেছো। তবু ক্ষণিকের জন্য একবার কান পেতে শোন তোমাদের দেহাবরণ বল্কল কি বলে। "শৃণু শৃণু বল্কল ভাষে"—! কি বলে তোমার বল্কল আচ্ছাদন?

"ছিলাম আমরা বৃক্ষগাত্রের সজীব আবরণ। অবিশ্রান্ত, অনবচ্ছিন্ন রসের স্রোত, প্রাণের ধারা, যেখানে প্রবহমান ছিল আমাদের বক্ষতলে—আমরা ছিলাম অনুক্ষণ সেই মুক্তধারার প্রহরায়। অহর্নিশি অনুভব করেছি সেই অখণ্ড প্রাণস্রোত ঊর্ধ্বমুখে ছুটে চলেছে; অহরহ বোধ করেছি সেই অপরূপ স্পন্দন: ফুলে ফলে পর্যাপ্ত সৌন্দর্যে সৃষ্টির লীলা বিকশিত হয়ে উঠেছে যে নিগূঢ় রসপ্রবাহের আবর্তে, ক্ষণে ক্ষণে পেয়েছি তারই অনুপম স্পর্শ আমাদের বুকে। কান পেতে শুনেছি তার অস্পষ্ট মধুর মৃদু কল্লোল, শুনেছি তার চিরচঞ্চল পদধ্বনি। সারাদেহে পরিব্যাপ্ত হয়েছে তার উন্মাদনার আবেশ, সারা প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে উঠেছে তার সঙ্গীতময় ঝঙ্কার। সেই নিভৃত নিঃশব্দ জীবনস্রোতকে অনুভব করেছি সারাদিন, সারারাত্রি আমাদের অতন্দ্র চেতনায়—যেন তার আদি নেই, অন্ত নেই।

ছিন্নভিন্ন করে এনেছো আমাদের সেই চিরদিনের আনন্দ নিকেতন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে। সেজন্য আমাদের কোন দুঃখ নেই। অনুযোগ করি না, অভিযোগ করি না কারণ তোমাদের দেহাবরণ হবার সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি। মনে মনে আমাদের সান্ত্বনা আছে আমরা ব্যর্থ হয়ে যাই নি।

কিন্তু একটিমাত্র নিবেদন আমাদের মনে রেখো। চিরদিনের অভ্যাসমত আমরা যে এখনো কান পেতে সেই জীবন-সুধা-রসের নিভৃত গুঞ্জন শোনার জন্য পিপাসিত হয়ে অপেক্ষা করছি। অন্ততঃ সেই পরমানন্দের ভোগ থেকে আমাদের তোমরা বঞ্চিত হতে দিও না।

বৃক্ষ যেমন করে অহরহ মাটির বুকের রস আকর্ষণ করে টেনে আনে, আর যেমন করে অবিশ্রান্ত ধারায় তার আহরণের ধারাটি শিরায় শিরায় প্রেরণ করে উর্ধ্বমুখে সৃষ্টির প্রেরণায়—ঠিক তেমনি ধারাবাহিক অবিশ্রান্ত মর্মরধ্বনি যেন তোমাদের দেহলগ্ন থেকে আমরাও শুনতে পাই। শোনাও গো শোনাও আমাদের সেই চিরাভ্যস্ত মহা সঙ্গীত। উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করে আছি শুনবো বলে—তোমাদের দেহাশ্রিত রস-সমৃদ্ধির গোপন বাণী। অজস্র পুষ্পের, অসংখ্য শাখাপত্রের সম্ভার সে রসপ্রবাহের সম্ভাবনায় আছে লুকিয়ে—সেই পরম সম্ভাবনা বিকশিত হয়ে উঠুক তোমাদের সর্ব অবয়বে; দেহের সীমানা ছাড়িয়ে দেহাতীত সত্তায় তারা দোলা দিক; তোমাদের দেহমনে পরিব্যাপ্ত হয়ে যাক সেই অখণ্ড প্রবাহ। আমরা প্রাণভয়ে সেই বার্তা শুনি আর পরিতৃপ্ত হই। তবেই ত আমরা জানবো গো যে বৃক্ষদেহের সার্থকতা ছেড়ে এসেও আমরা অসার্থক হয়ে যাই নি। তবেই ত ভুলবো এই বিচ্ছিন্নতার বেদনা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২

* চাওয়া-পাওয়ার এই যে লীলা *

বড় ভালো লেগেছিল সেদিনের সেই বর্ষার দিনের ভোরবেলাকার ম্লান সূর্যালোক। আন্‌মনে তাকিয়ে তাকিয়ে আকাশের খেলা দেখছিলাম। নিঃশব্দ সঞ্চারে কোথা থেকে এলো একখানি মেঘঃ ম্লান আলোকে ছড়িয়ে পড়লো অপরূপ এক মেঘমেদুর ছায়া। তাও যেন ভারি ভালো লাগলো। তারই মাঝখানে মনে হল, আলোও যা, ছায়াও তাই; এ দুটি রূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে এমন করে মিশিয়ে আছে যে এদের মধ্যে পার্থক্য কিছু নেই। আলো থাকলেই বা কি, আলো না থাকলেই বা কি। দুটির মধ্যে প্রভেদ কোথায়?

ভাবছিলাম—তফাত যখন কিছুই নেই তখন এই থাকায় আর না থাকায় কি এসে যায়? আমার থাকা না থাকায় কোন ক্ষতিই যখন নেই, তবু কেন এই অকারণ চাওয়া, অর্থহীন প্রয়াস? যা কিছু আমরা নিরন্তর চাই, তা পেলেই বা কি, না পেলেই বা কি। আলোর সমুদ্রে সামান্য একখণ্ড ভাসমান মেঘের আড়াল হলেই বা কি, আর না হলেই বা কি। সমুদ্রের একমুষ্টি বাষ্প মাত্র মেঘ হয়ে দেখা দেয়ঃ সেটুকু থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি। সমুদ্র না থাকলে মেঘেরও ত অস্তিত্ব থাকে না। কি এসে যায় সমুদ্রও যদি না থাকে! আর সমুদ্রকে বহন করছে যে পৃথিবী—তাও যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়, তাতেই বা কার কতটুকু ক্ষতি!

তখনি মনে এল আর একটি অপ্রত্যাশিত চিন্তার ধারা। 'আলো-ছায়ার এই যে খেলা, চাওয়া-পাওয়ার এই যে অনাদি অনন্ত লীলা-প্রবাহ; কি চাই জানি না, কি পাবো তাও জানি না। তবু যে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিরাম চাওয়ার অসীম আনন্দ, অনন্ত বেদনা—এ সমস্ত আছে কাকে আশ্রয় করে? এইখানেই ত আছি আমি। আমি আছি বলেই আছে এই অপরূপ সৃষ্টি ; বোঝা যায় না, বোঝানো যায় না যে অনাদিকালের আনন্দ-বেদনার সমারোহ, এ সবই তো রয়েছে একমাত্র আমাকে আশ্রয় করে। আমি যখন নেই, তখন ত আর দুঃখ নেই, আনন্দও নেই—চাওয়া-পাওয়ায় কোন কিছুই কোথাও নেই। জানারও কিছু থাকে না। জিজ্ঞাসারও কিছু থাকে না ঃ সব কিছু বুদ্বুদের মত মিলিয়ে এক নিমেষে একাকার হয়ে যায়। যা কিছু দেখছি, ভাবছি, অনুভব করছি, আশা-আকাঙ্ক্ষা করছি, সব কিছু আনন্দ-বেদনার চক্র আবর্তিত হচ্ছে এই আমিকে কেন্দ্র করে। তাই যখন একমাত্র সত্য, তখন কেবল সেইটুকু জেনে নিয়ে সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে খুশি মত জড়িয়ে রাখতে বা ছাড়িয়ে নিতে কিছুমাত্র বাধা নেই। সবার মাঝখানে থেকেও অসঙ্গ হয়ে থাকা যায়, একা থেকেও সবাইকে পাওয়া যায় নিজের মধ্যে। তখনই ত চাওয়া-পাওয়ার নিত্যকালের লীলাটুকুর আসল স্বরূপটি প্রাণ ভরে আস্বাদন করা যায়।

৩

* শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ *

সূর্যের কথা বলবো, বলবো সেই আকাশের কথা, যাকে অবলম্বন করে আবর্তিত হচ্ছে এই অপরিমেয় সৌরমণ্ডল। তারপরে বলবো তার চেয়ে অনন্ত গুণ মহান ব্রহ্মবাণী।

সূর্যোদয়ের ক্ষণ সমাগত, কিন্তু সূর্যদেব এখনো প্রকাশ হন নি। নেপথ্যে শুরু হয়ে গেছে তাঁর আবির্ভাবের প্রস্তুতি। সমগ্র পূর্ব গগনটি হয়ে উঠেছে উদ্ভাসিত—রঙে, রূপে, বিচিত্র চিত্রের আলিম্পনে ভাস্বর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেপথ্যচারী যে সূর্য এখনো দৃষ্টিপথে আত্মপ্রকাশ করে নি—এরা যেন তারই বার্তাবাহী অগ্রদূত রূপে তাঁরই নিশানা বহন করে এনেছে। সমগ্র বিশ্বে শুরু হয়ে গেছে নব-সূর্যোদয়ের আনন্দ-কলরব।

জ্যোতির্ময় তোরণদ্বার পেরিয়ে অনন্ত আকাশের পটভূমিকায় ওই উঠলো সূর্য: প্রসন্ন মূর্তি আনন্দস্বরূপ। দীপ্তিতে ওর জ্বালা নেই; তাই চোখ মেলে দু চোখ ভরে দেখা যায়। কিন্তু এই দুর্লভ ক্ষণটুকু দেখতে দেখতেই হারিয়ে যাবে। সূর্যের স্নিগ্ধ মূর্তি ধীরে ধীরে বদলে যাবে। এর পরে আসবে মধ্যাহ্ন সূর্য—দীপ্ত প্রখর, জ্বালাময়। সেই রুদ্র মূর্তির পানে আর চোখ মেলে তাকানো যাবে না।

আবার এই পটভূমিকার হবে পরিবর্তন। অস্তমান সূর্য পশ্চিম দিগন্তে পড়বে ঢলে; আবার দেখা যাবে সেই উদয়-বেলার পরিচিত প্রসন্ন মূর্তি। অস্তাচলের গগনে জড়াবে আবার সেই নানা বর্ণের বিচিত্র রশ্মিজাল।

তারই মাঝখানে সারাদিনের দীর্ঘ যাত্রার হবে পরিসমাপ্তি: অস্তরাগের আভা আসন্ন অন্ধকারের বুকে আবীরের মত ছড়িয়ে দিয়ে সূর্য যাবেন অস্তাচলে।

পিছনে পড়ে থাকবে রাত্রির আকাশ: সূর্যোত্তর আকাশ। সে আকাশে থাকবে না এই আলোকের ইন্দ্রজাল, এই বহুবিচিত্র বর্ণাঢ্য আস্তরণ। অবলুপ্ত হয়ে যাবে এই মোহময় আনন্দ বিলাস। সূর্য যে এলো, সূর্য যে চলে গেলো, কোথায় তার নিদর্শন? রেখে ত গেল না সে আকাশের গায়ে কোন রঙের স্বাক্ষর, কোন কণামাত্র আভাস!

এইবারে, সৌরজগতের এই পরিদৃশ্যমান পটভূমিকা ছেড়ে ফিরে এসো তোমার নিজের মনে। সত্য স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করো তোমার মনে। তোমার মন যেন এই আকাশ, বৎস, এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হও। তোমার মনের আকাশে ওঠে সূর্য: সেইখানেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাগত হয় প্রভাত ছাড়িয়ে মধ্যাহ্ন দীপ্তি, মধ্যাহ্ন ছাড়িয়ে সেইখানেই নেমে আসে সায়াহ্নের প্রসন্নতা। সূর্য তোমার ব্রহ্মবোধ-ব্রহ্ম-চেতনা। প্রত্যক্ষ করো তোমার অন্তরে তার ক্ষণিকের শান্তোজ্জ্বল স্নিগ্ধ রূপ, প্রভাতে এবং সন্ধ্যায়। দীপ্ত সূর্যের দিকে পারো না চোখ মেলে চাইতে, দুঃসহ, প্রখর জ্বালা তার দর্শনে। তাকে দেখার চোখ তোমার নেই, তাকে ধারণা করার ইন্দ্রিয় তোমার নেই, তাকে গ্রহণ করার শক্তি তোমার নেই।

এই ব্রহ্ম, বৎস! তোমার মনের আকাশে সেই সপ্রকাশের ক্ষণিক উদয় যখন হয়, আনন্দে বিহ্বল হয়ে তুমি নিজেকে ভুলে তাকিয়ে থাকো তাঁর পানে। কিন্তু সামান্য ক্ষণের মধ্যেই তোমার ধারণা-শক্তিকে ছাপিয়ে যায় তাঁর দীপ্তি। সঙ্গে সঙ্গে তুমি তোমার চোখ সেখান থেকে নামিয়ে নাও। কিন্তু মনে মনে তোমার এই চকিত দর্শনের রেশটি চলতে থাকে। তোমার রসঘন অনুভূতির স্তরে স্তরে যে আনন্দ পুলকের স্পর্শ-শিহরণ তুমি পাও—সে প্রভাতের প্রথম রবির, সায়াহ্নের অস্তগামী সূর্যের। তোমার ধারণায় ধরে কেবল সেইটুকু। দীপ্তি যখন প্রখর হয়ে ওঠে, সে আর ধারণ করতে পারে না তোমার অক্ষম দৃষ্টি। তোমার মানস শক্তির অতীত তাঁর সেই জ্যোতির্ময় রূপ। কিন্তু যেটুকু তোমার ধারণায় ধরে, তোমার ধন্য হওয়ার পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট। যেটুকু রেশ তোমার অন্তরে জড়িয়ে থাকে সেই আলোকেই স্পষ্ট করে তুমি দেখো তাঁর পরমাশ্চর্য সৃষ্টিকে। তারই মাধ্যমে তুমি লাভ করো তাঁর আনন্দের কণিকা-প্রসাদ। সেই পথ দিয়েই আসে তোমার মানস-লোকে কৃতার্থতার পরম আশীর্বাদ।

আকাশের বুকে উদিত সূর্য অস্ত যায় আকাশেরই বুকে। তমসা-বৃত নভতলে সে অরূপের কোন দীপ্তিই সে রেখে যায় না। সূর্য যায় অস্তাচলে, আকাশ পিছনে পড়ে থাকে অন্ধকারে একাকার। কিন্তু তার বুকেও জ্বলে ওঠে অসংখ্য তারকার বিচিত্র অভিব্যক্তি। দিনের আলোয় যে আকাশ ভরা জ্যোতিষ্ক দৃষ্টির অগোচর হয়েছিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারাই তখন দৃষ্টিপথে অভিনব রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ঠিক তেমনি করে, তোমার মনের সঙ্গোপনে অন্তরীক্ষচারী যা যেখানে, যেমনটি ছিল তারাই রয়ে যায় ব্রহ্মানুভূতির আগে এবং পরে। মাঝখানে যতটুকু বিস্তৃত হয়েছিল সেই জ্যোতির্ময়ের প্রসাদ, ততটুকু মাত্র সীমানার মধ্যে চোখের আড়ালে প্রচ্ছন্ন হয়েছিল তোমার মনোজগতের বিক্ষিপ্ত তারকাপুঞ্জ। যতটুকু স্থান পরিব্যাপ্ত করে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, ঠিক ততটুকুই ছিলো তোমার মানসিক ধর্ম তাঁর প্রভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে।

সূর্যের দিলাম উপমা। কিন্তু কোন উপমাই আক্ষরিক ভাবে সত্য নয়। কিন্তু সূর্য তাঁর কতটুকু উপমা? কতটুকু উপমা এই আকাশ, এই নভোমণ্ডল! যে আকাশ চোখে দেখো, যে আকাশকে তুমি নিজের ধারণায় আনতে পারো, তার অনন্ত কোটিগুণ মহান আকাশেও যে ধরে না তাঁকে। ভাষা যেখানে হারিয়ে যায়, চিন্তা যেখানে হার মেনে স্তব্ধ হয়ে যায়, তোমার ধারণাশক্তির সাধ্য কি যে তুমি তাকে ধরবে!

তাই বৎস, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জন্য যখন তোমরা ব্যাকুল হও, আপন মনে আমি হাসি। কাকে দেখবে, কেমন করে দেখবে সেই অণোরণিয়ান, মহতোমহীয়ান, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অরূপ, বিরাটকে! যেদিন তোমাদের মনের আকাশ তাঁকে ধারণ করবার মত হবে, সেদিনই তোমরা প্রত্যক্ষ করবে তাঁর আনন্দঘন প্রসন্ন মূর্তিখানি। আমি জানি, সে দিন তোমাদের প্রত্যেকেরই আসবে। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর পানে চেয়ে আমি বসে আছি। আর সৃষ্টির লীলা দু চোখ ভরে দেখছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪

* ভালো লাগে না *

—ভালো লাগে না, গুরুদেব! কিছুই যেন ভাল লাগে না। কি যে আমার হয়েছে কিছুই বুঝতে পারি না। কেমন যেন, কোন কিছুই আমার ভাল লাগে না। কত রকম করে ভালো লাগাবার চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। কিছুতেই যেন ভাল লাগার আসল সুরটি বাজে না। কেন এমন হল গুরুদেব?

তাই না কি? এ ত ভারি আশ্চর্য যোগাযোগ। ঠিক তোমার মত আমারও দেখি কোন কিছু ভালো লাগে না। এর পরে তোমার ত ভালো-লাগা উচিত অন্ততঃ এই মনে করে যে তোমার ভালো-না-লাগার একজন অংশীদার আছে।

সে কথা ঠিক গুরুদেব, আমার ভালো না লাগার দলে আরো অনেকে আছে জানলে মনে হয় আমি একা নই। সেই দলে স্বয়ং তুমি আছো জানলে হাজার ভাল না লাগার মধ্যেও বেশ একটু ভালো লাগার ভাব মনে আসে। কিন্তু একটু পরেই আবার সেই ভালো না লাগার ভাবটি ফিরে আসে।

এ আর নতুন কথা কি, বৎস? শুধু তোমার বা আমার নয়, কারুরই ভাল লাগে না। ভালো-না-লাগাটাই যে সবচেয়ে স্বাভাবিক: তাই সবার নিকটে, এই অতি স্বাভাবিক নিয়মে, ভালো-না-লাগাটি এমন করে ক্ষণে ক্ষণে ফিরে এসে হাজির হয়।

ভালো-না-লাগাটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক যদি হয়, তাহলে ত গুরুদেব, ভালো লাগাটাই বলতে হয় অস্বাভাবিক। তাই যদি হয়, তা হলে ত শান্তি বা সন্তোষের কোন অর্থ থাকে না। স্থিতির স্থানে এসে যায় চঞ্চলতা। তোমার কথার তাৎপর্য্য যদি একটু বুঝিয়ে বলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—তা হলে কি হয়? বুঝিয়ে বললেই কি আর তোমার ভালো-না-লাগাটির অবসান ঘটে গিয়ে ভালো-লাগা ফিরে আসবে?

—কিসে কি হয় তা তুমি জানো। তুমি বললে, কারুর ভালো লাগে না। সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় নেই। কিন্তু তার সঙ্গেই যে বললে ভালো-লাগাটা স্বাভাবিক নয়; এইখানেই আমার দ্বিধা।

—আমি কিন্তু ঠিক এই কথাটি বলি নি। তুমি কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলছো। আমার কথা এই যে, ভালো-না-লাগাটাই জীবনের প্রথম ও শেষ কথা; অতএব এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কোন কিছু হতে পারে না।

—কিন্তু তাই যদি হয় গুরুদেব, তা হলে ত অস্থিরতা, চঞ্চলতা, নিরানন্দই জীবনের চরম কথা হয়ে থাকে। তাই কি তোমার বক্তব্য?

—আমার বক্তব্য আমি এখনো বলি নি, বৎস। এইবার বলছি, শোনো। আমি বলেছি, কারুরই ভাল লাগে না কারণ সেটা স্বাভাবিক নয়। বিশ্বজগতে এমন কেউ নেই যার পরিপূর্ণভাবে ভাল লাগে, কিছু নেই, যা পরিপূর্ণভাবে ভাল লাগে, কিছু নেই, যা পরিপূর্ণভাবে ভালো-লাগা সম্ভব। প্রকৃতির বুক জুড়ে চলেছে এই ভাল-না-লাগার খেলা; মানুষও বিশ্বপ্রকৃতির বাইরে নয় বলেই প্রকৃতির ক্ষেত্রে যা সত্য, মানুষের ক্ষেত্রেও তাই সত্য।

মাটির তলায় যে বীজটি অঙ্কুরিত হল—এই তার প্রথম অনুযোগ ভালো লাগে না আমার এই অন্ধকারের কারাগারে নির্বাসন। কেন এমন করে আলোর আকাশকে ছেড়ে মুখ লুকিয়ে বসে থাকি? অনেক দূর থেকে কান পেতে আমি শুনছি আলোকের আহ্বান—কিন্তু তার দুর্বার আকর্ষণে সাড়া দিতে পারি কই? সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে যে আমার ভালো লাগে না।

মাটি সন্ত্রস্ত হয়ে শশব্যস্তে ঊর্ধ্বমুখী অঙ্কুরের পথ ছেড়ে দিয়ে বলে: আমারই কি ভালো লাগে তোমার আলোর পথ আড়াল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে রাখি? তোমার পথের বাধা হয়ে পথ আগলে বসে থাকতে আমারই কি প্রাণ চায়? তোমার যেমন আমার বুকে লুকিয়ে থাকতে ভালো লাগে না, আমারও ত তেমনি, তোমাকে এমন করে লুকিয়ে রাখতে ভালো লাগে না। আবার, আমাকে এই অন্ধকারে ফেলে রেখে তুমি যে আমার পঞ্জর ভেদ করে দূরদূরান্তে চলে যাবে—সে কথা ভাবতেও ভালো লাগে না। আমার বুকের সঞ্চিত মমতার রসে তোমাকে পরিপুষ্ট করেছি। প্রাণপণে তোমাকে দীর্ঘদিন ধরে আমার বুকে আঁকড়ে রেখেছি। আজ তুমি আমাকে পিছনে ফেলে নিজের পথে চলতে চাও, আমার মুখের পানে ফিরে তাকাবার এখন আর তোমার অবসর নেই। আলোয় তুমি মুক্তি পাও তা আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি, কিন্তু তথাপি যদি তোমাকে ছেড়ে দিতে আমার ভালো না লাগে, আমার সেই দুর্বলতাটুকু তুমি ক্ষমার চোখে দেখ।

মাটির বাহুবন্ধন ছিঁড়ে, সমস্ত বাধা ভেদ করে অঙ্কুর আলোর ডাকে সাড়া দিতে দিতেও বলে—এতদিন ঘুমিয়ে ছিলাম তোমার বুকের নিভৃত নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। তোমার মায়াবন্ধনকে আমিই কি অস্বীকার করতে পারি? এই অন্ধকারের নীড়টি যে একান্ত ভাবে ভালবেসেছিলাম, তোমার সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলাম, সে কথা আমি ভুলতে পারি? তুমি মায়ের মত করে আমাকে তোমার বুকে আশ্রয় দিয়েছো, আপন স্তন্যদানে আমাকে পরিতৃপ্ত করেছো। এই নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি কত যে স্বপ্ন দেখেছি। সে কি এত সহজে আমি ভুলে যেতে পারি? আমারও ত ভালো লাগে না তোমাকে ছেড়ে যেতে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতে, অজানা অচেনা পরিস্থিতির মাঝখানে কোথায় যে আমাকে যেতে হবে, তা কি আমি জানি? বহির্জগতে কে আমাকে তোমার মত করে আশ্রয় দেবে? তবু নিয়তির মত দুর্বার এই আকর্ষণে সাড়া না দিয়ে আমার যে কোন উপায় নেই; এই কথাটি মনে করে তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপরে অঙ্কুর আলোর জগতে মাথা তোলে আর দেখে তার পারিপার্শ্বিক জগতের অনভ্যস্ত পরিবেশ। ঘন সন্নিবিষ্ট ঝোপঝাড় লতাগুল্মের ভিড় ঠেলে ভীরু চোখে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর বলে, ভালো লাগে না, ভালো লাগে না। সামান্য একটু আলোর রেখা শাখার ফাঁকে কখনো বা তাকে একটু ছুঁয়ে যায়, কখনো বা সেই ক্ষণিকের স্পর্শটুকুও তার ভাগ্যে জোটে না। নব-বিকশিত দু-চারিটি পাতা কাঙালের মত হাত পেতে ভিক্ষা করে আলোকের মুষ্টিভিক্ষা, আর কেঁদে কেঁদে, কেঁপে কেঁপে বলে—কোথায় আলো? কোথায় আমার সেই বহুবাঞ্ছিত মুক্তিস্নান? ভালো লাগে না এই দীনহীন সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রা। আলোকের আশীর্বাদ কতটুকু আমি পেলাম? পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে অরণ্যের উদ্ধত মহীরুহ। এই মাপা-জোখা এতটুকু ক্ষণিক আলোর আস্বাদনের জন্যই কি আমি তপস্যা করেছি? আমার যে আরো চাই, আরো আকাশে আরো বিস্তার, আরো আলোকে বাধাহীন পরিপূর্ণতা। অসহ্য এই চারিদিকের নিষ্পেষণ; আমার এই ক্ষীণ শক্তি নিয়ে এত বাধা আমি কাটিয়ে উঠবো কি করে? এমন সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে আমার যে আর ভালো লাগে না। যা পেয়েছিলাম তাও হারিয়েছি; যা চেয়েছিলাম, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও দেখছি—সেও আমার নাগালের বাইরে। এ নিদারুণ দৈন্য আমার যে আর ভালো লাগে না।

তারপরে যথা সময়ে সেই শিশু অঙ্কুর শাখা-পত্রে সমৃদ্ধ হয়ে চারিদিকের ভিড় ঠেলে নিজস্ব অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু শাখাপ্রশাখা সমন্বিত হয়ে ওঠে; আলোর আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ায়। পাতার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র পুষ্পের, পর্যাপ্ত ফলের আবির্ভাব হয়। সবুজ পাতার, বিচিত্র ফুলের ফলের সমারোহ ঋতুচক্রের আবর্তনে কোথা থেকে আসে, কোথায় মিলিয়ে যায়। কখনও পূর্ণতা, কখনও রিক্ততার খেলার মাঝখানে অসহায় দ্রষ্টার মত থাকতে থাকতে বৃক্ষের নিপীড়িত আত্মা আত্মস্বরে কেঁদে বলে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভালো লাগে না, ভালো লাগে না আমার এই পাওয়া আর হারানোর অর্থহীন পরিহাস। কেনই বা এরা এমন বন্যার স্রোতের মত এসে চোখের নিমেষে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়? এক শূন্য থেকে এসে আর এক শূন্যে হারিয়ে যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? না চাইতে এমন করে এরা আসেই বা কেন, নিঃশব্দে এমন করে বৃন্ত থেকে খসে খসে যায়ই বা কেন? ভালো লাগে না এই অযাচিত পূর্ণতা, ভালো লাগে না এই অবাঞ্ছিত শূন্যতা। এখন আমি কি করব এই শুষ্ক জীর্ণ বিবর্ণ পাতার বোঝা নিয়ে, এই কঙ্কালসার বিশীর্ণ শাখা-প্রশাখাগুলি নিয়ে?

ঝোড়ো হাওয়ায় কাঁপন লাগে বৃক্ষের সারা অঙ্গে। সেই হাওয়ার তালে তালে মাথা নাড়া দিয়ে বৃক্ষ তাদের ঝরিয়ে ঝরিয়ে ফেলে দেয় আর বলে—ভালো লাগে না আমার এই মিথ্যার তুলনা, এই আত্মপ্রতারণার বিড়ম্বনা। আমার আর কিছু চাই না। তোদের কাছে চাওয়া পাওয়ার আমার কিছু নেই। যাদের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই: যারা আমার খুশিতে আসে না, আমার ইচ্ছায় যায় না, তাদের কাছে আমার কিসের প্রয়োজন। এই পরিমিত জীবনের সীমিত সম্ভারে আমার তৃপ্তি নেই।

বোঁটার বাঁধন ছিন্ন করে ফলগুলি নিঃশেষে মাটির বুকে জলাঞ্জলি দেয়, আর বলে: কি হবে আমার এদের আঁকড়ে থাকার নিষ্ফল প্রয়াসে? কি পেয়েছি এদের কাছে যাতে আমার প্রাণের পাত্র ভরাতে পারি? ক্ষণিকের এই অতিথিরা কেন এলো, কেন আমার বুক খালি করে পালিয়ে গেল, সমস্তটাই যেন আমার কাছে দুর্বোধ্য প্রহেলিকার মত। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক এদের যখন যেতে দিতেই হবে, তখন কেন যে এই অকারণ আকুলতা আমার প্রাণকে ভারাক্রান্ত করে তোলে! যখনি এরা এসেছে আর চলে গেছে, বেশ বুঝিয়ে দিয়ে গেছে যে এরা আমার নয়। তবে কেন এই নিরর্থক প্রয়াস? যারা আমার নয়, তাদের আমি কিসের জোরে বেঁধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখবো? প্রতিটি পুষ্পে রয়েছে ফলের সম্ভাবনা, প্রতিটি ফলে রয়েছে বীজের সম্ভাবনা ঃ প্রতিটি বীজে রয়েছে প্রাণের সম্ভাবনা। সেই বিরাট সম্ভাবনার দ্বার আগলে বসে থাকবার সাধ্য তো আমার নেই। সাধ্য হলেও, তাতে কি আমার মন ভরবে? এখন যেমন ভাল লাগে না, তখনো তেমনি ভাল লাগবে না। কারুখ্যে প্রবঞ্চিত করে সেই প্রবঞ্চনায় নিজেকে জড়াতে আমি পারবো না। যারা আমার নয়, বেশ জানি, তারা আমার শাখায় ক্ষণিকের জন্য, নিজেদের অধিকারে, আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের আমি কোন অধিকারে, কিসের জোরে, নিজের কাছে ধরে রাখবার চেষ্টা করবো? মহাপ্রাণকে বঞ্চিত করায় আত্মবঞ্চনা আমার সইবে না বলেই ত দু'চোখ মেলে এই খেলাঘরের দ্বারপ্রান্তে চেয়ে বসে আছি। নির্বিকার হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখি, আর ভাবি, অনেক দিনের পুরানো হয়ে গেছে এই চিরদিনের খেলা। এ আর আমার ভালো লাগে না, একেবারেই ভালো লাগে না। এর মধ্যে আর কোন স্বাদ পাই না, কোন আনন্দ পাই না। এ খেলায় আর আমার আগ্রহ নেই।

এমনি করে ঋতুতে ঋতুতে নিজেকে বারে বারে নিঃশেষিত করতে করতে, হারিয়ে হারিয়ে নিজেকে নতুন করে চিনতে চিনতে বৃক্ষের বয়সের অঙ্ক সমাপ্তির পানে এগিয়ে যায়। তারপরে সহসা একদিন আকাশ বাতাস আলোড়িত করে যখন ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়, বৃক্ষ তার জরাজীর্ণ শত বাহু বাড়িয়ে তাকে আবাহন জানিয়ে বলে ঃ তোমারি পথ চেয়ে এতদিন বসে আছি। আমার গোনাগাঁথা দিনগুলি ফুরিয়ে যাবার সময় হয়েছে বলেই এতদিনে তুমি আমায় মুক্তিদাতা রূপে এসে দেখা দিলে। এবার আমায় উন্মূলিত করো। শিকড়ের বন্ধনে আজন্মকাল বাঁধা আছি। এ বেদনা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। কত পেলাম, কত হারালাম। আর আমার এই খেলায় আসক্তি নেই। দয়া করে তুমি যদি এসেছো, আমাকে অবহেলা করে ফেলে রেখে যেও না। এবার আমাকে বন্ধনমুক্ত করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়ে যাও। তোমার কৃপায় এবার আমাকে মরে বাঁচতে দাও। যার দেহ, যার প্রাণ তাকে তার দান ফিরিয়ে দিয়ে আমি মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। এই অস্তিত্ব আমার আর ভাল লাগে না।

পবন তার প্রার্থনা শোনে, আর বলেঃ তোমারও যেমন ভাল লাগে না, আমারও তেমনি ভাল লাগে না। তাই ত আমি গগন মথিত করে নিরুদ্দিষ্টের মত অনন্তকাল দিগ্বিদিকে ঘুরে বেড়াই। ধ্বংস-লীলায় বিশ্বময় আঁকা আছে আমার পদচিহ্ন। মুহূর্তের জন্য কোনখানে আমার থেমে থাকার উপায় নেই। আমার যাত্রাপথের আদি অন্ত কিছুই জানি না। অশান্ত হৃদয়ের বেদনায় দিকে দিকে আমার এই অনন্তকালের অভিযান কবে যে শেষ হবে তা আমি জানি না। তোমার জন্য এটুকু করতে আমার আর কষ্ট কি? সবাই যদি তোমার মত সানন্দে উন্মূলিত হতে চাইতো, তাহলে ত আমার ক্ষোভের কিছু থাকতো না। এসো তুমি আমার ধ্বংসময় আলিঙ্গনে। তুমি আর আমি একই ভালো-না-লাগা পথের পথিক।

কঙ্কালসার দেহখানিকে মাটির বুকে অর্পণ করে বৃক্ষ তার অস্তিত্বের যবনিকা টেনে দেয়। কিন্তু তাতেও এই ভালো-না-লাগার ইতিহাস সমাপ্ত হল না। মাটি বলে—এ কি রূপে তুমি আমার বুকে ফিরে এলে? এ আমার ভালো লাগে না। অঙ্কুর রূপে যেদিন তুমি মৃত্তিকার গহ্বরে আলোক-পিপাসায় মাথা কুটেছিলে, সেদিন আমি তোমার জন্য নিজের বুক চিরে পথ করে দিয়েছিলাম, কারণ তোমার আর্ত আবেদনে আমি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারি নি। তোমার সেই ক্রন্দন শুনতে আমার ভাল লাগে নি। তোমাকে বিদায় দিতেও ভাল লাগে নি, তোমাকে বেঁধে রাখতেও ভাল লাগে নি। আজ তুমি অকস্মাৎ এ কোন বীভৎস কঙ্কালের রূপে আমার বুকে এমন করে ফিরে এলে? এ যে আমার ভাল লাগে না। মাটির বুকে জেগে আছে অজস্র প্রাণের জাগরণোন্মুখ অঙ্কুর। আজ তোমার নিষ্পেষণে তারা আর্তস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে বলছে—ভাল লাগে না; ভাল লাগে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের অসহায় প্রাণকণাগুলির উপরে এই অকারণ অত্যাচার। তোমার এই নিষ্প্রাণ কদর্যতা আমিও সইতে পারছি না। তোমার থাকার প্রয়োজন যখন ফুরিয়েছে এবং সর্বসহা মাটির বুকেই যখন ফিরে এসেছো, এসো তোমাকে মাটির সঙ্গে মাটি করে গলিয়ে মিশিয়ে আবার আমার বুকের আশ্রয়ে ফিরিয়ে নিই।

পাহাড়ের তুষারাবৃত চূড়া থেকে যে নদী সমতল ক্ষেত্রে নেমে আসে, সেও ত এই ভালো-না-লাগার তাড়নায়। পথে কোথাও সে থামতে পারে না ঃ তার স্থিতি নেই কোনখানে। দু'পাশের তীর শত বাহু বাড়িয়ে তাকে বেঁধে রাখতে চায়। কিন্তু অপরিসীম অতৃপ্তি যার গতিবেগে, তাকে ধরে রাখবে কে? ভালো লাগায় যদি কোনখানে সে সাড়া দিতে পারতো তাহলে যেখানকার যত নদী আছে সব নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে পরিণত হয়ে যেতো।

নদীর বেলায়, বৃক্ষের বেলায় যা সত্য, জীবনের বেলায়ও তাই সত্য। শিশুর শৈশব ভালো লাগে না, কিশোরের কৈশোর ভাল লাগে না, বৃদ্ধের বার্ধক্য ভাল লাগে না। সংসারীর সংসার ভাল লাগে না, সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস ভাল লাগে না। যে যা পায় তাই তার ভাল লাগে না ঃ সে আরো চায় বা অন্য কিছু চায়। আরো বা অন্য কিছু পেয়েও তার ভাল লাগে না। আবার বলে সেই এক কথা— ভালো লাগে না, ভালো লাগে না।

বিশ্বজোড়া এই ভালো-না-লাগার খেলাঘরে তবে তুমিই বা তোমার ভালো-না-লাগা নিয়ে এত বিচলিত হও কেন? ভুবনব্যাপী এই ভালো-না-লাগার সমারোহে তোমার এই ব্যক্তিগত ভালো-না-লাগাটি কতটুকু যে তাই নিয়ে তুমি এমন বিক্ষুব্ধ হও? ভালো যখন লাগে না, তখনি ত বোঝা যায় যে তোমার মনের আধারটি তোমার পাওয়াকে ছাপিয়ে কেবলই প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। তোমার মনের মধ্যে নতুন আকাশের, নতুন ব্যাপ্তির, নতুন শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে বলেই ক্রমাগত ঘুরে ফিরে আসছে এই ক্রমবর্ধমান অপূর্ণতার বোধ যার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ তোমার এই ভালো-না-লাগায়। চঞ্চলতা ছেড়ে একটু স্থির হয়ে অপেক্ষা করে থাকলেই দেখবে—তোমার এই নবজাত আকাশটি, এই বেদনাময় শূন্যতাটি রূপে রসে অকস্মাৎ কানায় কানায় ভরে উঠবে। পরক্ষণেই আবার দেখবে এই ভালো-না-লাগার নবীন আত্মপ্রকাশ, কারণ একটি শূন্যতা ভরতে না ভরতেই, তার স্থানে আসে আর একটি অনির্দিষ্ট শূন্যতা, যা কোনদিন নিঃশেষিত হবে না। যদি হত, তা হলে বৎস, এই সৃষ্টিচক্র অচল হয়ে যেতো।

৫

* পূর্ণ-অপূর্ণ *

অপূর্ণ? তোরা নাকি অপূর্ণ? কে বলে তোদের অপূর্ণ? কোথা থেকে এলো তোদের এই ভ্রান্ত ধারণা? পূর্ণের কণিকা তোরা, কোন দুঃখে তোরা অপূর্ণ হতে যাবি! অপূর্ণ থেকে অহংকারের মিথ্যা অকারটাকে বাদ দিলেই তোরা দেখবি যে তোরা পূর্ণ, যা যেখানে আছে সমস্ত কিছু পূর্ণ, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত, সব পূর্ণ, সব পূর্ণ। প্রথম অক্ষর রূপে এই 'অ'টা এসে সমস্ত গোলযোগের সৃষ্টি করেছে: পূর্ণকে খণ্ড বিখণ্ড, চূর্ণ বিচূর্ণ করে রেখেছে এই অহং; তারই ফলে এসেছে এই মিথ্যা অপূর্ণতার বোধ। দিয়ে দে না এই আগন্তুক অহংটাকে বাদ দিয়ে; দেখবি অপূর্ণ বলে কোথাও কিছু নেই,—থাকতে পারে না। যা যেখানে যেমনটি আছে তা পরিপূর্ণ: নানা রূপে, নানা রসে, নানা ভাবে, নানান ছাঁদে সেই এক অখণ্ড, অনন্ত অনাদি, অপরূপ পূর্ণতা।

এই দেখো, বৎস, তোমার পায়ের কাছে গোষ্পদে জমে আছে সামান্য এতটুকু গণ্ডূষ মাত্র জল। কিন্তু এরও বুকে পড়েছে আকাশের ছায়া, চন্দ্র তারা—ছায়াপথের প্রতিবিম্ব। সাগরের বিশাল বক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে আকাশ প্রতিফলিত এই গোষ্পদের বুকেও পড়েছে সেই আকাশেরই ছায়া। তবে আর এ অপূর্ণ কিসে। পূর্ণ অপূর্ণের বিচার যদি করো—তোমার এই দিগন্তবিস্তারী সাগরও ত অপূর্ণ। যে পৃথিবী ধারণ করেছে এই সাগরকে সেও ত অপূর্ণ; যে আকাশ পৃথিবীর সঞ্চরণ ক্ষেত্র, অপূর্ণ ছাড়া সেও ত আর কিছু নয়। অথচ এই আকাশ, এই পৃথিবী, এই সাগর, এই গোষ্পদ—এর কোনটাই ত সেই পূর্ণতার অতিরিক্ত বা পূর্ণতা থেকে খণ্ডিত কিছু নয়। কোনটা থেকে কোনটাকে দেবে বাদ, কার কাছ থেকে কাকে তুমি দেখবে তফাৎ করে, কার বাইরে কে আছে, কোন বিভিন্ন সত্তায় কে কার থেকে পৃথক বল্ দেখি।

যা কিছু চোখে দেখো সবই যদি অপূর্ণ, তবে পূর্ণতার কথা আসে কোথা থেকে বলতে পারো? যত ভাবে যেখানে যা কিছু দেখছো সবই যে সেই এক পরিপূর্ণতার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু তোমার দেখার কালে তুমি তার প্রত্যেকটির চারিপাশে অহংয়ের গণ্ডী টেনে দিয়ে দেখো বলেই তোমার এই দৃষ্টিভ্রম। তাই তোমার চেতনায় পূর্ণত্ববোধ গণ্ডীতে গণ্ডীতে হয় ব্যাহত, সীমানায় সীমানায় পায় বাধা, পায় আঘাত। ভুলে যাও কেন যে তুমি পূর্ণ বলেই তোমার পদে পদে বাজে এই অপূর্ণতার পীড়া? আত্মার মরণ নেই বলেই ত অনন্তকাল ধরে চলেছে বারে বারে এই জীবন-মৃত্যুর ছদ্ম অভিনয়! তীরের কাছে এসে কেমন করে মহাসমুদ্রের স্রোতগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে দেখো না। তারাও যে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে বলে, অপূর্ণ, অপূর্ণ, অপূর্ণ! অথচ পরক্ষণেই সেই জলোচ্ছ্বাস তীব্র বেগে যথাস্থানে ফিরে গিয়ে নিজের পৃথক খণ্ড সত্তাকে আর সেই অতলের মাঝে কোনখানে খুঁজে পায় না। নিস্তব্ধ হয়ে যায় তার ক্ষণিকের বিক্ষোভ।

দূরে কাছে, চারিদিক থেকে পূর্ণতা ক্ষণে ক্ষণে দেয় হাতছানি; বলে, এই যে আমি রয়েছি আবৃত করে, ভেঙ্গে আয় তোর মনগড়া ক্ষুদ্র আবেষ্টনী, চূর্ণ করে আয় তোর গণ্ডী ঘেরা জীবনের মিথ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোহপাশ। অহং কেবলি চায় সেই প্রবল আহ্বানে সাড়া দিতে; কিন্তু নিজের অক্ষমতায় লজ্জা পেয়ে ফিরে আসে। সংশয়, সন্দেহের আওতায় পড়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে সে যতই বিচার করতে বসে, ততই সৃষ্টি করে তর্কের কুজ্ঝটিকা। ছিদ্রান্বেষী মন নিজের পাকে নিজে জড়িয়ে নিজেকে পঙ্গু করে রাখে বলেই শেষ পর্যন্ত অপূর্ণতার জয়জয়কার শুরু হয়ে যায়।

তোরা মনে করিস তোরা অপূর্ণ। যদি সত্যিই তোরা তাই হতিস, তাহলে ক্ষোভের ত কিছুই থাকতো না, তাতে বেদনারও কিছু থাকতো না। কিন্তু অপূর্ণতাকে অপূর্ণতা বলে মেনে নিতে তোরা পারিস না কেন? কেন তবে এই অপূর্ণতার বোধটি তোদের অন্তরে এই অহেতুক বেদনার সৃষ্টি করে? কেন যে এই বেদনা, কিসের যে এই ক্রন্দন একটু ভেবে দেখতে ক্ষতি কি? জলে স্থলে আকাশে অন্তরীক্ষের সবখানে যিনি পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছেন—তাঁর পূর্ণতার অখণ্ডত্বের মাঝখানে মনগড়া ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে যে অহং, পূর্ণের সঙ্গে একাত্মতায় পূর্ণ হয়ে মিলতে দেয় না যে অহং—এই বেদনার মূলে দেখতে পাবি এই অহংয়েরই খেলা। অহং না থাকলে, পূর্ণের সঙ্গে পূর্ণের যোগ। তার মাঝে আর কোন বেদনার স্থান নেই। দে না একবার সেই অনধিকারী অত্যাচারী অহংটাকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে: দেখবি কেবল সমস্ত বোধে, সমস্ত ভরে, এক এবং অদ্বিতীয় রূপে সেই পূর্ণ ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই। পূর্ণতার যে বোধটি তোর অন্তর বাহির জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে—তার পানে দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে দেখ না, তারপরে তোর এই অপূর্ণতার খণ্ডিত সত্তা কোথায় মিলিয়ে গিয়ে একাকার হয়ে যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬

* সহজ সুন্দর *

—কৌতূহল মার্জনা করো, গুরুদেব, মনে আমার জেগেছে এক প্রশ্ন।

—এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করো নি কেন বৎস? তা হলে ত আর এতক্ষণ ধরে তোমাকে আন্‌মনা হয়ে থাকতে হত না।

—মনে মনে সাহস সঞ্চয় করছিলাম, গুরুদেব। তুমি শিশুদের নিয়ে রঙ্গ করছিলে। তার মাঝখানে রসভঙ্গ করতে সাহস হচ্ছিল না।

—তাও তো বটে, তুমি তো এখন আর শিশুর পর্যায়ে পড় না। জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনায় প্রায় সাবালকত্বে পৌঁছে গেছ। কিছু একটা মনে হলেই যে বলে ফেলা যায় না—সেটা বুঝে নিয়েছ। কিন্তু শিশু তো তুমিও ছিলে এই কয়েকটি বৎসর আগে পর্যন্ত। সেটা তুমি যেমন করে ভুলে গেছ, তেমন করে আমি তো ভুলতে পারি না। সেটা কার দোষ কে জানে! এখন তোমার প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা কর, বৎস।

—গুরুদেব, আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে শিশু তোমাকে প্রশ্ন করলো 'ও কি?' তুমি বললে, স্বর্গের দেবতাদের যে নন্দন কানন আছে না, সেখানকারই পারিজাত ফুল ওরা, বাগান আলো করে ফুটে আছে। তারপরে, কেমন সেই পারিজাত, কি অপরূপ তার সৌরভ। সেই পারিজাত কি হয় এই সব কথায় তোমরা দুজনে মেতে রইলে। আমি দূরে দাঁড়িয়ে সেই সব শুনতে লাগলাম। মনের আনন্দে এই সব কাহিনী শুনতে শুনতে হঠাৎ আমার চমক লাগলো। দ্বিধা এল মনে, কারণ তুমি তো কখনো মিথ্যা বল না;—তবে এই ভুল শিক্ষায় শিশু মনে তুমি এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করলে কোন অভিপ্রায়ে এই আমার প্রশ্ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—ভ্রান্ত ধারণা কেন বলছ, বৎস ? ভুল শিক্ষার কথাই বা কোথা থেকে এল ? কে বলে আমার এ কথা ভুল ?

—জ্ঞান, প্রভু ; বিজ্ঞান তো এ কথা বলে না। সে বিজ্ঞান তো তোমার কাছেই শিখেছি।

—কি বলে তোমাদের বিজ্ঞান ?

—সে কি আর তুমি না জানো ? বিজ্ঞান বলে, স্বতন্ত্র পৃথিবী ওরা—প্রত্যেকটি গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রণ করছে।

—বিজ্ঞান তো এই কথাই বলে, গুরুদেব !

—সে কথা বিজ্ঞান বলে, তা আমি জানি। কিন্তু সে কথা বিজ্ঞান বলে তোমাকে—শিশুকে নয়।

—কিন্তু বিজ্ঞান যা বলে, সেই কথা তো সবার ক্ষেত্রেই সত্য।

—সত্য হলেও, সবার ক্ষেত্রে সেকি সমভাবে গ্রহণযোগ্য ? যে সত্যটি তোমার পক্ষে গ্রহণযোগ্য ; সে সত্যটি শিশুর কাছে কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। তোমার জগতে ওই দূরের তারকাপুঞ্জ স্বতন্ত্র গ্রহ-উপগ্রহের সমষ্টি। শিশুর জগতে যদি ওই তারকাপুঞ্জ ফুল হয়ে ফুটে থাকে তোমার জগতে বসে তাকে ভুল বল কোন সাহসে ? সত্যের সমগ্র স্বরূপ তো তুমি দেখ নি, বৎস। সত্যদ্রষ্টা আমি, সত্যের সমগ্র রূপটি আমার দেখা হয়ে গেছে। তুমি তো আমার মত করে সত্যের সমগ্র রূপটি প্রত্যক্ষ কর নি। তুমি তোমার নিজের খণ্ডিত জগতের আংশিক সত্যটুকু মাত্র দেখেছ। তোমার মনোভূমির সীমানায় যেটুকু উপলব্ধি ধরা দিয়েছে তাই তোমার অবলম্বন। তার বাইরে তোমার দৃষ্টি অচল। কিন্তু সেইটুকুই তো সব নয়। তার বাইরে যা কিছু রয়ে গেছে, তার সন্ধান তুমি জানবে কি করে !

আচ্ছা, এবার তোমার প্রশ্নের কথাটায় ফিরে আসি। এইবার বল তো তুমি যাকে বল ফুল, তাকে যদি আমি বলি জমাট বাঁধা মৃত্তিকার রস—ভুল হবে কি ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—হ্যাঁ, গুরুদেব, তা বলা যায় বই কি! প্রকারান্তরে এ কথা অবশ্যই সত্য।

—আচ্ছা, আবার যদি বলি, তারা জমাট বাঁধা মৃত্তিকার রস ছাড়াও আরও অন্য কিছু? যদি বলি, তারা জমাট বাঁধা মৃত্তিকার রস নয়, তারা পৃথিবীর প্রাণশক্তি পুষ্পরূপে ফুটে আছে—ভুল হয়?

—না, গুরুদেব, কিছু মাত্র ভুল হয় না, কারণ, এ কথাও সত্য।

—ভাল কথা; আবার যদি বলি, পৃথিবীর প্রাণশক্তি ওরা নয়; তিনিই এই সব হয়ে আছেন—আপত্তি করবে?

—না গুরুদেব, আপত্তির কোন কথাই তো এর মধ্যে নেই। যা কিছু যেখানে আছে সব তাঁরই তো প্রকাশ।

—তবেই দেখো বৎস, একই পদার্থের স্থূল স্বরূপ আছে, সূক্ষ্ম স্বরূপ আছে। তার চেয়েও সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম স্বরূপ আছে।

কোনটিকে বাদ দেওয়া যায় না, কোনটিকে ফেলা যায় না। কোনটিকে একমাত্র স্বরূপ বলে বলাও যায় না। যত রূপে যত কিছু প্রতিভাত হয়, তার কোনটিই অস্বীকার করবার মত নয়, কারণ পূর্ণের স্বাক্ষর আছে তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে। সত্যের সমগ্র স্বরূপটি যতদিন প্রত্যক্ষ না হয়, ততদিনই দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, তর্ক, বিতর্ক, বিচার মীমাংসা। বৈচিত্র্যময় খণ্ড জ্ঞানের জগতে এ সব অবশ্যম্ভাবী।

তোমার জগতে আছে যুক্তি, তর্ক, অবিশ্বাস। তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। যতটুকু তুমি দেখেছো, জেনেছো, বুঝেছো, তার বাইরে যে আরও সত্য থাকতে পারে, সেটা মানতে হলে তোমার মন বেঁকে বসে। তুমি তাকে স্বীকার করে নিতে বাধা পাও, ভয় পাও। ক্ষুদ্র খণ্ডিত জ্ঞানের গণ্ডীঘেরা তোমার স্বল্প জানায় অসম্পূর্ণ জগৎ। সেখান থেকে তুমি তোমার নিজের জ্ঞানের পরিধির মাপে সত্যের একটি কল্পিত আকৃতি মনে মনে গড়ে নিয়ে তাকেই তোমার পূজাবেদীর উপরে স্থাপন করেছো, এবং সেই মন-গড়া অস্পষ্ট মূর্তিটাকেই পরিপূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য জেনে পুলকিত হয়ে আছো। তার বাইরে তোমার দৃষ্টি অচল, গতি স্তব্ধ। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সীমানাটুকুর বহির্দেশে তুমি দৃষ্টিহীন অন্ধের মত অসহায়। সত্যদৃষ্টি বলে যাকে তুমি ভ্রম করো, বৎস, সে তোমার নিজের মনের মাপে তৈরী পুতুল খেলার জগৎ।

এরই পাশাপাশি দেখো শিশুর জগৎ। অপাপবিদ্ধ। সরল বিশ্বাসী শিশুকে তুমি অজ্ঞ বলতে চাও, বলো। কিন্তু এ কথাও ভুলো না যে, শিশু থাকে যে লোকে, সেখানে জ্ঞান-অজ্ঞানের প্রতিযোগিতা নেই, জানা-অজানার দ্বন্দ্ব নেই, সম্ভব-অসম্ভবের গবেষণা নেই। তাই কোন অবস্থায় কোন বিষয়ের সহজ সুন্দর আনন্দ স্বরূপটি গ্রহণ করতে তার বাধা নেই। তাই, তার দেখায়, তার চিন্তায় যে রূপটি প্রতিভাত হয়, তার জগতের পটভূমিকায় সেই রূপটি সত্যের আলোয় এমন সত্যস্বরূপ হয়ে ওঠে।

তোমার শৈশবের সেই অনুপম অবস্থাটি তুমি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছনে ফেলে এসেছো। সেই সহজ সুন্দরকে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের দৃষ্টি মেলে প্রত্যক্ষ করার সহজাত প্রস্তুতি তোমার আর নেই। অনেক জানার বোধে, বিচার বুদ্ধির সৃষ্টি হয়েছে তোমার মনে। এমনি করে, বৎস, তোমাদের মনের বাধা গড়ে উঠেছে, দিনে দিনে এই বাধার পাহাড় অভ্রভেদী হয়ে উঠে সহজ সত্যের পথ আড়াল করে দিয়েছে। যেটিকে যা বলে জানো, সেটিকে তা ছাড়া আর কোন কিছু বলেই স্বীকার করতে তোমাদের বাধে। শিশুর যে কোন কিছু স্বীকার করতে বাধে না ; তার স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সত্য স্বপ্রকাশ হয়ে ফুটে ওঠে বলেই সে যা দেখে তাতেই আত্মহারা হয়ে যায়। তবে কেন তাকে তোমাদের স্বল্পজ্ঞানের অজুহাতে, সহজ সুন্দরের অনুপম মাধুর্যলোক থেকে বঞ্চিত করতে চাইবে? তার কুণ্ঠাবিহীন বৈকুণ্ঠ থেকে তাকে তোমরা কোন প্রাণে কোথায় টেনে নামাবে? সেই নিষ্পাপ দেবশিশুকে অকারণে তার সহজ প্রতীতির স্বর্গ থেকে বিচ্যুত করে সংসারের কতটুকু কল্যাণ হবে আমাকে বলতে পারো?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭

* নিত্যানিত্য সত্যমিথ্যা জন্মমৃত্যু সমেতি *

—চোখ মেলে দেখো, বৎস, আনন্দের এই লীলাক্ষেত্র। প্রত্যক্ষ করো যা কিছু নিত্য, যা কিছু অনিত্য, যা কিছু সত্য, যা কিছু মিথ্যা, সমস্ত কিছু আনন্দময়। আনন্দ এই সবের আদিতে, অন্তে, মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। অন্তরে অন্তরে এই আনন্দের ধারাটি তুমি অনুভব করো।

—কিন্তু গুরুদেব, সে অনুভূতি আনা ত সহজসাধ্য নয়। জন্ম সুন্দর, সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু মৃত্যুকে সুন্দর বলে মানতে ত পারি না।

—পারিস না? কিন্তু কেন পারিস না? আচ্ছা, প্রভাত সুন্দর যেমন সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তের বেলায় সন্ধ্যাও কি তেমনি সুন্দর নয়!

—খানিকটা সুন্দর, তা ঠিক। কিন্তু তেমনটি ত বলতে পারি না। দিন আসে আলো নিয়ে, সন্ধ্যা আসে আঁধারের দূত হয়ে। পার্থক্য একটা তো থাকবেই।

—আর যদি পশ্চিম দিগন্তে মেঘ-সমারোহ থাকে, তাহলে?

—তাহলে অবশ্যই মেঘমেদুর সায়াহ্ন বেশ একটু সুন্দর হয়ে ওঠে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু গুরুদেব, দিবসের সমাপ্তি আর জীবনের মৃত্যু পাশাপাশি রেখে মেলানো ত যায় না। দিনের পরে রাত্রি, আবার রাত্রির অবসানে দিন। দিন যখন শেষ হয়, সেই সমাপ্তির মাঝেও এই নিশ্চিত বোধটি থাকে যে রাত্রির পরপারে নবদিবসের অভ্যুদয় হতে চলেছে। কিন্তু জীবনের অন্তিমকালে এই রকমের একটা নবজীবনের অবশ্যম্ভাবী আগমনের বোধ ত ঠিক তেমনি করে আনা যায় না গুরুদেব।

—যায় না বলেই ত সূর্যাস্তের কিনারায় মেঘসমারোহের উপমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়েছি। মেঘসমারোহ যদি থাকে, তাহলে সূর্যাস্ত রমণীয় হয়ে ওঠে। সেই রঙের খেলা দেখতে দেখতে দূরাগত রাত্রির কথা নিঃশেষে ভুলে যাওয়া যায়। সন্ধ্যাগগনের এই মেঘমায়া আমাদের আয়ত্তাধীন নয়; ইচ্ছামাত্রই সেটি ঘটানো যায় না। কিন্তু জীবনসায়াহ্নের মেঘমায়া সাধনা-সাপেক্ষ। সাধনার দ্বারা এই মেঘমায়া রচনা করতে পারলে, দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা আর থাকে না। মৃত্যুকে অতিক্রম করে অনন্তজীবনের দিগন্তপ্রসারী বিস্তৃতির পানে যে মুহূর্তে দৃষ্টির মোড় ফিরে যায়, তখনই মৃত্যুর এক পরমাশ্চর্য রূপান্তর ঘটে যায়। তখন আর মৃত্যুকে পূর্ণচ্ছেদ বলে মনে হয় না: তাকে আর মনে হয় না ভীষণ; ভয়ানক, বিভীষিকা! মনে হয় না অবাঞ্ছিত দুঃখ বেদনাময় দুঃসহ দুর্ঘটনা।

—কিন্তু গুরুদেব, মৃত্যুর স্বরূপ যে বড় কুৎসিত। কৃমিকীটে সমাচ্ছন্ন গলিত শবদেহের দর্শনে বা চিন্তায় কোন আনন্দই তো আসবার কথা নয়।

—কিন্তু সে কতটুকু, বৎস! ক্ষুদ্র দৃষ্টির কাছে সেটা বড় হয়ে দেখা দেয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বৃহত্তর সাধনার দৃষ্টি যখন সীমানাকে অতিক্রম করে যায়, যখন দৃষ্টি ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বাতীত সৌন্দর্যলোকে তলিয়ে যায়, যখন দৃষ্টি এই বিশাল সৃষ্টির সবটুকু সৌন্দর্যকে গ্রহণ করেও দূরে, আরও দূরে, চলে যায়, তখন নগণ্য হয়ে ওঠে এই অসুন্দরের অস্তিত্ব। যে ঘ্রাণশক্তিকে পীড়া দেয় এই দুর্গন্ধ, সাধনায় সেই ঘ্রাণের পথেই সৃষ্টির সমস্ত সৌরভ যখন ধরা দেয়, তখন আর গলিত শবের দুর্গন্ধ মনকে প্রপীড়িত করতে পারে না। যে দৃষ্টিশক্তি কুরূপ দেখে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, সাধনার ফলে, তারই সামনে ফুটে ওঠে বিশ্বাতীত অপরূপের সমারোহ।

যেমন করে দৃষ্টিশক্তি ঘ্রাণশক্তির অনির্বচনীয় রূপান্তর ঘটে ঠিক তেমনি করেই আবার উপলব্ধির মাঝে লাগে বৃহত্তর স্পর্শ, চেতনায় ফুটে ওঠে অপার্থিব সৌন্দর্যলোক। তখন ঠিক বর্ণাঢ্য দিনান্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত অনুভূত হয় জীবন-সায়াহ্নের চিত্রটি। তখন এই উপলব্ধিটি প্রত্যক্ষভাবে আসে—যেমন করে দিবারাত্রির খেলা চলেছে, ঠিক তেমনি করেই নিস্তরঙ্গ স্রোতে চলেছে অনন্তপ্রসারী জীবনমরণের অপরূপ প্রবাহ। তখন সমস্ত কিছুই লাগে সুন্দর। সুন্দর অসুন্দরের ব্যবধান ঘুচে গেলে সুরূপ কুরূপ সমস্ত কিছুই অপরূপ হয়ে ওঠে। দৃষ্টির মাঝখানে পরমসুন্দরের অধিষ্ঠান হলে আর কুদৃশ্য বলে কিছুই থাকতে পারে না। তখনই বৎস, জন্ম মৃত্যুর রহস্যময় স্বরূপটি ধরা পড়ে। নিত্য-অনিত্য, সত্য-মিথ্যার সমস্ত ভেদাভেদ এক অখণ্ড প্রবাহে একাকার হয়ে মিলিয়ে যায়।

৮

* অবসাদ *

—গুরুদেব! সাধনার পথে চলতে গিয়ে পদে পদে কেবলি যে আসে অবসাদ। প্রতিকারের পন্থা যদি কিছু থাকে, তাই মনে করে তোমার কাছে নিবেদন করি; কিন্তু তুমি শুনেও শোনো না।

—তোমাদের সব কথাই তো জানি, বৎস। যা বল তাও শুনি, যা বল না, তাও শুনি। অবসাদ আসে, আসুক না। তাতে তোমারই বা কি, আমারই বা কি!

—গুরুদেব, তুমি তো সব কিছুর পরপারে, তাই তোমার কিছুতেই কিছু হয় না। কিন্তু আমরা তো আর তোমার মত নই। অবসাদ যখনি আসে তখনি যে ভেঙে পড়ি। মনে হয় সবই বুঝি হারিয়ে গেল, কিছুই বুঝি আর আমার হল না। সমস্ত উৎসাহ উদ্যম কোথায় যেন হারিয়ে যায়। দেখি কেবল অন্ধকার—যার কূল-কিনারা কোথাও নেই। কখনো যে কিছু পেয়েছি, কোথাও কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে পাবার আছে, তাও ভুল হয়ে যায়। পাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আসে এই অসীম শূন্যতার ছেদ, অব্যক্ত বেদনার রিক্ততা। তোমার কাছে নিশ্চয় এর প্রতিকার আছে। এই উপায়টি তুমি বলে দিলেই তো পারো।

—প্রতিকার তো আমার হাতে নেই বৎস, প্রতিকার আছে তোমার নিজেরই হাতে; কিন্তু সেদিকে তোমার দৃষ্টি নেই।

—আমার হাতে প্রতিকার থাকলে আর তোমার কাছে ছুটে আসি কেন? ধ্যানের আসনে জোর করে নিজেকে বসিয়ে রেখে দেখেছি সেই অবসাদের শূন্য পথে ফাঁকি বোঝা জমে উঠেছে। প্রাণান্তকর চেষ্টায় কিছুতেই নিজের মনকে বশে আনতে পারি নি। ক্লান্ত হয়ে আসন ছেড়ে উঠে পড়েছি। নিত্যকর্মে মনোনিবেশ করবার প্রয়াসেও দেখেছি সেই সর্বগ্রাসী অবসাদের অত্যাচার। তখনও প্রতি পদে বিড়ম্বিত করেছে সেই অবসাদের ছায়ামূর্তি।

—এইবার ঠিক বলেছ: যাকে তুমি বল শূন্যতার ছেদ; সেটি ছায়ামূর্তি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই ছায়া যে কিসের ছায়া সেইটি বুঝতে পার নি। ছায়ার পিছনে কোন একটি বস্তু অবশ্যই আছে, নইলে ছায়াই বা এলো কোথা থেকে। চারিদিক হাতড়ে সেই বোধটির সন্ধান তুমি করে বেড়াও, কিন্তু নিজের মনে ত খুঁজে দেখো নি সেই ছায়ার উৎস। এই শূন্যতার ছেদ তোমারি অবিশ্বাসের ছায়া। সাধনা তুমি গ্রহণ করেছো, কিন্তু যার জন্য সাধনা তাঁর প্রতি তোমার বিশ্বাস নেই।

—সেকি কথা, গুরুদেব! যদি তাঁর উপরে বিশ্বাসই নেই তবে এই দীর্ঘদিন ধরে কি নিয়ে আমি রয়েছি? সাধনায় যদি বিশ্বাসই না রইল, তাহলে সবই ত ব্যর্থ, সবই ত পণ্ডশ্রম।

—বিশ্বাস যদি পরিপূর্ণভাবে থাকতো, তাহলে শূন্যতা পূর্ণতার কোন প্রসঙ্গই থাকত না। তাহলে ত এই বোধেই তুমি প্রতিষ্ঠিত থাকতে যে তিনি আছেন, তিনি আছেন, এই ত তিনি আছেন। আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণতার মাঝে যেমন করে আছেন, শূন্যতার মাঝেও ঠিক তেমনি করে আছেন ; আমার পাওয়ার মাঝে, আমার না পাওয়ার মাঝে, আমার শান্তির মাঝে অশান্তির মাঝে, আমার চাওয়ার মাঝে আমার না চাওয়ার মাঝে, আমার শক্তির মাঝে আমার ক্লান্তির মাঝে সমভাবে তিনি আছেন ; আমার আশা-নিরাশা, ভালো-লাগার মন্দ-লাগার সবখানি জুড়ে তিনি বিরাজ করছেন।

—কিন্তু গুরুদেব, এই বোধটি থাকে না বলেই ত আসে অবসাদ। কি করে এই অবসাদ কাটিয়ে উঠতে পারি সেই ত আমার প্রশ্ন।

—উত্তর ত দিয়েছি। আচ্ছা, আবার বুঝিয়ে বলছি। দিনের আলো যখন ম্লান হয়ে যায় তখন কি তোমার একবারও মনে হয় যে আলোকের চিরন্তন সমাপ্তি হয়ে গেল ; চোখের আড়াল হলেই কি তোমার মনে হয় যে সূর্যের অস্তিত্ব একেবারে অবলুপ্ত হয়ে গেছে ? তখনও তুমি অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে বিশ্বাস করো যে যেখানকার সূর্য সেখানেই সমভাবে বিরাজ করছেন। দিনের পরে যখন আকাশ কালো করে রাত্রি নেমে আসে, তখন এ সন্দেহ তোমার মনে ঘুণাক্ষরেও আসে না যে সে রাত্রি চিরদিনের জন্য স্থায়ীভাবে রয়ে গেল। বিনা যুক্তি তর্কে, অভ্রান্ত নিশ্চিন্ত ভাবে তুমি জানো যে রাত্রি আবার যথাসময়ে প্রভাত হবে এবং দশদিক আলো করে আবার সূর্য উঠবে।

—গুরুদেব, দিবারাত্রি যে নিয়মে বাঁধা, সে নিয়মের ব্যতিক্রম কখনো হয় না, হতে পারে না। এটা যে আমার অভিজ্ঞতালব্ধ চিরদিনের সত্য। তাই এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ কোথায় ?

—সেই কথাই ত বলছি। এ বিষয়ে তোমার সংশয় বা দ্বিধার অবকাশ মাত্র নেই। কিন্তু একথা ভুললে ত চলবে না যে সূর্যের গতিবিধির তালে বাঁধা দিবারাত্রির ছন্দ। সেখানে কোনরকমের ছন্দ পতনের সম্ভাবনা তুমি মানো না। সূর্যের গতিবিধির অভ্রান্ততায় তোমার অখণ্ড বিশ্বাস। অথচ সূর্য ত জড়পিণ্ড—একটি বস্তু মাত্র,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু জ্ঞাত অজ্ঞাত জ্যোতিষ্কের অন্যতম একটি জ্যোতিষ্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। সে আজ আছে, কিন্তু আগামীকাল নাও থাকতে পারে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মহাকাশে এমন কত সূর্যের অভ্যুদয় হচ্ছে আবার বিলয় হচ্ছে কে তার সন্ধান রাখে! তেমনি একটি সূর্যের সুনির্দিষ্ট গতিবিধির নিয়মানুবর্তিতায় তোমার অখণ্ড বিশ্বাস। তার যে কোন চ্যুতি বিচ্যুতি ঘটা সম্ভব, সে চিন্তাও তুমি মনে স্থান দিতে পারো না। কিন্তু তোমার সাধনার দিবারাত্রি যে অসীমের সুরে বাঁধা, তার উপরে তোমার সেই অখণ্ড বিশ্বাস কই? পূর্ণতার ক্ষণটিতে যেমন করে তাকে স্বীকার করো, শূন্যতার ক্ষণটিতে তাঁর উপরে তোমার অখণ্ড বিশ্বাসটি আর আগের মত রাখতে পারো না কেন? তুমি কি মনে করো তিনি সেই সময়টুকুর মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছেন?

একেই আমি বলছি তোমার অবিশ্বাসের ছায়া, যা তোমার অবসাদের হেতু। এ অবিশ্বাস ছাড়ো, বৎস। কক্ষে বাঁধা সূর্য যে কোন মুহূর্তে কক্ষচ্যুত হতে পারে, কিন্তু শূন্যতা পূর্ণতায় সমভাবে যিনি বিদ্যমান, তিনি আড়াল হন প্রকাশের পূর্বে, এই কথাটি ভুলো না। প্রকাশের মধ্যেও যেমন তিনি প্রত্যক্ষরূপে আছেন, আড়ালের মধ্যেও তিনি ঠিক তেমনি করেই প্রত্যক্ষরূপে থেকেও একটু আড়াল থেকে তোমাকে দেখছেন। এই কথাটি তুমি মনে রেখো।

৯

* সংসার *

—সংসার বন্ধন তো আর সহ্য হয় না, প্রভু। নিষ্কৃতির পথ আর কোনখানে খুঁজে পাই না বলেই তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমাকে মুক্তির পথ বলে দাও।

—আমি তোমাকে বলে দেবো মুক্তির পথ? আমিও তোমারি মত সংসারী মানুষ। দেখতে পাও না কত বড় আমার সংসার?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—তোমার এত সাধনার সংসার প্রভু। আমার সংসারে আর তোমার সংসারে অনেক পার্থক্য।

—পার্থক্যটা কোথায় দেখলে? এতগুলি মানুষের কতরকমের প্রশ্ন, কত সমস্যা, কত অভিযোগ, কত প্রয়োজন, সবই ত আমাকে মেটাতে হয়। সবাইকে নিয়েই ত আমি আছি। এ থেকে মুক্তির পথ ত সন্ধান করি না। তবে, তোমাকে আমি সে সন্ধান দেবো কি করে? কিন্তু মুক্তির পথ খোঁজবার আগে ভেবে দেখেছো কি কিসের হাত থেকে মুক্তি চাও?

—সেই কথাই ত বলেছি গুরুদেব—সংসার-বন্ধনের হাত থেকে।

—কাকে বলো তুমি সংসার-বন্ধন? সংসারকে কি কখনো আন্তরিকভাবে গ্রহণ তুমি করেছো? যাদের নিয়ে আছো, তাদের কি সত্যিসত্যিই পরিপূর্ণভাবে আপন করে নিয়েছো? সবাইকে ভালবেসে ঐকান্তিকভাবে বুকে টেনে নিয়েছো? যেখানে যত কর্তব্য আছে নিষ্ঠাভাবে পালন করেছো? আত্মীয়-পরিজন যে যেখানে আছে, তাদের মাঝখানে নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছো? স্বার্থবোধশূন্য অকৃপণ দাক্ষিণ্যে তোমার পারিপার্শ্বিক জগৎকে অভিষিক্ত করে দিয়েছো? তা যদি করে থাকো—তোমার মুক্তির সিংহদ্বার কারুর খুলে দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। সে আপনিই খুলে যাবে।

—তুমি যা কিছু বলছো, গুরুদেব, তা কি আর পেরেছি। ঘোর সংসারী মানুষ আমি; গণ্ডীঘেরা আমার জীবন। চারিদিকের বেড়াজালে আমি বন্দী হয়ে আছি।

—তার মানে সংসারকে তুমি মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতেই পারো নি। স্বেচ্ছায়, সানন্দে গ্রহণ করতে পারলে আর বন্দীত্বের বেড়াজালের কথা বলতে না। গ্রহণের মধ্যে তোমার ফাঁকি রয়ে গেছে বলেই বর্জনের পথে আর একটা ফাঁকির খোঁজ করছো। চিরদিনের চেনা-জানা সংসারই যদি বাঁধন বলে মনে হয়, অজানা অচেনা মুক্তির সম্মুখীন হয়ে তুমি কি করবে, সে কথাটি ভেবে দেখছো না কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই অনভ্যস্ত পরিবেশের মাঝখান থেকে পালাবার পথ খুঁজবে কোথায়? তখন দেখবে, সামনে যাবার পথ নেই, পিছনের দ্বারও বন্ধ। তখন কোন পথ খুঁজে না পেয়ে তোমাকে বিপথে ছুটতে হবে।

—তাহলে কি আমার করণীয়, বলে দাও। সংসারকে পরিপূর্ণভাবে যদি আঁকড়ে ধরি তাহলে ত একেবারে বদ্ধজীবের মত হয়ে যাবো; সংসারের কাছে দাসখত লিখে দিয়ে একেবারে তাই নিয়েই ভুলে থাকবো। স্পষ্ট করে বলো গুরুদেব, তাই কি তোমার বক্তব্য?

—আমার কথা তুমি বুঝতে পারো নি। পরিপূর্ণভাবে সংসারকে গ্রহণ করলে আর তার বন্ধন থাকে না, এই কথাটিই তোমাকে বলেছি। ভরপুর মন নিয়ে সংসার করো: সংসারের মাঝখানেই তিনি আছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে সংসার নয়, সংসারের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোত হয়ে আছেন, সংসার তাঁরই দান, সংসার তাঁরই রূপ, এই বোধ নিয়ে সংসার করলে সংসারের বন্ধন আর থাকে না।

—গুরুদেব, তুমি যা বলছো, এ ভাবে সংসারকে দেখা কি সহজ ব্যাপার?

—কেন সহজ হবে না, বলো! সংসারে তুমি এলে, সে ত নিজের ইচ্ছায় নয়, তাঁর ইচ্ছায়। স্নেহ প্রীতি মমতা ভালবাসা পেলে সেও ত নিজের চেষ্টায় নয়। স্নেহনীড় তোমার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলো। অজস্র ধারায় যা পেয়েছো, অজস্র ধারায় তা তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কর্তব্যবোধে, প্রাণের প্রেরণায় সবাইকার প্রাপ্য তোমাকে মিটিয়ে দিতে হবে। ফাঁকি দেওয়া চলবে না, নিজেকে বা অপরকে ঠকানো চলবে না। স্নেহ প্রীতি শ্রদ্ধা দয়া সেবা দিয়ে সবাইকে পরিতৃপ্ত করতে হবে। এর চেয়ে সহজ আর স্বাভাবিক আর কি হতে পারে? আবার, একান্ত আন্তরিকভাবে সংসারকে গ্রহণ করতে না পারলে, এর চেয়ে কঠিন ব্যাপারও আর কিছু নেই।

—কিন্তু গুরুদেব, এমন করে সংসারকে আঁকড়ে ধরলে কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসার নিয়েই ত ডুবে থাকতে হবে ; তার বাইরে ত আর দৃষ্টি পড়বে না। তাতে কি শেষ পর্যন্ত কূপমণ্ডূকের অবস্থা হবে না ?

—এ ত তোমার নিছক অনুমানের কথা। যতক্ষণ সংসার আছে, ততক্ষণ তাকেই যদি মেনে নিয়ে চলা যায়, তাহলে শেষপর্যন্ত কোন লোকসান হয় না। দেখা যায় যে সংসারকে বুক দিয়ে পূর্ণপ্রাণে আঁকড়ে ধরার পরেও তোমার মনের ধারণ করবার ক্ষমতার মধ্যে অনেকখানি শূন্যতল ফাঁকা পড়ে থাকে। সংসারকে পাশ কাটিয়ে যদি চলো তাহলে কিন্তু এই বিরাট সম্ভাবনার রহস্য তোমার জানা হবে না। সংসারকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ না করা পর্যন্ত এই ভ্রমটিই রয়ে যায় যে সংসারে থেকে কিছুই হবার নয়।

তোমার অন্তরের কতটুকু তুমি জানো, বৎস ? তাই তোমার নিজের ধারণার ক্ষমতাটিকে এত সঙ্কীর্ণ বলে তোমার মনে হয়। কিন্তু যতটা অপরিসর বলে তুমি তাকে কল্পনা করো—সে তা নয়। পুরো একটি অসীম যার মনে ধরে, রজ আর তমোগুণের সংসার সেই মানুষকে কোন দিনই ধরে রাখতে পারে না। কিন্তু ভরপুর মন নিয়ে সংসারকে সর্বান্তঃকরণে জড়িয়ে না ধরলে এ ভয়টা ভাঙবে কি করে ? সংসার লোভ দেখায় আর স্বল্প সন্তুষ্ট একটা কাঙাল মন লোভীর মত সংসারের পিছনে পিছনে ছোটে। চাওয়ার মত করে চাইতে পারে না ; নেওয়ার মত করে নিতেও পারে না। প্রাণ যখন নিজেকে উজাড় করে দিতে চায়, দ্বিধা এসে তার হাত চেপে ধরে ; চাইলেই যেখানে সবটুকু পাওয়া যায়, মনের বাধা সেই চাওয়ার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। শুভলগ্ন দ্বারপ্রান্তে বারংবার আসে, বারংবার রিক্ত হাতে ফিরে যায়। এমনি করে কাটে প্রবঞ্চিত সারাটি জীবন। আর দোষ হয় সংসারের।

কিন্তু প্রাণপণে দুহাতে যদি কেউ সংসারকে পূর্ণপ্রাণে আঁকড়ে ধরে, তখনি সে দেখে তার পরম ও চরম পরিণতির পথটি সংসারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তখনি সে দেখে সংসারকে ছাপিয়ে তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাওয়ার হাত গেছে বহুদূরে বিস্তৃত হয়ে। সংসারকে পরিপূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েও সে উপলব্ধি করে যে তার চাওয়া ও পাওয়ার অসীমে অনেকখানি স্থান খালি পড়ে আছে। তখন আর সংসার তার কাছে বিভীষিকার মত মনে হয় না কারণ সে প্রত্যক্ষ করে যে তার পরিপূর্ণ সম্ভাবনার তোরণদ্বার সংসারের মাঝখানেই খোলা আছে। সংসার নিজেই তখন সানন্দে সরে দাঁড়িয়ে তার মুক্তির পথ খুলে দেয়।

১০

* কেন সুন্দর *

—দেখেছিস, এই কয়েকটি দিনের মধ্যে প্রস্তরময় প্রান্তরের কি আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে গেছে! কোথা থেকে এলো এমন সবুজের বন্যা: কেমন করে সারা মাঠ ভরে গেল রংবেরংয়ের ফুলে? আর দেখেছিস ঐ প্রজাপতির মেলা? ওরা নইলে বুঝি এই সুন্দরের পটভূমিকাটি এমন অপরূপ হয়ে উঠতো না।

—দেখেছি গুরুদেব। এতক্ষণ তন্ময় হয়ে এই সমস্তই ত দেখছিলাম। মনে হচ্ছে যেন কি এক আশ্চর্য ইন্দ্রজালে পরিচিত পৃথিবীর রূপটি একেবারে বদলে গেছে। কি সুন্দর যে লাগছে তা মুখে বলা যায় না।

—আচ্ছা, বল দেখি এই জনমানবহীন প্রান্তরে এতখানি সৌন্দর্যের আয়োজন হল কেন? কি প্রয়োজনে লাগবে এই সৌন্দর্য: কোথায় এর সার্থকতা?

—তা ত জানি না, গুরুদেব! তবে কি এ সৌন্দর্যের অকারণ অপচয়?

—কেন, এর কি সার্থকতা কিছুই নেই? তবে যে তুই এইমাত্র বললি—সুন্দর! সেটা কি তোর মনের কথা নয়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—সুন্দর বলেই ত সুন্দর বলেছি। কিন্তু তাতেই কি এতখানি সমারোহের সার্থকতা হয়ে গেল ? এই বিজন প্রান্তরে ক্বচিৎ কখনো কোন লোক আসে। কটি লোকেরই বা এ দৃশ্য চোখে পড়ে ? তোমার চোখে সুন্দর লাগলো, আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। তাতেই কি এই বিপুল সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ সার্থকতা হয়ে গেল ?

—ওরে না না, তা নয়। তুই বা আমি উপলক্ষ্য মাত্র। এই সৌন্দর্যের শিল্পী যিনি, তিনি যে ভারি রসিক। নিজের সৃষ্টি তোর আমার চোখ দিয়ে একটু দেখে নিয়ে তাঁর আনন্দ। তাঁর নিজের সৌন্দর্য একা একা দেখে তাঁর মন ভরে না বলেই এমনি করে চকিত চমকে কারুর কারুর চোখ দিয়ে দেখে নিতে তাঁর সাধ হয়। নইলে অকারণে আজ এখানেই বা এলাম কেন, মুগ্ধ চোখে অরূপের আশ্চর্য রূপ এমন করে দেখলামই বা কেন ? ওই যে তোর চোখে ভালো লাগলো, আমার চোখে ভালো লাগলো তাতেই পরিপূর্ণভাবে ঘটে গেল এই সৌন্দর্য রচনার সার্থকতা।

নিজের সৃষ্টির আনন্দে তিনি নিজে পুলকিত হয়ে উঠেছেন বলেই তোর আমার চোখে লাগলো সেই পুলকের স্পর্শ। আচ্ছা, চল্ এবার আমরা পায়ে চলা পথ দিয়ে, উপত্যকা ছেড়ে পাহাড়ের উচ্চভূমিতে আরোহণ করি।...এবার বলতো কেমন দেখায় !

—এ যেন এক স্বপ্নের দেশ বলে মনে হয়, গুরুদেব ! ফুলও দেখা যায় না, প্রজাপতিও দেখা যায় না, কিন্তু এ যেন আকাশে আলোয়, নীলিমা শ্যামলতায় মিলে মিশে একাকার হয়ে এক বিচিত্র বিস্ময়কর রূপ ধারণ করেছে। এই দুর্গম প্রদেশে কখনো ত কেউ আসে না, গুরুদেব ; তবে এখানে এমন করে মায়াপুরী সাজানো আছে কেন ? কেউ যদি কখনো এখানে না আসে তবে কি এই অনুপম সৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে যায় না ! কোথাকার দু একটি সামান্য মানুষ একবার চোখের দেখা দেখে যাবে, তাতেই কি এই বিরাট সৃষ্টির সার্থকতা হতে পারে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—কেন পারে না, বৎস? সংখ্যা বা পরিমাণ দিয়ে তোমার মানদণ্ডের বিচার ত বিশ্বসৃষ্টির কোনখানে নেই। সামান্য একটি ফল থেকে শত শত বীজ ঝরে পড়ে, তাদের কে কোথায় যায় কে তার হিসাব রাখে। একটি প্লাবনে কত অসংখ্য প্রাণশিশু কোথায় ভেসে চলে যায়। সমস্ত কিছুর মাঝখানে তাঁর আনন্দলীলা, সৃষ্টিতেও যেমন ধ্বংসেও তেমন। এই যে আজ আমরা দেখে আনন্দ পেলাম, সেটুকু তিনি ভোগ করে নিলেন আমাদের অনুভূতির মাঝে লুকিয়ে বসে। যতবার আমরা আজকের এই আনন্দের স্মৃতিটি মনে মনে ফিরে পাবো, ততবারই তিনি খুশি হয়ে আমাদের সেই আনন্দ স্মৃতিটি রসিয়ে রসিয়ে নতুন করে ভোগ করবেন। চিরদিনের অক্ষয় ভাণ্ডারে এই আনন্দ রইলো সঞ্চিত হয়ে। এরই মধ্যে রয়ে গেল প্রচ্ছন্ন হয়ে তাঁর নিরলস সৌন্দর্য সৃষ্টির চরম সার্থকতা।

১১

* কোথাও যা ধরে না *

—গুরুদেব, আজ আসনে বসে আমার মনে একটি প্রশ্ন জেগেছে। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। যাঁর জন্যে আমাদের এই সাধনা, তিনি ত সর্বত্রই আছেন, সর্বদাই আছেন। তিনি ত শুনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছামাত্র দেখা দিলেই ত তিনি পারেন। তবে কেন দেখা দেন না?

—ঠিকই ত! পারেন অথচ দেখা দেন না কেন? আচ্ছা বুঝিয়ে বলছি শোন্। ওই দেখ, সামনের গাছে চাঁপা ফুলের কুঁড়িটি। এখনো ঠিক ফোটে নি: ফোটার সময়টি কিন্তু হয়ে আসছে। তার আগে আলো বাতাসের সাধ্যসাধনার আর শেষ নেই—না? সৌরভটি আছে পাপড়ীর মধ্যে বন্দী হয়ে। সেই গোপন বার্তাটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেমন করে যেন বাইরের জগতে প্রচার হয়ে গেছে। দূর-দূরান্তরের বাতাস এসে ক্ষণে ক্ষণে দিয়ে যায় দোলা। চারিদিক থেকে তারা এসে কোমল মৃদুস্বরে ডেকে ডেকে বলে—"খোল গো খোলো, দলগুলি খোলো, অধীর আগ্রহে আমরা প্রতীক্ষা করে বসে আছি, আমাদের আর এমন করে বিড়ম্বিত কোরো না।" আলোর ঝলক তার সর্বাঙ্গে এসে লুটোপুটি খায়, আবেদনের স্পর্শ দিয়ে বারংবার ডাক দেয়—"মেলো গো মেলো, তোমার আবরণের দলগুলি মেলো, তোমার পূর্ণ বিকশিত রূপটি আমরা চোখ ভরে দেখি; আমাদের রূপতৃষ্ণাকে এমন করে আর কতকাল বঞ্চিত করে রাখবে?"

মুকুল কারুর কোন আহ্বানে সাড়া দেয় না। নিজের মনে চুপ করে বসে বসে তাদের এই সাধ্যসাধনা কান পেতে শোনে। আলো হাওয়ার দোলা সে তার অন্তরের অন্তস্তলেও বোধ করে, কিন্তু নিজেকে মেলে দেওয়ার লগ্নটি না আসা পর্যন্ত সে থাকে মৌন হয়ে। তারপরে, বহু অনুনয়-বিনয়ের শেষে, কোন একটি শুভ মুহূর্তে একটি একটি করে তার দলগুলি যায় খুলে। অবরোধের প্রাচীর খুলে কতদিনের সঞ্চিত সুরভি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। বাতাস তাকে শতবাহু বাড়িয়ে দিয়ে নিজের আলিঙ্গনে টেনে নেয়। সর্বাঙ্গ দিয়ে তাকে শোষণ করে নিতে চায়, নিবিড় বাহুবন্ধনের পাকে পাকে তাকে জড়িয়ে ধরে নিজের কাছটিতে একান্ত আপন করে রাখতে চায়। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও তাকে নিজের বুকে রাখতে পারে না ধরে। কেমন করে যেন তার আলিঙ্গনের ফাঁক দিয়ে সৌরভ দিগদিগন্তে ছড়িয়ে গিয়ে কোথায় হারিয়ে যায়।

বাতাস কেঁদে বলে—"কত কালের কত তপস্যায় তোমাকে আমার কাছে পেলাম, কিন্তু ধরে রাখতে ত পারলাম না। চারিদিকের এই নিরালম্বন শূন্যতার নীড়ে কোথায় তোমাকে রাখবো ধরে? মুঠোয় ভরে রাখতে গেলে মুঠো ছাপিয়ে যায়; বুকে ভরে রাখতে গেলেই দেখি সেই সৌরভ কোথাও নেই। আমারি মাঝখানে তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রইলে, কিন্তু পেয়েও তোমাকে পেলাম না ; কাছে থেকেও তুমি কাছে নও বলে তোমাকে যে কোনখানে পাই না খুঁজে। আমারি ভিতরে, আমারি অন্তরে থেকেও তুমি আমার নও : কোথায় যে মিলিয়ে গেলে, কেমন করে যে হারিয়ে গেলে তা ত আমি জানি না। আমার প্রার্থনায় সাড়া যদি বা দিলে, আমার তপস্যার ফল যদি বা পেলাম, এ আমার কেমনতর পাওয়া হল, তাও ত বুঝি না! এর চেয়ে যেমন ছিলে, সেও ত আমার ছিলো ভালো। তখনো ত এই জানাটি ধ্রুব হয়ে ছিল মুকুলের পাপড়ীগুলির আড়ালে নিশ্চিতভাবে আত্মগোপন করে তুমি আছো।"

আলোকে বিকশিত হল ফুলের মনোহর রূপটি। কিন্তু আলোই কি পারলো সেই অনুপমকে ধরে রাখতে? সর্বাঙ্গে আলোর পরশ মেখে ফুলটি তার সমস্ত পাপড়ীগুলি মেলে দিয়ে আলোর হাতে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করলো। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? ক্ষণিকের পুষ্পরূপ মলিন হয়ে ক্ষণিকেই গেল ঝরে। এই রূপ, এত রং চক্ষের পলকে বিবর্ণ হয়ে হারিয়ে, মিলিয়ে, একাকার হয়ে গেল।

আলো কেঁদে বলে উঠলো—"পেলাম ত তোমার রূপ, কিন্তু রাখবো কোথায় তাই ত খুঁজে পেলাম না। কেমন করে, কোথায় তোমাকে ধরে রাখবো ভাবতে ভাবতেই দেখলাম তোমার অপরূপ রূপ গেল অরূপে একাকার হয়ে মিলিয়ে। এরই জন্য কি এতকাল এমন করে আমি সাধনা করেছিলাম?"

রূপের মত, সৌরভের মত সাধ্যসাধনায় তিনিও ত সাড়া দেন, প্রসন্ন হয়ে ধরাও তিনি দেন। কিন্তু পরক্ষণেই যে ছড়িয়ে, হারিয়ে, মিলিয়ে একাকার হয়ে যান। বিশ্বভুবনে এমন স্থানটি কোথায় আছে যেখানে তাঁকে ধরে রাখা যায়? সেই স্থানটি বাইরে ত কোথাও নেই। সে স্থানটি আছে তোর অন্তঃপুরে। গোপন হয়ে আছে, অজ্ঞাত হয়ে আছে, অনাবিষ্কৃত হয়ে আছে। যতদিন সেই পরম স্থানটিতে তাঁকে স্থাপন করতে না পারবি, ততদিন তিনি কেমন করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরা দেবেন ? তাই সর্বত্র, সর্বময় হয়ে তিনি তোর চোখের আড়ালে প্রতীক্ষায় আছেন তোর সেই পরম ক্ষণটির আশায়।

১২

* অপরাধের শাস্তি *

—আমি কি তোমার কাছে কোন অপরাধ করেছি গুরুদেব ? তবে কেন তুমি আমাকে এমন করে দূরে দূরে সরিয়ে রাখো ?

—দূরে দূরে সরিয়ে রেখেছি ? তোমাকে ? তোমার এমন ভ্রান্ত ধারণা হল কেমন করে ?

—কেন তুমি কি জানো না ? আজকাল আমাকে শাসন করো না, বারণ করো না, উপদেশ দাও না, কোন কাজের ভার দাও না। বেশ বুঝতে পারি এই আশ্রমের কোন কিছুর মাঝে আমার কোন স্থান নেই। সারাদিন আমার কাজের অন্ত ছিল না, আদেশের পর আদেশ করেছো—আমি সেই সব আদেশ প্রাণপণে পালন করে কৃতার্থ হয়েছি। আমাকে ছাড়া তোমার এক মুহূর্তও চলতো না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে ধ্যানে বসিয়েছ, সামনে বসিয়ে যোগশিক্ষা দিয়েছো, শাস্ত্রাভ্যাস করিয়েছো। তুমি যেখানে গেছো ছায়ার মত আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেছি। তারপরে অকস্মাৎ কি যেন হল আমি জানি না। দেখলাম আমার আর কোন কাজ নেই, কোন দায়িত্ব নেই। তাই এখন কেবল মুক্ত পুরুষের মত একা একা নিষ্কর্মা হয়ে ঘুরে বেড়াই। সমস্ত জেনেও তুমি যেন কিছুই জান না,—সব দেখেও যেন কিছুই দেখো না। বেশ বুঝতে পারি এখানে আর আমার স্থান নেই—অন্ততঃ যে স্থানটি এতদিন পর্যন্ত আমার নিজস্ব ছিল, সেটি আর নেই। তাই যদি হয়, আমাকে নিজের মুখে বলে দিলেই ত হয়—আমি আশ্রম ছেড়ে চলে যাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—তা না হয় যাবে। যদি তাই তোমার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু যাবে কোথায় সেটা কি ভেবে দেখেছো ?

—এখনো ভেবে দেখি নি, তা ঠিক। যেখানে দুচোখ যায়, সেইখানেই চলে যাবো, যদি তোমার অভিপ্রায় হয়। যে ঘরে আমি জন্মেছি তার কোন স্মৃতিই স্পষ্টভাবে মনে করতে পারি না। সেখানে কে আছে, কে নেই, তাও জানি না। আমার মনেও তাদের স্থান নেই, তাদের মনেও আমার স্থান নেই। সেখানে ফিরে যাবার কথা ভাবতেও পারি না। আমার সমস্ত মনপ্রাণ যে কোথায় ছড়িয়ে আছে তা ত আর তোমার অজানা নয়। কি দুঃসহ বেদনায় সে এখানকার মাটির মায়া কাটিয়ে অন্যত্র যাবার কথা বলছি, অন্তর্যামী তুমি কি আর জানো না ? কিন্তু তোমাকে নিয়েই ত আমার ধ্যান জ্ঞান অস্তিত্বের সব কিছু ঃ সেই তুমিই যদি আমার প্রতি বিমুখ বা বিরূপ হও, কি নিয়ে আমি থাকি, গুরুদেব ?

—যাবার কথা ত আমি বলি নি বৎস ; তুমিই বলেছ। যদি তাই তোমার অভিরুচি হয়, আমি তোমাকে বাধা দেবো না। পরম-প্রাপ্তি যাদের হয়ে যায়, তারা মুক্ত, তারা স্বাধীন। তাদের বাধা দেবে কে ? তবু বলছি, চন্দ্রালস, যেখানেই যাও—আমাকে ছেড়ে, এই আশ্রম ছেড়ে, এই তপোবনের আকর্ষণকে উপেক্ষা করে থাকতে পারবে ত ?

—সহজে কি আর পারবো ? আপনি হাসছেন, গুরুদেব ? আমার মনের মধ্যে যে কি হচ্ছে, তা জেনেও আপনি হাসছেন। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে আপনার যদি সেই আদেশ হয়, হাজার কঠিন হলেও এ নির্বাসন দণ্ড আমি মাথা পেতে নেবো। আমার সমস্ত প্রাণ যদি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েও যায়, তবু প্রাণপণ চেষ্টায় আমাকে পারতেই হবে। আপনার কৃপায় আপনার যে কোন কঠিনতম আদেশ আমি নিশ্চয়ই পালন করতে পারবো।

—তা না হয় পারলে। তুমি আপ্তকাম, ব্রহ্মজ্ঞ-বরিষ্ঠ, মুক্তপুরুষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার অসাধ্য কিছুই হতে পারে না, অপ্রাপ্য কিছুই নেই। এই বিচ্ছেদের বেদনা হয়তো তুমি সামান্য আয়াসেই সইতে পারবে। কিন্তু তোমার বৃদ্ধ, অক্ষম গুরুদেবের যদি সেই বিচ্ছেদ দুঃসহ বলে মনে হয়, তা বুঝি তুমি একটুও আমল দেবে না? এইজন্যই বুঝি স্নেহকে নিম্নগামী বলে!

—গুরুদেব! তুমি অন্তর্যামী, তোমাকে আমি আমার মনোভাব কোন্ সাহসে বুঝিয়ে বলবো। আমার অস্তিত্ব জুড়ে যে তুমি আছো, এ কথা তোমার মত করে আর কে জানবে? তবু, কেন যে কথায় কথায় আমাকে ব্রহ্মজ্ঞ বলে তুমি পরিহাস করো, তা আমি ভেবে পাই না। সে অবস্থা আমার হয় নি বলে আমি নিজে জানি এবং সেজন্য অসহ্য মর্মপীড়া বোধ করি, কেন যে আমাকে সেই মর্যাদা দানের ছলে আমাকে নিগ্রহ করো—তা আমার বুদ্ধির অগম্য। তুমি যা বলো আমি বিনা প্রতিবাদে শুনি আর বেদনা পাই। কত যে বেদনা পাই তাও তুমি জানো। কেন প্রতিবাদ করি না তাও তুমি জানো। তোমার বাক্য অভ্রান্ত, তোমার কোন কথা মিথ্যা হতে পারে না। নিতান্ত পরিহাসের ছলেও তুমি যা যখন বলো—তার মধ্যে আছে সত্য। তোমার কথা সত্য না হয়েই পারে না। বীজের মধ্যে মহীরুহকে আবিষ্কার করার সত্যদৃষ্টি তোমার আছে। কায়মনোবাক্যে এ কথা আমি বিশ্বাস করি। তোমার শিষ্য আমি—ব্রহ্মজ্ঞ হওয়ার জন্মগত অধিকার আমার যদি না থাকে, তবে আর কার আছে? তবু, যা আমার এখনো পাওয়া হয় নি, তা যদি পেয়েছি বলে মনে করি, সেটা আমার মিথ্যাচার হবে। এই পর্যন্ত আমি জানি যে আমার জ্ঞানতঃ আমার মধ্যে সেই পরমকাম্য সাম্যাবস্থা আসে নি। পদে পদে আমার মনে হয় আমি যা ছিলাম তাই রয়েছি। এই যে আমার অভিমান, এই যে আমার ক্ষুব্ধ অনুযোগ, এই যে আমার আত্মগ্লানি—এতেই ত প্রমাণ হয় যে সাধারণ ভূমির ঊর্ধ্বেও আমি উঠি নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চোখের সামনে তোমাকে দেখি—ধরিত্রীর মত ধৈর্য, মায়ের মত ক্ষমা, সাগরের মত অপার করুণা, আকাশের মত প্রশান্তি; সৌম্য, শান্ত, প্রেমময় জ্ঞানস্বরূপ ঃ পৃথিবীর বুকে একটি হাত ন্যস্ত করে, অমরধামে আর একটি হাত বিস্তার করে, এ জীবন ও মহাজীবনের মাঝখানে মহাসেতুর মত হয়ে বিরাজ করছো। ক্রোধ নেই, ক্ষোভ নেই, অধৈর্য নেই, চাঞ্চল্য নেই। এই ত প্রত্যক্ষ দেখছি ব্রহ্মজ্ঞের অনুপম স্বরূপ। নিজেকে এই উচ্চতম স্তরের সর্বনিম্ন ধাপেও কল্পনা করা আমার সাধ্যাতীত।

—কল্পনার কথা বলে লাভ কি বৎস? সত্য ত কোনদিনই কল্পনার বিষয় নয়। কল্পনা আগাগোড়াই মানসিক। মহামনের সঙ্গে তার যোগ নেই। যে মন নিয়ে মানুষ বিচার করে, তর্ক করে, কল্পনা করে, সে ত ব্রহ্মজ্ঞানের মন নয়। তোমার এই মন দিয়ে তুমি সেই অবাঙ্‌মনসা-গোচর মহামনের নাগাল পাবে কি করে? আমি জানি তোমার কি হয়েছে, কি হতে চলেছে, কি হবে। আমার দৃষ্টিতে তোমার যে রূপান্তরটি পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে, সেই তোমার আসল স্বরূপ। অনুকূল মুহূর্তটি এলেই দেখতে পাবে তোমার দৃষ্টিতেও সে রূপটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে।

—তুমি যখন বলছো, গুরুদেব, নিশ্চয়ই তাই হবে। কিন্তু তবু আমি বলবো, চিরদিন আমি তোমার শিশুসন্তান, তোমার আজ্ঞাবাহী দাস ভিন্ন আর কিছুই নই, কিছু হতে চাই না। আমার যা কিছু হয়েছে বা যা কিছু হবে—সে সমস্তই তোমার কৃপার দান। তোমার সেবার অধিকার থেকে যদি আমি বঞ্চিত হই, সে বঞ্চনা আমার সইবে না। কি হবে আমার এমন কোন উচ্চাবস্থায় যার ফলে আমি তোমার চরণ থেকে বিচ্যুত হতে পারি। আমার ধ্যান, জ্ঞান, ইষ্ট, পরমার্থ, ইহকাল পরকাল সবই যে তুমি। তোমাকে ছেড়ে কোনকিছু হতে আমি চাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, কোন কিছু পেতে আমি চাই না। যেমন ছিলাম ঠিক তেমনি করেই আমাকে তুমি চিরদিন তোমার দাস করে কাছে কাছে রেখে দাও এই মাত্র আমার প্রার্থনা। তোমাকে কাছে পেলে আর কি পাওয়ার বাকি থাকে, তা আমি জানি না। যদি কিছু থাকে, তাতে আমার প্রয়োজন নেই।

—তোমার কথা আমি জানি, বৎস। তোমার সমর্পণে কোথাও ত্রুটি নেই ঃ আমার গ্রহণেও ফাঁক নেই। কিন্তু গুরুরূপে আমারও ত তোমার প্রতি কর্তব্য আছে। আমি যদি চিরদিন তোমার আকাশ জুড়ে থাকি তাহলে যে তুমি নিজের পক্ষ বিস্তার করতে বাধা পাবে ঃ আমারই আওতায় আবদ্ধ হয়ে থাকবে। সেকি আমি কখনো হতে দিতে পারি? আমাকে ভেদ করে তোমাকে ভূমায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে ঃ তার আগে পর্যন্ত আমার ছুটি নেই। তোমার ধর্মে তুমি আমার কাছে এসেছো। আমার ধর্মে আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমার মধ্যেই যে তোমার অধ্যাত্ম উপলব্ধির পূর্ণচ্ছেদ, এ ধারণা তোমাকে আমি কেমন করে রাখতে দেবো? যে মহাসাগরের স্রোতে তুমি অবগাহন করেছো, তার বিস্তারের শেষ কোথাও নেই। দূরে, আরো দূরে, তার চেয়ে অনেক দূরে তোমাকে পাড়ি দিতে হবে। সেই গভীরের গভীরতম কেন্দ্রে তোমাকে প্রয়াণ করতে হবে। সেখানে আর গুরুশিষ্যে ভেদাভেদ নেই; সেখানে যেমন অবারিত মুক্তি, তেমনি সীমাহীন সাম্য। সেখানে কেবল তুমি, আর কেউ কোথাও নেই, কোন কিছুর ছায়া বা মায়া নেই। তোমারি মধ্যে দৃশ্য অদৃশ্য জগৎ। সমস্ত বিশ্বে একমাত্র তুমিই পূর্ণরূপে বিরাজিত, দ্বিতীয় কিছু নেই, দ্বিতীয় কেউ নেই। এই তোমার উত্তরাধিকার, বৎস। এ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করার অধিকার বা সাধ্য আমারও নেই।

—আমাকে ক্ষমা করো গুরুদেব, তোমার সাধ্য বা অধিকারের কোথায় সীমা তা আমি জানতে চাই না। তোমার কাছ থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্বাসন আমি সইতে পারবো না ; তোমার চরণে কেবল সেইটুকুই আমার নিবেদন। আমি তোমার বালক, তোমার সেবক, তোমার দাসানুদাস হয়ে তোমার এই আশ্রমে পড়ে থাকবো, আশ্রমের পথের ধূলি ঝাঁট দিয়ে বেড়াবো, গোয়ালঘর পরিষ্কার করবো, বনে বনে কাষ্ঠাহরণ করবো আর তোমার চরণতলে পড়ে থাকবো। কেবল এই সৌভাগ্য আমি কৃতাঞ্জলি হয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করি। তার অতিরিক্ত কিছুই আমি চাই না। আমার গুরুদেব ব্রহ্মজ্ঞানের মত পরমধন লাভ করে, তাঁর গুরুদেবের চরণে গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন। আমিও আমার গুরুদেবের শিষ্য, এবং সেই গর্বে আমিও আমার সমস্ত তপস্যার ফল তোমার চরণে অর্পণ করলাম। আমি কি পেয়েছি তা আমি জানি না, অতএব আমার এই সমর্পণের মর্য্যাদা কিছুই নেই। আমার যা আছে, যা নেই, যা হয়েছে, যা হয় নি সমস্ত একত্র করলে কতটুকু হয় তাও আমি জানি না। তুমি গ্রহণ করো। যে সম্ভাবনার কথা বলেছো দয়া করে সেটুকুও গ্রহণ করে আমার এই অশান্তি দূর করো।

—তোমার প্রীতির অর্ঘ্য আমি সানন্দে গ্রহণ করলাম, বৎস। এবার তুমি বলো, কি তোমার প্রার্থনা। তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই।

—আর কিছুই চাই না গুরুদেব। কেবল চাই তোমার সেবার অধিকার। আমাকে আদেশ করো প্রভু, যেমন করে প্রভু তার ভৃত্যকে আদেশ করে, তেমনি করে আমাকে তুমি আদেশ করো। আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে পালন করতে পারি এমন কঠিন আদেশ করো। আমার সমস্ত মন প্রাণ সঙ্কল্প দিয়ে আমি তোমার আদেশ পালন করতে পারলেই কৃতার্থ হবো।

—তোমার প্রার্থনা আমি পূরণ করবো বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। কিন্তু চন্দ্রালস, তোমার সমস্ত মন প্রাণ, সঙ্কল্প সবই ত তুমি আমাকে দিয়ে দিয়েছো, সে দানও আমি গ্রহণ করেছি। সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবেতে তোমার ত আর কোন অধিকার নেই। দেওয়া বস্তু তুমি আমাকে নতুন করে দিতে চাও? তোমার সঙ্কল্পের জোর এখন আর কতখানি আছে তুমি কি সঠিকভাবে জানো? তোমার সঙ্কল্প-বিকল্পের উপরে কি এখন আর আগের মত নির্ভর করা যায়? মনের নাশ হলে চিন্তা থাকে না, চিন্তা ব্যতীত ইচ্ছা থাকে না। যাকে সঙ্কল্প বলো, সে যে তীব্র ইচ্ছা ছাড়া কিছুই নয়, সে কথা কি তুমি ভুলে গেছ? কিন্তু আমি ত সে কথা ভুলি নি। তাই ত আমার মনে হয়, তোমাকে বৃথা আদেশ করে লাভ কি? আদেশ পালন করতে হলে প্রথমেই চাই দৃঢ় সঙ্কল্প। সেই মূলেই যদি গলদ থাকে, কিসের জোরে আমার আদেশ পালন করবে? চলৎশক্তি যার নেই, তাকে বেগে চলবার আদেশ দিলে সেটা কি পরিহাসেরই নামান্তর হয়ে উঠবে না? অথচ তুমি আমার কাছে চাইছো দুরূহ আদেশ। আদেশ আমি দিতে পারি, কিন্তু আমি বলি, নিজের মনে বেশ করে আগে বুঝে দেখো তোমার সেই আদেশ পালনের সামর্থ্য আছে কি না।

—এই তোমার চরণ স্পর্শ করে আমি বলছি, গুরুদেব, তোমার কৃপায় আমার সামর্থ্যের অভাব হবে না। এই একটি বার তুমি আমাকে পরীক্ষা করে দেখো। যদি অসমর্থ হই, আমাকে যে শাস্তি দিতে চাইবে, আমি তাই মাথা পেতে নেবো।

—যদি তখন চিরনির্বাসনদণ্ড দিই?

—তাও আমি মাথা পেতে নিয়ে আশ্রম ছেড়ে, তোমাকে ছেড়ে, চলে যাবো।

—মনে রেখো এ পরিহাসের কথা নয়, বৎস। স্নেহে অন্ধ হয়ে আমি আমার দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করে নেবো, সে কথা মনেও স্থান দিও না। আমার সতর্কবাণী সত্ত্বেও, নিজের জেদে, আপন দায়িত্বে যে আদেশ পালনের গুরুভার বরণ করে নেয়, অকৃতকার্যতার শাস্তি তার অনিবার্য। এখন শোনো, তোমাকে আমি কি কাজের ভার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিচ্ছি। প্রথমেই দেবো একটি সহজ কাজের দায়িত্ব ঃ এমন একটি সহজসাধ্য দায়িত্ব—যাতে ব্যর্থতার কোন কথাই উঠতে পারে না। প্রয়োজন হবে সামান্য একটু নিষ্ঠার। তবু যদি ব্যর্থ হও, তা হলে, এ কথা তোমাকে জানতেই হবে যে তুমি অপদার্থ, এবং সর্ববিধ দায়িত্বের অযোগ্য। তা ছাড়া শাস্তি তো পেতেই হবে।

—সমস্ত কিছু জেনেও আমি প্রস্তুত, গুরুদেব। বলো তোমার কি আদেশ।

—ভালো কথা ; এই নাও ভূর্জপত্রে লেখা অতি প্রাচীন এক অমূল্য গ্রন্থ। একান্ত বিশ্বাসে এই মহাগ্রন্থ তোমার হাতে সমর্পণ করছি এই শর্তে যে এই দুর্লভ বস্তু মুহূর্তের জন্যও তুমি হস্তান্তরিত হতে দেবে না। কারণ যতই গুরুতর হোক না কেন, কোন অবস্থায়, কখনোই যেন বহুমূল্য রত্ন তোমার হস্তচ্যুত না হয়। এই গ্রন্থখানি সঙ্গে নিয়ে তুমি সামান্য কালের জন্য নদীর ওপারে তোমার নিজের গ্রামে চলে যাও। পাঠ সমাপ্ত হলেই আশ্রমে ফিরে আসবে। এই আমার আদেশ।

—এই কি তোমার কঠিন আদেশ হল ? এ আদেশ ত বালকেও পালন করতে পারে। গুরুদেব, আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—

—কোন প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন নেই, বৎস। যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার তোমার বিন্দুমাত্র হাত নেই, তেমনতর অর্থহীন প্রতিশ্রুতিতে আমার সম্মতি নেই। আদেশ চেয়েছো, আদেশ দিলাম। মনে রেখো, এমন অবস্থায় যদি তোমার অসাফল্য ঘটে, সে অপরাধ অমার্জনীয় হবে।

ঃ কয়েক প্রহর পরে ঃ

—একি চন্দ্রালস, এরই মধ্যে ফিরে এলে ? গেলেই বা কখন ? এলেই বা কখন ? পুঁথিখানি আদ্যোপান্ত পড়লেই বা কখন ? কোন অমঙ্গল ঘটে নি তো বৎস ? আরো কাছে সরে এসো। এ কি ! গ্রন্থখানির এ দশা ঘটলো কি করে ? তোমার সারা দেহ ভিজলো কি করে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—গুরুদেব, আমার চরম অমঙ্গলই ঘটে গেছে। তোমার আদেশ আমি পালন করতে পারি নি। আমার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতি আমি ভঙ্গ করেছি। আমি জানি আমার অপরাধের মার্জনা নেই। প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে কোন দণ্ডাদেশ আমি মাথা পেতে নেবো। যদি তোমার এই তপোবন থেকে আজীবন নির্বাসনের দণ্ড দাও, তাও আমি বরণ করে নিতে প্রস্তুত।

—মিথ্যা কথা বলে নিজেকে প্রবঞ্চনা করে কি লাভ, বৎস? মিথ্যা আশা, মিথ্যা সান্ত্বনা, মিথ্যা চিন্তা, মিথ্যা প্রস্তুতি দিয়ে নিজেকে বিভ্রান্ত করবার প্রচেষ্টায় কিছু লাভ হয় না! যা তুমি পারো না, তাকে মেনে নেওয়াই কি উচিত নয়। তাছাড়া, দণ্ডদাতা আমি; কোন্ দণ্ড তোমার উপযুক্ত তাও স্থির করবো আমি। কি হয়েছে, কি করেছো, সব কথা অকপটে স্বীকার করো। আনুপূর্বিক সব শুনে তবে ত স্থির করবো কত গুরুতর তোমার অপরাধ এবং তার কি দণ্ড হওয়া উচিত। বৃথা বাক্যব্যয় না করে, তুমি কেবল ঘটনাটি বলো। তারপরে যা বলবার আমি বলবো।

—তাই বলছি গুরুদেব। তপোবনের সীমানা পেরিয়ে পথে পড়লো খরস্রোতা নদী: জোয়ারে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জলোচ্ছাস কমে যাবে বুঝে নদীতীরের প্রস্তর স্তূপের উপরে গ্রন্থখানি হাতে নিয়ে উঠে বসলাম। আনমনে কি যেন ভাবছিলাম, অথবা কিছুই ভাবছিলাম না। কিছুই নিশ্চয় করে বলতে পারি না। প্রবল ঘূর্ণিজলে দেখলাম একটি পিপীলিকা ভেসে যাচ্ছে; স্রোতের বিরুদ্ধে প্রাণপাত সংগ্রাম করে বারংবার প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করছে। বিরুদ্ধ স্রোতে প্রতিহত হয়ে কেবলি তার প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে; ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডটির নিরাপদ আশ্রয়ে কিছুতেই পৌঁছতে পারছে না। তন্ময় হয়ে এই মর্মান্তিক সংগ্রাম লক্ষ্য করছিলাম। দুচোখ দিয়ে যেমন করে লোকে একটা সম্মুখের ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করে, ঠিক তেমনি করেই দেখছিলাম এই জীবনমৃত্যুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খেলা। এমন সময়ে সহসা যেন কোথায় একটা কি ঘটে গেল আমার নিজের মধ্যে।

—এ সব কি অসংলগ্ন কথা তুমি আমাকে শোনাচ্ছ বৎস? সামান্য একটা পিপীলিকার কাহিনী ত আমি শুনতে চাই নি। তোমার মধ্যে সহসা কি এমন ঘটে গেল; তার সঙ্গে পিপীলিকার সম্বন্ধই বা কি; আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আমিও ত বুঝতে পারি নি, গুরুদেব। কি যেন একটা আশ্চর্য রূপান্তর অকস্মাৎ ঘটে গেল আমার মধ্যে—যার অর্থ আমি জানি না। ভুলে গেলাম আমি দ্রষ্টা মাত্র। ভুলে গেলাম আমি কে, কি দেখছি; ভুলে গেলাম আমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। ভুলে গেলাম আমি কি; ভুলে গেলাম আমার নিজেকে। এই ভ্রান্তি কেমন করে সম্ভব হল, কিছুই আমি জানি না।

—বলো কি? নিজেকে ভুলে গেলে? তাহলে বোধকরি আমাকেও তখন ভুলে গিয়েছিলে?

—সত্যসত্যই গুরুদেব, সেই মুহূর্তে কিছুই আমার স্মরণ ছিল না। তোমার কথা পর্যন্ত আমার স্মরণে ছিল না, তা আমি স্বীকার করতে বাধ্য। অবিশ্বাস্য হলেও, একথা আমার সত্য।

—তোমার সত্যবাদিতা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু বৎস, এই রূঢ় নিষ্ঠুর স্বীকারোক্তি আমি কিভাবে গ্রহণ করবো, বলতে পারো? সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায়, সুস্থ দেহে, সুস্থ মনে, একান্ত স্বেচ্ছায় তুমি আত্মবিস্মৃত হয়ে আমাকে পর্যন্ত ভুলে যেতে পারো, এ ত আমার পক্ষেও বিশ্বাস করা সহজ নয়। কিন্তু সে কথা যাক। তোমার আর যা বলবার আছে সব বলো।

—সমস্ত কথাই আমি বলবো গুরুদেব। না বলে যে আমার নিষ্কৃতি নেই। অকস্মাৎ আমার মনে কি যে একটা বিপর্যয় হয়ে গেল জানি না। উন্মাদের প্রলাপ বলে আমার নিজেরই মনে হয়। অকস্মাৎ আমার মনে হল আমার প্রাণে আর পিপীলিকার প্রাণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথাও কোন পার্থক্য নেই। যতবার তাকে জলে ডুবতে আর ভাসতে আর ডুবতে দেখেছি, ততবারই একান্ত অযৌক্তিকভাবে আমার মনে হয়েছে আমিই যেন ডুবছি আর ভাসছি। কোন অতলের শ্বাসরোধকর অন্ধকারে আমিই যেন তলিয়ে যাচ্ছি। মনে হল আমারি অন্তরাত্মা যেন সেই ক্ষুদ্র দেহের আধারে থেকে মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্তনাদ করে কেঁদে উঠছে—মহাভয়ে বিহ্বল হয়ে ডেকে উঠছে—'আমার প্রাণ যায়, কে কোথায় আছো, এই দুঃসহ বিভীষিকা থেকে বাঁচাও; আলোকে আমি বাঁচতে চাই, আনন্দে আমি বাঁচতে চাই। এ মৃত্যুময় অন্ধকার আমি যে আর সইতে পারছি না।'

—এসব কি তুমি বলছো, চন্দ্রালস? অপ্রকৃতিস্থের মত তোমার এ সব কথার কিছু কি অর্থ হয়? পিপীলিকাটি স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল; সেটুকু দেখে তোমার মনে সামান্য একটু মমতার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। এটুকু না হয় কোনরকমে বুঝতে পারি। কিন্তু এসব তোমার ভাবাবেগের আতিশয্য, অসংযত, অযৌক্তিক ভাববিলাস ছাড়া আর কি বলবো? তুমি ছিলে নদীতীরের নিরাপদ ভূমিতে, আর পিপীলিকাটি ছিল জলে। বন্যার স্রোতে এমন শত সহস্র পিপীলিকা নিত্যই ভেসে যায়। অথচ, তুমি বলছো তোমার মনে হলো তুমিই যেন জলে ডুবছো, ভাসছো—তোমার প্রাণ আর্তস্বরে কেঁদে বাঁচবার প্রয়াস করছে। এই সব কথার কি কোন অর্থ হয়?

—আমি জানি, গুরুদেব, কোন অর্থ হয় না। কিন্তু তবু একথা সত্য যে ক্ষণিকের জন্য আমার মনে হলো সমগ্র বিশ্ব আমার সামনে থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেল। আকাশ নেই, আলো নেই, আশ্রয় নেই। আমার সমগ্র চেতনায় জেগে রইলো কেবল এক ব্যাকুল সর্বগ্রাসী জীবন-পিপাসা। আমার মনে হল আমিই যেন পিপীলিকাটির প্রাণ আশ্রয় করে, কোনক্রমে বাঁচবার জন্য প্রাণপণে বিরুদ্ধশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি। আমার মনে হল যেমন করে হোক আমাকে আলোয় মাথা তুলে বাঁচতে হবে, অন্ধকারের গ্রাস থেকে যেমন করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হোক আত্মরক্ষা করতে হবে। আমি যে প্রত্যক্ষ করলাম, গুরুদেব, আমার একদিকে অতলস্পর্শ অন্ধকারের তীব্র আকর্ষণ, আর একদিকে আকাশভরা প্রাণময় আলোর প্রবলতর আহ্বান। চকিতের মধ্যে আমার মনোজগতে কি যেন একটা ওলটপালট হয়ে গেল।

—এই সব উন্মাদের উক্তি থেকে কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। তার পরে কি হল, গ্রন্থখানি তোমার হস্তচ্যুত হয়ে জলে কি করে পড়ে গেল, সেই কথাটি আমি শুনতে চাই।

—কিন্তু তা ত ঘটে নি, গুরুদেব। অন্যমনস্কতার ফলে যদি অসতর্ক হয়ে বইখানি হাত থেকে ফেলে দিতাম, তবু ত আমার সামান্য কিছু সান্ত্বনা থাকতো। কিন্তু স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, স্বহস্তে আমি তোমার অমূল্য গ্রন্থখানি ছুঁড়ে জলে ফেলে দিয়েছি তুচ্ছ একটা পিপীলিকাকে অত্যাসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাবার জন্য। অপরাধ যে আমার স্বেচ্ছাকৃত তার আরও প্রমাণ আছে। গ্রন্থখানি পিপীলিকাটির সামনে গিয়ে পড়লো এবং সেই ভাসমান গ্রন্থখানি অবলম্বন করে পিপীলিকাটি ত্বরিৎপদে কাষ্ঠখণ্ডের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গেল। এই দৃশ্য দেখে আমি মনের আনন্দে নির্বোধের মত করতালি দিয়ে উঠলাম, এ কথাও আমার মনে আছে।

—করতালি দিয়ে উঠলে? বইখানি জলে পড়ে গেল, নিজের হাতে ইচ্ছা করে সেটি জলে ফেলে দিয়েও অনুতাপের বদলে এলো তোমার মনে এই পুলকোচ্ছ্বাস—একথাও আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?

সত্য সত্যই যা ঘটেছে তাই আমি বলছি, গুরুদেব। তখনো আমার এই বোধটি সারা মন প্রাণ জুড়ে রইলো যেন আমি নিজেই আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়ে বাঁচলাম; যেন আকাশের আলো আমার চোখে ফিরে এলো, প্রাণের স্পন্দন আমার বক্ষে দ্রুততর হয়ে উঠলো। কি যে সেই আনন্দ, কি যে সেই মুক্তির স্বাদ আমি বোঝাতে পারবো না। অবোধ শিশুর মত নিশ্চিন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুলকে করতালি দিয়ে হাসতে হাসতে হঠাৎ আমার সম্বিৎ ফিরে এলো। দেখলাম নিজেকে আমার চিরদিনের রূপে। নদীতীরে প্রস্তরস্তূপের উপরে শূন্যহাতে বসে আছি আর আমার হাতের সেই মহামূল্য গ্রন্থখানি স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে। সারা অন্তর হাহাকার করে উঠলো। দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম জলে। উদ্ধার করলাম গ্রন্থ—কিন্তু অক্ষরের চিহ্নমাত্র এতে আর নেই। সমস্ত লেখা জলে ধুয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই সেই গ্রন্থের ধ্বংসাবশেষ—আমার অমার্জনীয় অপরাধের প্রমাণ।

—তোমার কথা শুনে আমি যে কি বলবো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। একটি মাত্র পিপীলিকার কাহিনী আমি শুনলাম। তুমি কি জান না বৎস, যে প্রকৃতি সৃষ্টি করে, সেই প্রকৃতি ধ্বংস করে। প্রকৃতির ধর্ম তুমি জানো। তুচ্ছ একটা পিপীলিকার জীবন-মরণের মধ্যে এতখানি গভীর তাৎপর্য তুমি কোথায় পেলে আমি জানি না। এই সামান্য অজুহাতে নিজের সত্যকে, নিজের ধর্মকে, নিজের কর্তব্যকে, নিজের প্রতিজ্ঞাকে স্বেচ্ছায় তুমি অবজ্ঞা করতে পারলে দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নেই। আমার মনে কি হচ্ছে তুমি কি ধারণা করতে পারো ?

—না গুরুদেব, তা আমি পারি না। অপরের মনের কথা কিছু কিছু অনুমান করতে পারি—যদি সে আমার মত মন হয়। কিন্তু তোমার মহামনে কি হয় সে কথা আমি জানি না। অনুমান করতেও পারবো না। মহা অপরাধ আমি করেছি। কেমন করে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি তারই বিধান আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি।

—বিধান চাও প্রায়শ্চিত্তের ? প্রায়শ্চিত্ত কাকে বলে জানো ? তপোবন কারাগার নয়। দণ্ডাদেশ কারাগারের বিধান। প্রায়শ্চিত্ত স্বেচ্ছামূলক। সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় প্রায়শ্চিত্তের দণ্ড স্বেচ্ছায় গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে হয়। কিন্তু কোথায় তোমার সেই সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। আজই প্রাতে তোমার সঙ্কল্পের পরীক্ষা হয়ে গেছে। স্বেচ্ছায় আদেশ প্রার্থনা করেছিলে, তার ফল কি হয়েছে তুমি জানো। আবার চাইছো প্রায়শ্চিত্তের বিধান। কোন্ ভরসায় তোমাকে আমি পুনরায় সেই বিধান দেবো? অতএব প্রায়শ্চিত্তের কথা এখন থাক। যা বলছিলে তাই আরও বিশদ করে বলো। বেশ করে চিন্তা করে আমার প্রশ্নের জবাব দাও, আমাকে বুঝতে দাও কি করে কি হল।

আচ্ছা আমাকে বলো দেখি, পিপীলিকাটির ক্লেশ দেখে তোমার অন্তরে তখন করুণা বা সমবেদনা জেগেছিল?

—তা ত মনে হয় না, গুরুদেব। যতদুর মনে হয়, করুণার কোনরূপ ভাবই আমার মনে আসে নি। পিপীলিকাটির দুঃখে যে কোনরূপ দুঃখ বোধ করেছিলাম, তাও ত মনে হয় না।

—তবে কি বলতে চাও, করুণার অজুহাতও তোমার নেই? কেবল মিছিমিছি হঠাৎ একটা অর্থহীন খেয়ালের বশে আমার আদেশের অমর্য্যাদা তুমি করেছ—এই কি তোমার বক্তব্য? নিছক খেয়ালে আদেশ চাইলে, লঙ্ঘন করলে? প্রমাণ করে দিলে যে আমার বা আমার আদেশের কোন মূল্যই তোমার কাছে নেই! গুরুবাক্যের গুরুত্ব তোমার কাছে নেই! মুখেই আমাকে গুরুর আসনে বসিয়ে পূজা করো! তোমার এতবড় পরিবর্তন কি করে হল—সেটা আমাকে বুঝতে হবে। প্রত্যেক কার্য্যের পিছনে সুস্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন কারণ নিশ্চয়ই আছে। ধোঁয়ার পিছনে বহ্নির মত এ ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই কিছু না কিছু কারণ আছে। তোমার এই অপ্রত্যাশিত মানসিক বিবর্তনের হেতু আমাকে অনুসন্ধান করে জানতে হবে। কিসের পরে কি হল—সমস্ত কথা তুমি আমাকে খুলে বলো। এই আমার শেষ অনুরোধ তোমার কাছে। তোমার প্রতি আমার কর্তব্য আর কিছু আছে কিনা, আমাকে সেই সিদ্ধান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে হবে। আমার আদেশের তুমি যতই অসম্মান করো, আমার যা কিছু করণীয় তা আমাকে করতেই হবে।

—গুরুদেব, আমি নিজে কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রাণপণে স্মরণ করবার চেষ্টা করছি কি আমার হয়েছিল। কিন্তু সবই যেন মনে হয় ছায়ার মত আবৃত, ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট। নির্লিপ্তভাবে তাকিয়ে ছিলাম স্রোতে ভাসা পিপীলিকাটির দিকেঃ এই পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মনে আছে। অকস্মাৎ মনে হল, কোথাও কিছু নেই, কোথাও কেউ নেই। জগৎসংসার যেন ছায়ার মত চোখের সামনে থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেল। কোথায় বা নদী, কোথায় বা স্রোত, কোথায় বা পিপীলিকা। নিজের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে দেখলাম সমগ্র সৃষ্টিতে এক আমি ছাড়া কোথাও কিছু নেই। মনে হল, দেহহীন, উপাধিহীন আমি একা কি যেন এক অদৃশ্য স্রোতে কোথায় ভেসে যাচ্ছি। আমার চেতনায়—আমার, কি কার চেতনায়, তাও জানি না, একটি মাত্র ভাব ছিল বলে মনে হয়। বাঁচতে হবে এই একটি মাত্র অস্ফুট প্রবল ভাব প্রধান হয়ে ছিল। যেমন করে হোক, যা করে হোক, সর্বগ্রাসী কোন একটি মৃত্যুপ্রবাহ থেকে প্রাণকে বাঁচাতে হবে। পিপীলিকা নয়, আমিই যেন ভেসে যাচ্ছি, হারিয়ে যাচ্ছি, তলিয়ে যাচ্ছি। আমার আমি-রূপ সত্তাটি যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। মনে হল আমার প্রাণ যেন সমস্ত প্রাণে ওতপ্রোতঃ সর্ব অস্তিত্বে প্রসারিত, প্রতিটি অণু পরমাণুতে বিস্তৃত হয়ে গেছে। মনে হল যেখানে যত প্রাণ, সব আমারি প্রাণ, আমার প্রাণেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাণময় হয়ে আছে। সেই অব্যক্ত নিরাবয়ব প্রাণ আলোয় মাথা তুলে বাঁচতে চায়। অন্ধকারের মহাপারাবারে জ্যোতির একটি বুদ্বুদ অনন্ত শূন্যতায় অকস্মাৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। তারপরে কি হল আমি কিছুই জানি না। কোথায় আমি, কোথায় বা আমার আমিত্ব যেন নিমেষে হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

—তারপরে কি হল, আরো বলো, আরো বলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—তুমি হাসছ গুরুদেব। এ পাগলের প্রলাপ শুনে আমারই হাসি পায়। কিন্তু অনুভব করলাম, সত্যসত্যই অনুভব করলাম—আমার প্রাণ সেই পিপীলিকার প্রাণ, বৃক্ষলতা, নদী পর্বত সব কিছুর প্রাণ। বিশ্বের একটি মাত্র প্রাণবস্তুতে সমস্ত সৃষ্টি যেন প্রাণময়। কোথাও সেই প্রাণের ছেদ নেই, ভেদ নেই, আড়াল নেই, আবরণ নেই। আমি আর সেই পিপীলিকা এক; আর তার সঙ্গে একাকার হয়ে জড়িয়ে আছে সমস্ত অখণ্ড প্রাণসত্তা। ভাবতে গেলে এখন মনে হয়, আমি বুঝি সাময়িক ভাবে উন্মাদ হয়েছিলাম।

—সে ভাবনার কথা আগেও বলেছি। ও কথা এখন থাক; যা বলছিলে তাই বলো।

—এর পরে ত আর কিছুই নেই, গুরুদেব। ঘুম ভেঙে জেগে উঠে লোকে যেমন করে তার ঘুমের ব্যাপারটা অনুমানে বোঝে, তেমনি একটা অব্যক্ত অস্পষ্ট অনুমান ছাড়া আর কিছুই এখনকার মনোভাবে খুঁজে পাচ্ছি না।

—তখনো কি তুমি তোমার মধ্যে ছিলে না, বৎস?

—হয়তো ছিলাম। কিন্তু তখনকার সেই আমি আর এখনকার এই আমি এক নয়। উন্মত্ততার অবসানে আমি ফিরে এলাম আমার চিরপরিচিত আমি-সত্তায়। সঙ্গে সঙ্গে এল অবসাদ, অনুতাপ, গ্লানি, ক্লান্তি। ঐ তুচ্ছ পিপীলিকাটির সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ ছিল, সে কথা এখন ভাবতেও পারি না। মনে হলে, এত দুঃখের মাঝেও আমার হাসি পায়। কিন্তু বিশ্বাস করুন গুরুদেব, তখন সাময়িক ভাবে এই একান্ত হাস্যকর ব্যাপারটার চেয়ে বড় সত্য আমার কাছে আর কোন কিছুই ছিল না। এখন আমি মর্মে মর্মে বুঝেছি আমার এই আত্মবিস্মৃতির অপরাধ কতখানি অমার্জনীয়। এবারে প্রভু, তুমি আমাকে দণ্ড দাও। আমাকে দুর্বল, অসহায় জেনে তোমাকেই দিতে হবে সেই শক্তি আর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা যাতে স্বেচ্ছায়, সানন্দে তোমার দণ্ড বহন করতে পারি। আত্মবিশ্বাস আমার আর নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু গুরুদেব, তুমি চুপ করে রইলে কেন? কতক্ষণ ধরে একদৃষ্টে তোমার নিস্পন্দ দেহের পানে তাকিয়ে বসে আছি। তোমার এ ভাব আগেও দেখেছি ঃ কিন্তু এখন যা দেখলাম, তার উপমা নেই। কথা বলো, প্রায়শ্চিত্ত না করে আমার মনে স্বস্তি নেই।

—অবাধ্য সন্তানকে কি শাস্তি দেওয়া যায় সেই কথাই ত ভাবছিলাম। তোর অবস্থাটি একবার নিজে দেখে নেওয়ার লোভ সামলাতে পারি নি বলেই এতটা কালবিলম্ব হল। আমার মুখের আদেশটাই কেবল তুমি লঙ্ঘন করেছ, বৎস। কিন্তু তুমি কি জানো আমি তোমার সঙ্গে ছলনা করেছি, মিথ্যাচার করেছি! মুখের কথায় আর বুকের কথায় আমার সংগতি ছিল না। পারবি না, পারা সম্ভব নয় জেনেও, তোর প্রার্থনা মত আমি তোকে আমার অসম্ভব আদেশ পালন করতে বলেছি। কেন বলেছি জানিস?

—তা ত জানি না, গুরুদেব! তবে কি জানবো আমার কোন অপরাধ হয় নি?

—কি হয়েছে না হয়েছে, আমার বুকে কান রেখে তুই নিজেই শুনে যা। আরো কাছে সরে আয় আমার আসন মাড়িয়ে আমার কোলের কাছে, বুকের কাছে। তোর বুকে যে ধ্বনি, আমার বুকে তুই শোন সেই একই ধ্বনি। এবার আরো কাছে সরে এসে, আমাকে জড়িয়ে ধরে বোস আমার সঙ্গে একাসনে। তুইও যা আমিও যে তাই রে। গুরু-শিষ্যের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, সে আর নেই। যে সমুদ্রে তুই ডুব দিয়েছিস, সেই একই অসীমে আমি করেছি অবগাহন। আত্মবিস্মৃতি বলে তুই যাকে অভিহিত করেছিস, অধ্যাত্মজীবনের পটভূমিকায় তাকেই বলে আত্মজ্ঞান। নিজেকে হারিয়ে তবে নিজেকে পাওয়া যায়। ব্যবহারিক আমিটি যখন অবলুপ্ত হয়, তখনই এই অলৌকিক আসল আমিটি নিজস্ব মহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে।

—আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না গুরুদেব। এই যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মজ্ঞান, তবে আমার এত ভ্রান্তি, এত দ্বিধা, এত দুর্বলতা কেন। চোখের সামনে তোমাকে দেখেছি যে রূপে তার কিছুই ত নিজের মধ্যে দেখতে পাই না।

—পাস না? তবে অকস্মাৎ এই অহেতুক বিপর্যয় কোথা থেকে এলো? ঠিক এমনি করেই ত আসে সেই পরমের আভাস। বিদ্যুৎ চমকের মত আসে আবার চলে যায়। কখন আসে, কখন যায়, কেন আসে, কেন যায়, সে কথা জানাও যায় না, বলাও যায় না। চিহ্নিত অধিকারীর চেতনায় এমনি করেই তাঁর পদধ্বনি শোনা যায়।

আমি জেনেছি সেই অজানাকে, আমি পেয়েছি সেই অরূপকে—অনন্তরূপে, অনন্তকাল ধরে যে অরূপের বিচিত্র প্রকাশ। কত যে তার রূপ, কত যে বৈচিত্র্য তার সীমাসংখ্যা কোনখানে নেই। তাই ত চোখ মেলে বসে আছি সেই নব নব বিলাসের উৎসব-ক্ষেত্রে।

আমার নিজের চেতনায় তার যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছি, সেখানেই ত তার শেষ নয়। কত ভাবে, কত রূপে, কত রসে, কত রঙে, কত আনন্দ বিষাদে যে সেই অনন্ত লীলা—সেই বহুবিচিত্রের আস্বাদ পাবো বলেই ত, আসা যাওয়ার পথের ধারে এমন করে অপেক্ষা করে আছি। তোদের মাঝে একটি করে ফুল ফোটে আর আমি বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাই দেখি। প্রত্যেকটি উপলব্ধিই অনন্য, কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। তাই, যত দেখি, আমার দেখা আর ফুরায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩

* চেনা-অচেনা *

কত লোকই ত দেখি গুরুদেব, কত লোকের সঙ্গে হয় পরিচয় ; কিন্তু সবার সঙ্গে ত মন মেলে না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এক একটি মানুষকে যেমন করে চিনি বলে মনে হয়, সবাইকে ত তেমন করে চিনি না। কেন এমন হয় ?

—ঠিক বলেছিস, এই চেনা জানার ব্যাপারটি সত্যিই রহস্যময়। এক পৃথিবীর বুকে যাদের বাস, তাদের মধ্যে সহজাত ভাবে চেনা-জানা ত সবাই। কারুর সঙ্গে কারুর অপরিচয়ের বাধা থাকবার কোন হেতুই ত নেই। সবাইকার বুক জুড়ে যিনি বসে আছেন, তিনি ত এক এবং অদ্বিতীয়—সবাইকার চেনা জানা। সবাইকারই যোগসূত্র সেই একের সঙ্গে, কিন্তু তবু থাকে মানুষগুলি পরস্পরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, পরস্পরের প্রতি বিমুখ হয়ে। অদৃশ্য এক দুর্ভেদ্য দেয়াল মানুষগুলির মাঝখানে খাড়া হয়ে থাকে ; চিনতে দেয় না, জানতে দেয় না তাদের পরস্পরকে।

—কিন্তু এত বাধা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে এই ব্যবধান সরেও ত যায়। যে ভাবে কারুর কারুর বেলায় মাঝখানের আড়ালটি সরে যায়, ঠিক তেমনিভাবে সবাইকার মন থেকে এই বিভেদের বোধটি মিলিয়ে গেলে বিশ্বসংসারের সমস্যাগুলি ত আর থাকে না। একই অন্তরদেবতার সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে যারা বাঁধা পড়ে আছে, তারা পরস্পরের দিক থেকে এমন করে মুখ ফিরিয়ে থাকে বলেই ত পৃথিবীতে এত সংঘর্ষ, এত সংগ্রাম, এত অশান্তির ঝড় ওঠে। এই যদি স্বাভাবিক নিয়ম হয়, তবে এর ব্যতিক্রম চোখে পড়ে কেন ?

—ব্যতিক্রম মাঝে মাঝে ঘটে বলেই মাঝখানের এই আবরণটির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ বোঝা যায়। পরস্পরকে চিনতে দেয় না এই অজ্ঞানের চিরন্তন আবরণ। বিজাতীয় বলে মনে হয়, অজানা অপরিচিত বলে বোধ হয়। দুটি মানুষ একসঙ্গে পাশাপাশি সারাজীবন থেকেও কেউ কাউকে চেনে না, বিশ্বাস করে না; প্রাণ খুলে নিজ নিজ প্রাণের গভীর গোপন কথা অকপটে বলতে পারে না। নিবিড় অন্তরঙ্গতার মাঝখানেও সারাজীবন ধরে দুজনে একেবারে পরের মত থেকে যায়। কেবল যখন অকস্মাৎ কোন শুভক্ষণে অনুকূল লগ্নটি কখনো বা কারুর জীবনে এসে আবির্ভূত হয় তখনি সহসা এই অদৃশ্য আবরণটি ক্ষণিকের জন্য সরে যায়। চকিতের মত তখনি আমরা চিরদিনের অজানাকে নিই জেনে, অচেনাকে ফেলি চিনে। অনুকূল অবস্থার স্রোতটি কোথা থেকে এসে দুটি মানুষকে মুখোমুখি করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়, বেঁধে দিয়ে যায় চিরপরিচয়ের বন্ধনে।

এমনিতর অঘটন যে কেবল সমধর্মী মানুষ দুটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, এমনও হতে পারে, তারা সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্মী দুটি পৃথক আত্মা—যাদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনরূপ যোগসূত্রই চোখে পড়ে না। অপরিচয়ের এই চিরন্তন আড়াল অকস্মাৎ যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে সরে যায় তখন তারা যে বিভিন্নধর্মী, সে কথাটাই আর মনে থাকে না ঃ তাদের বিভিন্ন বলে চিনে নেবারও আর কোন উপায় থাকে না। বরং এই প্রশ্নটাই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, এতদিনের মধ্যে একবারও কেন তারা পরস্পরের কাছে এমন করে আত্মগোপন করে ছিল, কেন তারা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে একে অপরের কাছে ধরা দেয় নি। সুযোগ, সম্ভাবনা সব কিছু থেকেও কেন যে তাদের পরিচয়ের আসল সুরটি ইতিপূর্বে বাজে নি, সে কথা কে বলবে।

—আগে যে সুরটি কখনো বাজে নি, শেষ পর্যন্ত সেই সুরটি বাজে কি করে গুরুদেব ?

—একটা দৃষ্টান্ত না দিলে ঠিক বুঝতে পারবি না। শোন তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা গল্প বলি। ঘটনাটি সত্য বলেই এর তাৎপর্যটি অন্তর দিয়ে বুঝে নিতে হবে।

মরুভূমির দেশে ছিল একটি মানুষ, আর তার একটি অতি আদরের উট। উটটি ছিল তার প্রভুর একান্ত অনুগত আর উটের মালিকও ছিল তার প্রভুভক্ত বাহনটির প্রতি অতিশয় প্রসন্ন। পরস্পরের প্রতি স্নেহে আনুগত্যে তারা পরস্পরের প্রীতিডোরে বিশেষভাবে আবদ্ধ ছিল। একজনকে ছেড়ে আর একজন একটুও থাকতে পারত না।

ঘটনাচক্রে একদিন এই প্রভু আর তার বাহনটি দিগ্বিহীন মরুপ্রান্তরে পথ হারালো। অগ্নিময় বালুকার পথে, প্রখর রৌদ্রকরে তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উন্মাদের মত ঘুরে বেড়ালো, কিন্তু পেলো না পথের সন্ধান। পিপাসায় কাতর হয়ে জলের সন্ধান করতে করতে মরীচিকার পিছনে ছুটোছুটি করে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু একবিন্দু পিপাসার জল কোথাও খুঁজে পেলো না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নিজের কষ্টের চেয়ে অপরের কষ্টটিই দুজনের মনে প্রধান হয়ে রইলো। ছুটোছুটির মাঝখানে প্রভুর কেবলি মনে হয়েছে তার চিরদিনের সাথী উটটির কষ্টের কথা—নিজের পিপাসার কথা হয়ে গেছে তুচ্ছ। মূক পশুটির প্রাণেও বেজেছে কেবল তার প্রাণপ্রিয় প্রভুর কষ্টের কথা : নিজের কথা তার মনেই হয় নি।

এইভাবে ভাবিত হয়ে ঘোরাঘুরি করতে করতে ক্রমে দুজনেই চলৎশক্তিরহিত অবস্থায় উত্তপ্ত বালুকার বুকে শয্যা নিল। মনে হল এই তাদের শেষ শয্যা। কিন্তু তখনো উটটি প্রভুকে এতটুকু ছায়ার আশ্রয় দেবার জন্য তাকে নিজের দেহের আড়ালে আকর্ষণ করার প্রাণপণ প্রচেষ্টা করে চলেছে। প্রভুও নিজের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে, তার প্রিয়জনকে সামান্য একটু স্বস্তি দেবার অভিপ্রায়ে তার গায়ে মাথায় হাত বুলোচ্ছে, তার কানের কাছে মুখ এনে কত কি কথা বলে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। দুজনেরই চোখ ছাপিয়ে ঝরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়ছে অশ্রুর ধারা—কিন্তু নিজ নিজ ব্যক্তিগত বেদনার অশ্রু সে নয়।

সেইক্ষণে, অত্যাসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে, অশ্রুজলের মধ্য দিয়ে দুটি দৃষ্টির হল মিলন। সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে গেল। আকাশে, আলোকে দ্যুলোকে, ভূলোকে কেমন একটা অভাবনীয় রূপান্তরের তরঙ্গ দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। যুগযুগান্তের বিজন রঙ্গমঞ্চে কি একটা চিরন্তন লীলার যবনিকা উন্মুক্ত হয়ে গেল। চোখ ধাঁধানো মরীচিকার মর্মান্তিক মোহাবরণ এক মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে মরুপ্রান্তরের উত্তপ্ত বালুকার বুকে কোন অন্তরীক্ষ পথে নেমে এলো দিগন্তজোড়া এক বিশাল মেঘমেদুর ছায়া। দুজনের চোখের আবরণটি চকিতে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটি প্রাণীর বিভিন্নমুখী সত্তা বিধৃত দুটি বিভিন্ন তরঙ্গ একসঙ্গে মিলে পরিণত হল গগনপ্লাবী মহাতরঙ্গে। তারই বিপুল আকর্ষণে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করে ঝরে পড়লো অপর্যাপ্ত বারিধারা। গগনতল মথিত করে ধ্বনিত হয়ে উঠলো মেদুর দুন্দুভি, বিদ্যুতের জ্যোতির্ময় ঝঙ্কার।

দুটি প্রাণীর এতদিনের সাহচর্যে, স্নেহ-প্রীতি-মমতার পরিচয়ে যে চেনা কোনদিন ঘটে নি, এক নিমেষে এই শুভদৃষ্টির ক্ষণটিতে সেই পরমাশ্চর্য্য, অপ্রত্যাশিত সহসা করলো আত্মপ্রকাশ। দুটি আত্মার হয়ে গেল আকস্মিক সাক্ষাৎকার। দুদিক থেকে সমস্বরে এলো সাড়া—'চিনেছি, চিনেছি—এইবারে সত্যিকারের আসল রূপে তোমাকে চিনেছি।'

দেহ-নিরপেক্ষ দুটি চেতনা এক সীমাহীন অখণ্ডে পরিণত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বদেবতার অন্তরে লাগলো বিপুল দুর্বার আলোড়ন। তারই ফলে, অলক্ষ্য পথে সঞ্চারিত হল গগনজোড়া মেঘের সমারোহ। সেখান থেকেও সাড়া এলো—'চিনেছি চিনেছি, তোমাদের পরস্পরের এই চেনার সঙ্গে আমারও চেনার সুর মিশেছে।' বড় বড় ধারাবর্ষণের অজস্র জলবিন্দুগুলি মুখর ভাষায় তাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুরে সুর মিলিয়ে সাড়া দিয়ে বললো—'চিনি গো চিনি, তোমাদের এই অনাদিকালের চেনাকে আমরাও চিনেছি।' এই শাশ্বতকালের পরিচিতি ঝঙ্কৃত হল বজ্রনির্ঘোষে, মহাব্যোম প্রতিধ্বনিত হল, প্রতি-ফলিত হল বর্ষণসিক্ত মরুপ্রান্তরের দিকে দিকে।

মুমূর্ষু দুটি প্রাণ, মহাপ্রাণের প্রসন্ন আনুকূল্যে, বারিধারায় হল সঞ্জীবিত। বেঁচে উঠলো মূক অসহায় প্রাণীটি, আর তার প্রভু। নিরাপদে তারা দুজনে হাসিমুখে ঘরে ফিরে গেল।

জীবনপথেও ঠিক এমনি করে আসে ক্বচিৎ কখনো চিনে ফেলার পরম ক্ষণটি। কতবার আসি আসি করেও আসে না; আসল সুরটি বাজতে না বাজতেই ছন্দপতন হয়। হয়তো বা সারাজীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও এই শুভলগ্নটি এলো না। আবার কখনো বা একটি দিনের সামান্য পরিচয়ে, কিংবা বিনা পরিচয়ে, কেবল চোখের দেখার মাধ্যমে এই চিরপরিচয়ের সুরটি বেজে উঠলো।—তাহলে এর আগাগোড়াই ত দৈবাৎ-এর ব্যাপার, গুরুদেব। প্রত্যক্ষ ভাবে কোন কার্যকারণসম্বন্ধ এর মধ্যে তো খুঁজে পাওয়া যায় না!

—সময়টি না হলে কিছুই তো হয় না, বৎস! সেটা তো সব সময়েই গোড়ার কথা। কিন্তু এই যে নিজেকে ভুলে যাওয়ার শক্তি, এরও তো একটা অদৃশ্য ভিত্তি আছে। নিঃশেষে নিজেকে বিলুপ্ত করে দিতে কি আর সবাই পারে? প্রস্তুতির পর্বটি নেপথ্যে ঠিকই থাকে। অনুকূল স্রোতটি যখন আসে, তাতে সাড়া দেবার উন্মুখতা সেই নেপথ্যের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। কতবার কত দ্বারে আহ্বানটি প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। কত আহ্বান ব্যর্থ হয়ে দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে চলে যায়, এও যেমন সত্য, আবার তেমনি এও সত্য যে আহ্বান যখন দুর্বার রূপে এসে হানা দেয়, তখন সাড়াটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে না এসে পারে না।

এই ত তোর চোখের সামনেই রয়েছে দুটি প্রাচীন বৃক্ষ: কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানে কত বছর ধরে ওরা এমনি কাছাকাছি, পাশাপাশি, পরস্পরের গা ঘেঁষে একই স্থানে এক ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে যেটুকু সামান্য ব্যবধান তাও ভরে গেছে শাখা পল্লবে। কিন্তু ওদের মধ্যে কোনরকম আদানপ্রদানের সম্বন্ধ নেই, যে যার নিজের মাটি আঁকড়ে খাড়া হয়ে আছে। ঋতুচক্রের আবর্তনে এরা উভয়েই নিজের নিজের স্বতন্ত্র ভাবে সাড়া দেয়, নিজের নিজের স্বতন্ত্রতার গণ্ডীর বাইরে চোখ মেলে তাকায় না। ওরা ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হয়েও পরস্পরকে চেনে না, চেনার কোন প্রয়োজনও বোধ করে না। ওরা যেন দুটি সম্পূর্ণ পৃথক, বিচ্ছিন্ন, একক অস্তিত্ব। কাষ্ঠাবরণের ছদ্মবেশ পরে এবং তাকেই নিজস্ব স্বরূপ কল্পনা করে একেবারে আলাদা হয়ে আছে।

অথচ একটু মাটির স্তর ভেদ করে অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে, সেই অন্ধকার গোপন পুরীতে, যেখানে অহরহ রসের প্রবাহ স্পন্দিত হচ্ছে সেখানে ওদেরই দুটি অপরিচিত সত্তার শিকড়-গুলি আছে জড়াজড়ি করে। সেখানে আর ভেদাভেদের কোন প্রশ্ন নেই, ব্যক্তিগত সত্তার আত্মপ্রতিষ্ঠা নেই। অপরিচয়ের বিভেদ ভুলে, একই রসবৃন্তে শতসহস্র পিপাসার্ত মূলগুলি মেলে দিয়ে বসুন্ধরার স্তন্যসুধা তারা ভাগাভাগি করে মিলিতভাবে অহরহ পান করছে। কোনটি যে কোন বৃক্ষের মূল, তা বিভিন্ন ভাবে চিনে নেবার মত কোন পরিচিতি তাদের কোনখানে লেখা নেই।

কিন্তু যে শাখা প্রশাখায়, পুষ্প ফলে, পাতায় সেই সহজাত শিকড়ের রস পড়ে ছড়িয়ে—তারা এই গোপন তথ্য কিছুমাত্র না জেনে, পরস্পরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে। তাদের মূলের খবর তারা রাখে না, রাখার প্রয়োজনও বোধ করে না। এমনি বিমুখ হয়েই পরস্পরের কাছ থেকে পর হয়েই তারা হয়তো জীবনের বাকি দিনগুলি নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে কাটিয়ে দেবে। যদি কোনদিন দৈবযোগে বজ্রানলে দগ্ধ হয়ে এই দুটি পাশাপাশি গাছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগুন ধরে যায়, তখনি আবার সেই চিরদিনের ভুলে থাকা চেনায় পড়বে টান। আগুনের লেলিহান শিখাগুলি শাখায় শাখায়, ডালে ডালে করবে খেলা, পরস্পরকে জড়িয়ে জড়িয়ে আকাশের পানে বাহু মেলে নেচে নেচে বলবে 'চিনি গো চিনি, তোমাকে চিনি; তুমিও আমি, আমিও তুমি। এতদিন তোমায় আমায় পরিচয় ছিল না বলেই এত কাছের আপন জনকে চেনা হয় নি। আজ এই বহ্ন্যুৎসবে আমাদের দূরত্ব গেছে ঘুচে, অপরিচয়ের আবরণও গেছে সরে। এখন ত আর না চেনার অবসর নেই।'

দেখেছিস ধারাবর্ষণের কালে একবার স্রোতস্বিনীর পানে চেয়ে। অকস্মাৎ তার কি আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে যায় চক্ষের পলকে। তার গতিবেগে এসে লাগে কি বিপুল চঞ্চলতা। কূলে কূলে বেজে ওঠে কি ব্যাকুল উচ্ছ্বাস। শ্লথগতি ক্ষীণধারা সহসা যেন প্রবল স্রোতে কানায় কানায় ভরে ওঠে। চারিদিক থেকে অসংখ্য শিশুধারাগুলি কে কোথা থেকে তার অদৃশ্য আহ্বানে আকর্ষিত হয়ে তীব্রবেগে ছুটে আসে আর তার বুকে উচ্ছ্বসিত আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মূল স্রোতে মিলে-মিশে তারা একাকার হয়ে যায়। বলে, 'চিনি গো চিনি, তোমাকে আমরা চিনি। যে মহাসাগরের ডাক শুনে তুমি উন্মাদ হয়ে ছুটছো, আমরাও তার ডাক শুনেছি। যে বৃষ্টির জলে তুমি সঞ্জীবিত, আমরাও যে তারই অংশীদার। তোমার উৎপত্তি যেখানে, আমাদেরও উদ্ভব সেখানে। তোমারও যে পরিণতি, আমাদেরও তাই। তুমিও জলধারা, আমরাও জলধারা।'

এমনি করে যতই বাড়ে চেনার জোর, ততই দুর্বার হয়ে ওঠে স্রোতের প্রবাহ। কোথা থেকে, কত দূরদূরান্ত পেরিয়ে আসে আরো জলের ধারা; স্রোত বয়ে আসে, ধারায় ঝরে আসে, তটভূমি প্লাবিত করে আসে, মাটির বুক চিরে আসে। আসে আর বলে—এই ত তুমি, এই ত আমি; এই ত তোমার সাথে আমার মিলন, আমার সাথে তোমার মিলন; তোমার মাঝে আমাকে চিনি, আমার মাঝে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাকে চিনি। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এক সমগ্রতার মধ্যে হারিয়ে যায়।

১৪

* অদৃশ্য ভাণ্ডার *

রুক্ষ, শুষ্ক, ধূসর প্রস্তরময় পাহাড়ের গা বেয়ে অবিশ্রান্ত ধারায় ঝরে পড়ছে একটি পরিপুষ্ট জলস্রোত। কেউ জানে না এই চির-প্রবাহের উৎপত্তি কোথায়। তুষার-গলা জলে নয়, বারিবাহী মেঘের সঙ্গেও এর কোন সম্বন্ধ নেই। কোথাও কোন শ্যামলতার চিহ্ন মাত্র নেই যে পার্বত্যভূমিতে, সেখানে এই চিরন্তন ধারা আসে কোথা থেকে? পিপাসার্ত হয়ে যারা আসে, পাত্র ভরে জল নিয়ে চলে যায়। কোথা থেকে এত জল আসে, সে বিষয়ে কেউ কোন দুশ্চিন্তা বোধ করে না।

মহর্ষি বললেন—অনুসন্ধান করো, বৎস। আপাতদৃষ্টিতে যে মূল চোখে পড়ে না, নিশ্চয়ই তার কোথাও না কোথাও অস্তিত্ব আছে। পর্বতের শিখরে গেলে হয়ত এই রহস্যের সমাধান খুঁজে পাবে। ধারা যখন আছে, তার উৎসও কোথাও না কোথাও আছে।

বহু আয়াসে, বহু অনুসন্ধানে পর্বতশিখরের দুর্গম একান্তে আবিষ্কৃত হল একটি অতি অগভীর অপরিসর কুণ্ড। স্বল্প সংকীর্ণ জলাশয়টি কেমন করে উৎপন্ন হল, আর তার চেয়েও বিস্ময়কর হয়ে উঠল এই প্রশ্নটি, এই যৎসামান্য সঞ্চয় থেকে অবিশ্রান্ত ধারায় এই বেগবতী ঝরণার পরিপুষ্টি ঘটে কি করে।

মহর্ষি বললেন—ঝর্ণার জল যে কুণ্ড থেকেই আসছে তাতে যখন সন্দেহের অবকাশ নেই, তখন আবার অনুসন্ধান করো কুণ্ডের এত জল সে পায় কোথা থেকে। সমস্যা যেখানে আছে, সেখানে তার সমাধানও নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার অনুসন্ধান শুরু হল। বহু চেষ্টায় খুঁজে পাওয়া গেল পাষাণস্তূপ ভেদ করে অতি ক্ষীণ একটি ধারা বেয়ে সামান্য কিছু জলের সরবরাহ কুণ্ডের জলে এসে মিশে যাচ্ছে। এই একটি মাত্র অকিঞ্চিৎকর ধারার সঞ্চয়ে কুণ্ডের কতটুকুই বা ভরে! কুণ্ড থেকে নির্গত বৃহৎ ধারাটির চাহিদাই বা এতে পূরণ হয় কি করে!

প্রশ্ন হল—'সঞ্চয় হচ্ছে এই একটি মাত্র ক্ষীণ ধারায়, ব্যয় হচ্ছে এই প্রবল প্রপাতে; অথচ কুণ্ডের জল নিঃশেষিত হয়ে যাবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। এ যে অতি অবিশ্বাস্য ব্যাপার গুরুদেব! এমনটা হয় কি করে? ব্যয় যদি আয়ের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে জমার ঘরে শূন্য হতে বিলম্ব হবে কেন? অথচ বেশ দেখতে পাচ্ছি, কুণ্ডের ভাণ্ডার অবলীলাক্রমে এই নিরন্তর অপব্যয় সত্ত্বেও যেমনটি ছিল তেমনিই রয়ে যাচ্ছে।'

মহর্ষি মৃদুহাস্যে বললেন—যা প্রত্যক্ষ দেখছ তাকে ত অবিশ্বাস করতে পারো না। কিন্তু ভুলে যেয়ো না যে প্রত্যক্ষই শেষ কথা নয়; প্রত্যক্ষের বাইরে আছে অপ্রত্যক্ষ, তাকেও ত অস্বীকার করা যায় না। যা দেখছ—সেও সত্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেইখানেই প্রত্যক্ষের পালা শেষ হয়েছে, এবার অপ্রত্যক্ষের সন্ধান করো। যে ধারা বেয়ে কুণ্ডে জল প্রবেশ করছে সেটির পথ বন্ধ করে দাও। তখনি বোঝা যাবে কুণ্ড কোন্ সঞ্চয় থেকে এত জলের যোগান দেয়।

কুণ্ডে জল প্রবেশের পথ তখনি বন্ধ করে দেওয়া হল—কিন্তু প্রপাতের বেগ তাতে একটুও কমলো না দেখে শিষ্যগণ হতবুদ্ধি হয়ে মহর্ষিকে নিবেদন করল—গুরুদেব, আমাদের প্রচেষ্টা পুনরায় ব্যর্থ হয়ে গেলো। যে একটিমাত্র মৃদুস্রোত কুণ্ডে এসে সঞ্চিত হচ্ছিল সেটি বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও, মনে হয় না যে তার ফলে কুণ্ডের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে। প্রপাতের বেগও যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেছে। তার আর এ রহস্যের সমাধান হবে কি করে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহর্ষি বললেন—এখানেই থামলে চলবে না। আরো একটু এগিয়ে যাও। অদৃশ্য ধারার উৎস খুঁজে পেতে হলে কুণ্ডের সঞ্চিত ভাণ্ডার শূন্য করতে হবে। কুণ্ডে যেটুকু জল আছে ছেঁচে ফেলে দিলেই কোন্ অদৃশ্য পথে তার অক্ষয় ভাণ্ডারের জল সে পায়, সেটি খুঁজে পাওয়া যাবে। ভিতরটি শূন্য করে দিলেই এই রহস্যময় পূর্ণতার কারণ জানা যাবে। পাওয়ার পথ যার না থাকে সে এমন উদার হাতে দেয় কি করে? কোন একটা অজ্ঞাত পথে যার ভাণ্ডার ভরে ওঠে না, তার পক্ষে এত অপব্যয় সম্ভব হয় কি করে? এমন করে দিতে সেই পারে যে অজস্রভাবে পায়। কোথা থেকে পায় সেই তথ্যটি অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। দাও না ওকে খালি করে, নিঃস্ব করে। যেটুকু সঞ্চয় ওর আছে, নাও না তার সবটুকু হরণ করে। তখনি ত বোঝা যাবে কোথা থেকে, কোন্ পথে ওর অনন্ত আহরণ লোকচক্ষের অন্তরালে নিঃশব্দ সঞ্চারে সংঘটিত হয়।

কুণ্ডের সমস্ত জল তুলে ফেলে দেওয়া হল। দেখা গেল কুণ্ডের তলদেশে অদৃশ্যভাবে আত্মগোপন করে আছে অসংখ্য ফল্গুর ধারা। পাষাণ-স্তর ভেদ করে অনন্ত প্রবাহে তারা উৎসারিত হয়ে উঠেছে। দেখতে দেখতে সামান্যক্ষণের মধ্যেই কুণ্ড আবার কানায় কানায় ভরে গিয়ে আবার সেই জলপ্রপাতের সৃষ্টি হল।

মহর্ষি বললেন—'এবার বুঝলে ত কারা অলক্ষ্যে থেকে যোগাচ্ছে কুণ্ডের মাধ্যমে প্রপাতের প্রবল জলধারা। উপরের ক্ষীণস্রোতা ঝরণাটি লোকে দেখতে পায় আর বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে সেইটুকুই বুঝি কুণ্ডের একমাত্র সম্বল। তবু ওটির সার্থকতা আছে বইকি : ঐটিই যে অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষের মাঝখানে একমাত্র যোগসূত্র। লোকের চোখে পড়ে এই অনর্থক একটি বাহুল্যের ধারা। যার অন্তরে জিজ্ঞাসা নেই, সে ঐখানেই থেমে গিয়ে যে কোন একটা মন-বোঝানো উত্তর খাড়া করে নেয়। লোকচক্ষের আড়ালে অতি সংগোপনে আত্মগোপন করে থাকে এই অসংখ্য প্রচ্ছন্ন উৎসগুলি। লোকের চোখে পড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রপাত ঃ তার অনন্ত ভাণ্ডার থেকে যে যার পাত্র ভরে নিয়ে চলে যায় ঃ তৃষ্ণার্ত উপত্যকার মৃত্তিকা তার অজস্র দানে অভিষিক্ত হয়। কিন্তু কে দেখে কোথায় কোন্ অদৃশ্যলোকে সেই প্রপাতের অনন্ত অপব্যয়ের গোপন সঞ্চিত বারিভাণ্ডার!

১৫

* আনন্দ পথিক *

—গুরুদেব, এই যে আমরা এই আশ্রমে থাকি, কত আনন্দে ডুবে থাকি, সংসারী লোকেরা এ সবের কিছুই ত পায় না, এ আনন্দের আস্বাদ পর্যন্ত পায় না। কেন তাদের এই বঞ্চনা?

—তুই যাকে বঞ্চনা মনে করিস, তারা হয়তো তাকে বঞ্চনা বলে মনে করে না। তোর মনে হচ্ছে, তারা না জানি কি বঞ্চনার মধ্যে আছে। সংসারের কাছাকাছি গিয়ে হয়তো দেখতে পাবি সেখানে কোনরকম বঞ্চনার বোধ নেই। স্নেহ মায়া মমতার নীড় রচনা করে তারা অনেকেই পরম পরিতৃপ্ত হয়ে আছে। দুঃখকষ্ট মাঝে মাঝে যেটুকু পায় সে তাদের গায়েও লাগে না। আশায় আনন্দে বেশ ভরপুর হয়েই তারা থাকে ঃ নইলে যে কবে সংসার অচল হয়ে যেত। তারা হয়তো মনে মনে তোদের প্রতি বেশ একটু অনুকম্পাই বোধ করে। তোরা যেমন তাদের আনন্দের তথ্য কিছু জানিস না, তারাও হয়তো ঠিক তোদের আনন্দের সংবাদ কিছু রাখে না। আচ্ছা, আমাকে বল্ দেখি, তোরা কি আনন্দ পাস্?

—কেন, গুরুদেব, ধ্যানের আনন্দ, যোগের আনন্দ, সাধনাময় জীবনের অনাবিল আনন্দ।

—সংসারে লোকে যদি আনন্দই না পায়, তাহলে তারা সংসারে কি নিয়ে থাকে, বৎস?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—আনন্দ হয়তো তারা পায়, কিন্তু সে আনন্দ ব্যক্তি-সাপেক্ষ, বস্তু-সাপেক্ষ, তাতে ত আর সন্দেহ নেই।

—আর তোরা যে আনন্দ পাস?

—আমাদের আনন্দ বস্তুনিরপেক্ষ বলেই এ সীমায়িত নয়; এ আনন্দের সীমানা কোথাও নেই। তাই আমাদের আনন্দ যেমন অসীম, ওদের আনন্দ তেমনি সসীম।

—ওদেরটা সসীম কেন?

—কারণ সে আনন্দ যে চাওয়া পাওয়ার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

—বেশ, তোদের আনন্দের সীমা কোথাও নেই, আর ওদের আনন্দের পদে পদে সীমা আছে। এ পর্যন্ত না হয় বুঝলাম। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা কি একদেশদর্শী? তোরাও যাঁর সৃষ্টি, তারাও ত তাঁরই সৃষ্টি; আশ্রম যার, সংসারও ত তাঁরই; আশ্রমেও যিনি, সংসারেও ত তিনিই বিরাজমান। তবে এই বৈষম্য কেন?

—তা ত জানি না, গুরুদেব।

—কেমন করে জানবি? তাঁর সৃষ্টিতে বৈষম্য যে কোথাও কিছু নেই। আছে কেবল অধিকারী-ভেদের তারতম্য। একই আনন্দ-ধারা বিভিন্নরূপে, বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। আকাশের মেঘে যে আলো-রংয়ের আলপনা আঁকছে, সেই একই আলো উদ্ভিদ-জগতে বিস্তার করছে সবুজের সমারোহ। কোথাও তার কার্পণ্য বা বৈষম্য নেই। তোর চোখের তারায় যে আলো প্রতিফলিত হয়ে তোর সামনে বিশ্বজগতকে পরিদৃশ্যমান করে তুলছে, আবার একই আলো দিকে দিকে সুপ্ত প্রাণকণাগুলির ঘুম ভাঙিয়ে প্রাণময় করে তুলছে।

তোর চোখের সামনে এই দেখ্ একটি গাছের মাধ্যমে কি খেলা অহর্নিশ চলছে। গাছ শিকড় দিয়ে শোষণ করছে মাটির বুকের রস। তাতেই তার পরম পরিতৃপ্তি। মাটির রস গাছের নিজস্ব সম্পত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়। তোরও তাতে অধিকার আছে। কিন্তু সে রস তোর গ্রহণযোগ্য নয় বলে সে রস তোর কোন কাজে লাগবে না। যদি বা কোনক্রমে সে রস তুই আহরণ করতে পারিস দেখবি তাতে তোর কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হবে না। কেবল গাছেরই অধিকার আছে মাটির বুকের সেই প্রাণময় আনন্দধারা নিজের বুকে টেনে নেবার। এই তার নিজস্ব সাধনায় সে সিদ্ধ। কিন্তু গাছ তার এই বিশেষ অধিকারের কিভাবে ব্যবহার করে সেটা দেখতে হবে। বৃক্ষের দেহে, তার সাধনালব্ধ রসায়নের ক্রিয়ায় সেই মাটির রস পরিণত, রূপান্তরিত হয়ে উঠলো পত্র, পুষ্প, ফলে। তখন সেই রূপান্তরিত মাটির রস হল জীব-জগতের গ্রহণীয়। জীবজগৎ বৃক্ষের মাধ্যমে যা কিছু পায়—সেও সেই মাটির আনন্দ-রসধারারই আর একটি বিভিন্ন রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে ত স্বীকার করতেই হয় যে, যেমন করে হোক, যে রূপে, যে ভাবেই হোক, সেই একই আনন্দ-রস সবার মধ্যে সমভাবে বিতরিত হচ্ছে। কোথাও কোন বিভেদ বা বৈষম্য নেই।

সংসারী লোক সংসারের যে আনন্দ আস্বাদন করে আর সংসারের বাইরে এই তপোবনে যে আনন্দের আস্বাদন তাদের মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে যে পার্থক্য চোখে পড়ে, সেটা আসলে কোথাও নেই। সবাই আনন্দের সন্তান, আনন্দে জাত, আনন্দে বিধৃত, আনন্দে পরিপুষ্ট, আনন্দপথের পথিক। জেনে বা না জেনে সবাই আনন্দই চাইছে, আনন্দ নিয়েই আছে। আনন্দের রূপটি আধার ও অধিকার ভেদে বদলে বদলে যায়, এইমাত্র। ধ্যান-ধারণায় আর চাওয়া-পাওয়ায় সেই আনন্দেরই একাধিপত্য। কোথাও বৈষম্য নেই, কোনখানে তারতম্য নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৬

* সাধনার শেষে *

—আচ্ছা তোরা যে এই সাধনা নিয়ে আছিস, একদিন না একদিন এর সমাপ্তি ত হবেই। সাধনার শেষ হলে কি করবি, বলতে পারিস ?

—সে কথা ত জানি না গুরুদেব।

—যা চেয়েছিস, তাই যখন তোদের পাওয়া হয়ে যাবে, তখন কিছু না কিছু একটা করবি ত! করণীয় একটা কিছু তখনো ত থাকবে।

—চেয়েছি আমরা ঈশ্বরকে জানতে। সাধনার চরম উদ্দেশ্য ত তাই। সেই পরম প্রাপ্তি যখন হয়ে যাবে, তখন করবার ত আর কিছুই থাকবে না গুরুদেব।

—সে কি রে ? একেবারে কিছুই আর করবি না ? স্থবির জড়পিণ্ডের মত হয়ে চুপচাপ বসে থাকবি ? তখন বুঝি আর কোন কিছুই করবার থাকবে না বলে বুঝে রেখেছিস ?

—তাঁকে জানার পরে করবার যে আর কিছুই থাকে না, গুরুদেব : তখনি ত আসে কর্মত্যাগের পালা।

—ওরে নির্বোধ, কর্মত্যাগও ত একটা কর্ম ; গ্রহণ যেমন একটা কর্ম, ত্যাগও তেমনি একটা কর্ম। এ দুইয়ের পিছনেই ত রয়েছে সেই এক অহংয়ের আধিপত্য। তাঁকে জানবার পরেও তবে কি এই কর্ম নিয়েই থাকবি ?

—তা কেন গুরুদেব, আমরা ত তখন তাঁর সঙ্গে এক হয়ে মিলিয়ে যাবো : তাঁকে নিয়েই সর্বক্ষণ থাকবো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—থামলি কেন ?—আর তাঁর সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে পরমানন্দে চুপচাপ তাঁরই সঙ্গে লগ্ন হয়ে, তাঁরই মধ্যে মগ্ন হয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে সব ছেড়েছুড়ে বসে থাকবি, কেমন ? তাঁর এই বিরাট বিশ্বে তখন আর কোন কিছুই তোদের করবার থাকবে না ; কেবল থাকবে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে চুপচাপ বসে থাকবার অখণ্ড অবসর। এই না তোদের মনোভাব ?

[একটি শিশু বালিকার প্রবেশ]

বালিকা : সেই থেকে তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি আর তুমি এখানে এসে বসে আছো !

মহর্ষি : আমি কি জানি তুমি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছো ? ব্যাপার কি বলো দেখি ?

বালিকা : সে বলা যায় না—এদের সামনে বলা যায় না। তোমার এই সব পণ্ডিতের দল আমার কথা শুনলে হাসবে। ওরা যে কিছু বোঝে না, গুরুদেব। তোমার কাছে এতদিন থেকেও কিছু বোধ ওদের হয় নি। জানে কেবল বড় বড় কথা বলতে আর তর্ক করতে। ওই দেখো, আমার দিকে কি রকম করে তাকাচ্ছে ; কেবল তুমি আছ বলে কিছু বলতে সাহস করছে না। দেরী কোরো না গুরুদেব, তাড়াতাড়ি চলো, আমার সঙ্গে কি কাণ্ড হয়েছে তোমাকে দেখাবো।

মহর্ষি : খুব মজার কিছু কাণ্ড বুঝি ! তাহলে ত আর দেরী করা যায় না ; চলো চলো, দেখে আসি কি হয়েছে।

বালিকা : এই দেখো গুরুদেব, আমাদের নিজেদের হাতে লাগানো সেই চারাগাছটির কি দশা হয়েছে। কাছে যেও না, এইখান থেকেই দেখো। ডানদিকের ডালটির কতখানি ছাল ছিঁড়ে গেছে দেখছো ত ?

মহর্ষি : হ্যাঁ, তাইত। আহা, কে ওকে এমন করে আঘাত দিলে ? ওই কাঠবিড়ালিটা বুঝি ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বালিকা: তুমি কিছু জানো না, গুরুদেব; তাই মিছামিছি ওকে দোষ দিচ্ছো। কাঠবিড়ালীটা যে কি ভালো, তা তুমি জানো না। গাছের গায়ে এমন করে কে আঘাত করেছে জানলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। তোমার ঐ আদুরে হরিণ। আমি নিজের চোখে দেখেছি ঐখানে শিং ঘষে ঘষে কতখানি ছাল ছিঁড়ে ফেলেছে। তোমরা ত বলো ঐ হরিণ নাকি ভারি ভালমানুষ, কত আদর করে নিজের হাতে ওকে খাওয়াও। তবু দেখো ওর কাণ্ড। বিনা দোষে গাছটির গায়ে কি রকম নিষ্ঠুরের মত আঘাত করেছে। গাছ ত ওর কোন ক্ষতি করে নি, গুরুদেব। তবে কেন দুষ্টু হরিণটা এমন করে ওকে আঘাত দিলো? আমাকে ছুটে আসতে দেখেই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

মহর্ষি: এত যে দুষ্টু হয়েছে হরিণটা সে কথা আমি কি করে জানবো? ভাগ্যে তুমি দেখতে পেয়ে ছুটে গেলে নইলে আরো কত অনিষ্ট করতে পারতো।

বালিকা: পারতোই ত। তবে কি জানো গুরুদেব, ওর সত্যি সত্যিই কোন দুষ্ট বুদ্ধি ছিল না। ডালের গায়ে নিজের ছোট ছোট শিং ঘষতে বোধ হয় ওর ভালো লাগছিলো। বুদ্ধি ত নেই যে বুঝবে তাতে গাছের গায়ে এতখানি আঘাত লাগতে পারে। তুমি যেন এ জন্য ওর উপরে রাগ কোরো না, গুরুদেব। সত্যি সত্যি ত আর ও দুষ্টু নয়, নিষ্ঠুরও নয়। তবে, ভারি বোকা; তোমার ঐ সব পণ্ডিতের দলের মত অতটা বোকা না হলেও বেশ বোকা।

মহর্ষি: আস্তে আস্তে বলো, ওরা শুনলে আবার চটে যাবে, মনে কষ্ট পাবে। কিন্তু ওদের বোকা বলছো কেন বল তো?

বালিকা: বোকা নয় ত কি? তুমি ত সর্বক্ষণই এই আশ্রমে রয়েছো; তপোবন ছেড়ে কোথাও ত যাও না। তোমার দিকে না চেয়ে চোখ বুজে বসে থাকে। এতো আলো ছেড়ে, অন্ধকারে কি খোঁজে ওরাই জানে। বোকা হয় ত ওরা নয়, তুমি বলেছ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেই হয়তো ওরা এমন করে। আমি ওদের ভাব বুঝতে পারি না। কেবল মস্ত মস্ত দাঁতভাঙ্গা কথা বলে যা আমি একটুও বুঝতে পারি না। কিন্তু তুমি যা বলো সব আমি বুঝতে পারি। তোমাকে যা বলি সব কথা তুমি কান পেতে শোনো, পাগলের কথা বলে উড়িয়ে দাও না। আর ওঁরা? আমি কিছু বলতে গেলেই ওঁরা হেসে ওঠেন। মাঝে মাঝে ভাবি গুরুদেব, ওরা বোকা, না আমি বোকা। তোমার কাছে যতক্ষণ থাকি, নিজেকে একটুও বোকা বলে মনে হয় না। ওদের কথা যখনই শুনি তখনই আমার মনে এই সব চিন্তা আসে: একবার ভাবি, ওরা বোকা, আবার ভাবি, আমি বোকা। কেন এমন হয় বলতো?

মহর্ষি: সে ত ভারি সোজা কথা। তুমি যেমন করে আমার কথা বুঝতে পারো, আমিও তেমনি করে তোমার কথা বুঝতে পারি। আমরা যে খেলার সাথী কিনা, তাই তুমি আমাকে চেনো, আমিও তোমাকে চিনি।

বালিকা: তবে ওরাই বা চেনে না কেন?

মহর্ষি: চিনবে কি করে? ওরা যে অনেক কিছু পড়েছে, অনেক কিছু শিখেছে, অনেক কিছু জেনেছে।

বালিকা: তাই যদি হয় গুরুদেব, আমি যখন বড় হবো, তুমি আমাকে অনেক পড়তে, অনেক শিখতে, অনেক জানতে দিও না। এমনি করেই আমাকে তুমি রেখে দিও। তাহলে আর তোমাকে চিনতে আমার ভুল হবে না, তুমি সবাইকার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি জানো জেনেও আমার ভয় হবে না।

মহর্ষি: তাই না হয় করা যাবে। তোমার বড় হতে এখনো ত অনেক বছর বাকি। এখন বলো দেখি, ঐ কাঠবিড়ালীটা ওখানে বসে কি করছে?

বালিকা: কি করছে জানো? কি লক্ষ্মী আমার ঐ কাঠবিড়ালীটা, শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। গাছের গায়ে আঘাত লেগেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখে ওর আর স্বস্তি নেই। যেখানটায় ক্ষত হয়েছে তার পাশে বসে বেচারা নিজের জিব দিয়ে চেটে চেটে ক্ষাতস্থানটি সারিয়ে তোলবার জন্য চেষ্টা করছে। ও বেচারার ত হাত নেই, কিছু নেই। তবু দেখ কেমন করে ক্ষতটি সারাবার জন্য কত রকম করে চেষ্টা করছে। ও লক্ষ্মী নয়, গুরুদেব? বলো, তুমিই বলো? আঘাত দিয়েছে হরিণ, কিন্তু সেই আঘাতে ব্যথাটি দূর করবার জন্য কেমন করে প্রাণপণে কাঠবিড়ালীটা চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে যেন ও গাছটির কত আপন জন। ঠিক যেন মায়ের মত করে যত্ন করছে।

মহর্ষি: সত্যিই ত! এমনটি ত আর কখনো দেখি নি! ভাগ্যে তুমি আমাকে টেনে এনে দেখালে—নইলে ত নিজের চোখে এমনটি দেখতে পেতাম না। এখন আমি বুঝতে পারছি কেন তুমি ওই কাঠবিড়ালীটাকে এতখানি ভালোবাসো। তোমার ঐ কাঠবিড়ালীটি সত্যিই ভারি লক্ষ্মী, তা নইলে কি আর পরকে এতখানি আপন করে নিতে পারে। যাক, তবে আর গাছের জন্য ভাবনা কি? তোমার লক্ষ্মী কাঠবিড়ালী গাছের গা চেটে চেটে ঐ ক্ষতটুকু সারিয়ে দেবে। তবে, তুমি এখন খেলা করো গে মা, আমি এখন যাই। নইলে আবার ওরা রাগ করবে। ক্ষতটা একেবারে সেরে গেলে কিন্তু আমাকে জানিয়ে দিও। তারপরে দুজনে বসে ঠিক করা যাবে, কাঠবিড়ালীটাকে কি পুরস্কার দেওয়া যায়।

[মহর্ষি শিষ্যমণ্ডলীর কাছে ফিরে এলেন]

মহর্ষি: কি গো, তোমাদের কি সিদ্ধান্ত হল?

—কোনো সিদ্ধান্তই ত হল না গুরুদেব; যাঁর জন্য সাধনা, তাঁকে জানা হয়ে যাবার পরে আর যে কি করণীয় থাকতে পারে, তা ত আমরা ঠিক করতে পারলাম না।

—পারলে না? কিন্তু পারা উচিত ছিল। তাঁকে জানার পরেও কাজ নিশ্চয়ই থাকে। তোমার সাধনা সিদ্ধ হলেই ত সমস্ত হল না। তার পরেও করার বাকি থাকে যে কাজ তিনি চান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—গুরুদেব, আমরা জানি আমরা তাঁকে চাই। কিন্তু তিনি কি চান তা ত আমরা জানি না।

—এখনো জানো না; কিন্তু একদিন ত জানতে হবে। তার জন্য প্রস্তুতি ত এখন থেকেই থাকা চাই। তিনি কি চান, সেটা যদি জানতেই না চাও, তবে তোমরা তাঁকে ভালবাসবে কি করে? যার মধ্যে ভালো করে বাসা বাঁধা যায়, তাকেই ত বলে ভালোবাসা। তাঁকে ভালবাসতে হলে, তিনি কি চান—সেটুকু না জানলে চলবে কি করে?

—কি তিনি চান, গুরুদেব?

—তিনি চান পৃথিবীর মত কঠিন হও, পৃথিবীর মত সহজ, সরল, সর্বংসহ হও। পৃথিবীকে বর্জন কোরো না, পৃথিবীকে অর্জন করো।

—পৃথিবীর মত কঠিন—সে কেমন গুরুদেব?

—বুঝলে না? পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে চেয়ে দেখো। তার বুক জুড়ে চলেছে ধ্বংস, সৃষ্টির খেলা অনাদি অনন্ত কাল ধরে। কত মানুষ, কত পশুপক্ষী, কত বৃক্ষলতা, কত কীট পতঙ্গ নিয়ত জন্মাচ্ছে, নিয়ত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যে বুকে জাগছে জীবন, সেই বুকেই তার সমাপ্তি হচ্ছে মরণে। এমনি করে জীবন-মরণকে সহন করছে যে, বহন করছে যে, তার চেয়ে কঠিন আর কি আছে, বৎস? তিনি চান এমনি করে তোমরা কঠিন হও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মত সহজ সরলও থাক। লক্ষ্য করে দেখো, ক্লান্তি নেই, কুণ্ঠা নেই তার সহজ সরলতায়। বীজটুকু হাওয়ায় ভেসে এসে উড়ে পড়লো, আর অমনি জাগলো জীবন। সবুজে সবুজে মাঠ ভরে গেল। সৃষ্টি তার সহজ, প্রাণবন্ত। কার্পণ্য তার কোনোখানে নেই। তিনি চান, তোমরা এই পৃথিবীকে ধরে, পৃথিবীর মতই সর্বংসহা হয়ে থাকো। পৃথিবীকে বাদ দিয়ে, আপনকে নিয়ে তন্ময় হয়ে সৃষ্টি সংসার ভুলে থাকা—এ তিনি কখনো চান না বৎস।

—গুরুদেব, তোমার কথায় এতদিনে আমাদের মনের একটা ভুল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাঙ্গলো। তোমার কাছে কাছে এতদিনে থেকেও, তোমার কার্যকলাপ স্বচক্ষে দেখেও কেন যে এই কথাটি আমাদের বোঝার মত করে বোঝা হয় নি এইটাই আশ্চর্য। আমাদের এই আলোচনার মধ্যে ঐ ছোটো মেয়েটা তোমাকে যখন অনায়াসে এমন করে টেনে নিয়ে গেল, তখনো আমরা বিস্মিত হয়ে ভেবেছি এতখানি জোর ওর এলো কোথা থেকে। ওর তাগাদায়, তুমি ওর হাত ধরে সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে গেলে দেখে আমরা অবাক হয়ে ভাবছিলাম এমনটা কি করে হলো।

—ভেবে কিছু সিদ্ধান্ত করতে পেরেছো?

—নিষ্পাপ শিশু, অপাপবিদ্ধ, সরল সহজ বলেই বুঝি ওর এতখানি জোর?

—সেও তো গেল একদিকের কথা। একটা মজার জিনিস দেখাবে বলে ও আনন্দে ছুটে এলো। কিন্তু দেখলে ত কেমন করে তোমাদের এড়িয়ে গেল। তোমাদের পাণ্ডিত্যকে ও ভয়ে ভয়ে সম্ভ্রম দেখিয়ে গেল। কিন্তু আমার বেলায় সে সম্ভ্রম দেখালো না। শিশু হলেও ও কি আর জানে না যে, আমি যখন তোমাদের গুরুদেব, তখন আমি অবশ্যই তোমাদের চেয়ে বেশি পণ্ডিত। কিন্তু কই, আমার এ পাণ্ডিত্য, আমার এই জটাজূটধারী মূর্তি, এতটা বয়স সত্ত্বেও আমাকে আপন জন বলে তার খেলায় ডেকে নিয়ে নিতে ত ওর কোথাও এতটুকু বাধলো না। ও আমাকে নিজের খুশিতে অনায়াসে টেনে নিয়ে গেল নিজের সেই জোরে। কেমন করে এটা সম্ভব হল জিজ্ঞাসা করলে তোমরা বলবে—ও সরল শিশু, অপাপবিদ্ধ। কিন্তু তোমরা কি তা নও?

—আমাদের যে পাপ পুণ্যের সংস্কার রয়ে গেছে গুরুদেব!

—পাপ? পুণ্য? কার পাপ, কার পুণ্য? পাপও দেখে নি, পুণ্যও দেখো নি। এ সবই তোমাদের মনগড়া। এদের ত কোন অস্তিত্ব নেই বৎস, তোমাদের মনের বাইরে। ওর যা ভালো লেগেছে তাই আমাকে দেখাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও আমাকে নিয়ে গেল কাঠবিড়ালী কত লক্ষ্মী তাই দেখাতে। বৃক্ষের ডালে আঘাত দিয়ে ক্ষত করে হরিণ। সেই ক্ষত চেটে চেটে কাঠবিড়ালী কি রস পেয়েছে সে কাঠবিড়ালীই জানে। কাঠবিড়ালী নিজের স্বার্থে, নিছক রসের লোভে গাছের গায়ের ক্ষত চাটছে, আমি জানি। কিন্তু ওর চোখ দিয়ে ও যা দেখলো সে কাঠবিড়ালীর একটি মমতাময় মূর্তি: ও দেখলো গাছের গায়ের ক্ষতটি সারাবার জন্যই কাঠবিড়ালীর এই নিঃস্বার্থ অধ্যবসায়। এই দৃষ্টি ও কোথায় পেলো, বলতে পারো? এই দৃষ্টির মাধুর্যটুকুর লোভেই আমি আমাদের আলোচনার মাঝখানে ওর আহ্বানে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেছি। ওর মধ্যে এই দৃষ্টিটুকু আমাকে আকর্ষণ করলো।

তোমাদের ভগবান তোমাদের কাছে কি চান জানতে চেয়েছো। তিনি কেবল এই দৃষ্টিটুকুই চান তোমাদের কাছে। সংসারে লোভ আছে, স্বার্থচিন্তা আছে সন্দেহ নেই। তিনি চান সংসারের মন্দ দিকটা বাদ দিয়ে কেবল ভালো দিকটাই তোমরা দু চোখ ভরে দেখো। কেবল সেইটুকুই তোমরা সারা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করো।

তোমাদের দেহে তাঁর অধিষ্ঠান, তাঁর অধিষ্ঠান তোমার মনে। তুমি জানো বা না জানো, মানো বা না মানো, তিনি হাত পেতে বসে আছেন তোমাদের মুখের পানে অপলক নেত্রে চেয়ে। কেবল এইটুকুই সারাক্ষণ মনে রেখো যে তিনি আছেন বুকের মাঝে বসে। সজাগ হয়ে থেকো এই চেতনায়, যেন তোমার দেহ মনের কোনরূপ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত বিরূপতায় তিনি আহত না হন, ব্যথা না পান।

পৃথিবীকে বর্জন না করে যদি অর্জন করতে পারো, তখনি তুমি দেখবে, তাঁর পরমপ্রীতির পথটি তোমার জানা হয়ে গেছে এবং তারই মধ্য দিয়ে তুমি পৌঁছে গেছ তার মনের দ্বারপ্রান্তে।

—পৃথিবীতে বর্জন করবো না, সেটা বুঝেছি। কিন্তু অর্জন করবো কি করে, গুরুদেব?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—অর্জন করার একটি মাত্র পন্থাই ত আছে, বৎস। ভালবাসার মূল্য দিয়ে অর্জন করতে হয়। নিজের কাছে, নিজের মত করে গ্রহণ না করলে অর্জন করা হয় না। যেমন করে লোকে বিদ্যা অর্জন করে, অর্থ অর্জন করে, ঠিক তেমনি করে স্নেহ প্রীতি মমতা দিয়ে পৃথিবীকে তোমরা যদি অর্জন করে নিতে পারো, তা হলেই বৎস, তোমাদের সাধনা সফল ও সার্থক হবে।

১৭

* বনবাসী সাধু *

তপোবন সীমান্তে এসে উপনীত হলেন এক বনবাসী সাধু। আশ্রমিক শিষ্যগণ তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন।

—এই বুঝি মহর্ষি যাজ্ঞবল্কের পবিত্র তপোভূমি? বহু পথ পর্যটন করে এই পুণ্যভূমিতে এসে পেঁাচেছি। আজ আমি কৃতার্থ। তোমরা ভাগ্যবান, আমার অভিবাদন গ্রহণ করো।

—কে তুমি প্রভু? তোমার পরিচয় দাও। অনুগ্রহ করে এই আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করো।

—আমি নিজেই যে কৃতার্থ হয়েছি, বৎস। আমার পরিচয় দেবার মত কিছুই আমার নেই। আমি বনবাসী সাধু, আজ এই আশ্রমের অতিথি, এইমাত্র আমার পরিচয়।

—কিন্তু প্রভু, তোমার সাধনার বিবরণ আমরা ত কিছু জানি না। বহুক্ষণ ধরে তোমাকে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট থাকতে দেখেছি। কিন্তু এতক্ষণের মধ্যে তোমাকে ধ্যান করতে দেখি নি, জপ করতে দেখি নি, যাগযজ্ঞ পূজা উপাসনা কিছুই করতে দেখি নি। আমাদের কৌতূহল মার্জনা কোরো, প্রভু। তোমার সাধনার বিবরণ একটু যদি বলো তাহলে আমাদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—আমি ত যা কিছু সাধনার নাম করলে, তার কোনোটাই করি না বৎস।

—তবে বুঝি তুমি যোগী?

—না, বৎস, কাকে যে তোমরা যোগ বল, তাও তো আমি জানি না।

—কিছুই করো না? তবে, কেমন তোমার সাধনা? যদি গোপনীয় কিছু হয়, কিছুই আমরা জানতে চাই না।

—গোপনের ত কিছুই নেই। এই যে চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে দেখি, এই ত আমার সাধনা। এ ছাড়া আর কোনরকম সাধনাই ত আমি জানি না।

—কি দেখো চেয়ে চেয়ে। এ আমার কেমনতর সাধনা? এমন কথা ত আর কখনো শুনি নি।

—কি দেখি? এই যা কিছু চোখে পড়ে সমস্ত কিছুই চোখ ভরে দেখি। দেখি আকাশ সাগর নদী বৃক্ষলতা, দেখি সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র, দেখি মেঘ বৃষ্টি রৌদ্র জ্যোৎস্নার খেলা। দেখি পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, স্থাবরজঙ্গম—যা যেখানে আছে। দেখি অরণ্য পর্বত, বন উপবন। তার মাঝখানে দেখি তোমাদের বহুবিচিত্র রূপ। যা কিছু চোখে পড়ে অবাক হয়ে তাই দেখি।

—সে দেখাকে ত আর সাধনা বলে না। ধ্যান জপ ত সবাই চোখ বুজেই করে বলে আমরা জানি।

—তাই না কি? কই আমাকে ত কেউ তেমন করে সাধনা করতে বলে নি। তবে বোধ করি, আমি যা করি তাকে সাধনাই বলা যায় না। তোমাদের কথা ত আর মিথ্যা হতে পারে না। মহর্ষি যাজ্ঞ্যবন্ধের দেব সান্নিধ্যে, তাঁর আশ্রয়ে তোমরা আছো। তোমাদের বাক্য ত ভ্রান্ত। তোমাদের আতিথ্য যখন পেয়েছি সাধনার সংকেত তোমাদের কাছেই শিখে নেবো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—আমাদের কাছে আবার তুমি কি শিখবে? আমরা যাঁর সেবক, শিখবে তাঁর কাছে।

—সে কথা বোলো না। যদি আমার সাধনা ভুল হয়, তোমরাই বা আমাকে কৃপা করে শেখাবে না কেন? আমি এই যে চেয়ে চেয়ে দেখি, তাতেই মনে করি সাধনা করা হচ্ছে। সেটা যে ভুল তোমরাই বা আমাকে বুঝিয়ে দেবে না কেন?

—দেখে ত সবাই। চোখ থাকলেই দেখার কাজটি হয়ে যায়। তাতেই কি আর সাধনা হয়? লোকে বলে নিরালায় বসে চোখ বুজে একাগ্রভাবে ধ্যানজপ না করলে মন স্থির হয় না। বাইরের জগৎ থেকে মনকে আর দৃষ্টিকে সরিয়ে নিজের অন্তরের মধ্যে আকর্ষণ করতে হয়। খোলা চোখের সামনে বহু বিচিত্র সৃষ্টির বিভিন্ন রূপ যদি ক্রমাগত দোলা দেয়, তাহলে একাগ্রতা আসবে কি করে?

—ঠিক বলেছ, এই সহজ কথাটা কেন যে এতদিন আমার মনে হয় নি। চোখ বুজেই ত আত্মচিন্তা করতে হয়; শাস্ত্রে যেন এই রকমই লেখা আছে। কিন্তু বহুদিনের বদভ্যাসে আমার এমন দশা হয়েছে যে চোখ বুজলেই কেবল অন্ধকার দেখি। চোখ বুজে কিছুই দেখতে পাই না। গোড়ায় গোড়ায় বহু চেষ্টা করে দেখেছি। এমনি করে নিরালায় চোখ বুজে বসতে গেলেই আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। ভগবান সর্বান্তর্যামী কি না, তাই তিনি আমাকে গোড়া থেকেই ও পথে যেতে দেন নি। এইবার তোমাদের কাছে তোমাদের আশ্রয়ে এসেছি। দেখি, যদি আমার সেই বদভ্যাস বদলায়।

—এমনি সৃষ্টিছাড়া সাধনা নিয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দিলে? তুমি কি উন্মাদ না কি? ধৃষ্টতা মার্জনা করো প্রভু! আমরা আশ্রম বালক, সাধনার কিছুই জানি না। তুমি আমাদের অতিথি, দেবতার মত। মনে হয়, তোমার বয়েস অনেক হয়েছে। কৃপা করে যদি বলো কত তোমার বয়স?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—উন্মাদ আমাকে সবাই বলে, বৎস। ও আর নতুন কথা কি? অনেকে বলেছে, তোমরাও বলছো। সবাইকার কথা ত আর ভুল হতে পারে না। শুনে শুনে আমারও বিশ্বাস হয়েছে যে আমি উন্মাদ। কিন্তু বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করে যে বড়ই বিপদে ফেলেছো। আমার বয়েস যে কত তা আমি অনুমান করেও বলতে পারবো না। ক্ষণকালও হতে পারে, অনন্তকালও হতে পারে। দশ-বিশও হতে পারে, আবার কয়েক শতাব্দীও হতে পারে। আসলে এ বিষয়ে আমি কখনো ত ভেবে দেখি নি, তাই কিছু একটা বলতে গেলেই হয়তো কথাটা মিথ্যা হয়ে যাবে। সারা জীবন চোখ চেয়ে চেয়ে কেবল দেখেছি, কোথা দিয়ে দিন এসেছে, রাত এসেছে, কোন সংবাদই রাখি নি, স্থান কালের কোন হিসাবই জানা হয় নি। কিন্তু কি হবে আমার কথা শুনে। তোমরা কৃপা করে আমাকে মহর্ষির সান্নিধ্যে নিয়ে চলো। তাঁর চরণ দর্শন করে আমি ধন্য হই। মহর্ষিকে বলো যে এক উন্মাদ, বনবাসী সাধু তাঁর প্রণিপাত জানাতে এসেছে।

[মহর্ষি স্বয়ং প্রবেশ করলেন। অতিথিকে অতি স্নেহভরে আলিঙ্গন করে বললেন:]

তোমার আগমনে আজ ধন্য হল আমার তপোবন, তোমার স্পর্শে পবিত্র হল আমার দেহ। বৎসগণ, তোমরা এঁর চরণপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করো।

[বনবাসী সাধু স্থিরভাবে সকলের প্রণিপাত গ্রহণ করে, কোমল মৃদুস্বরে বললেন:]

তোমার এমন রূপ ত আর কখনো দেখি নি। অপরূপ অনুপম, তোমার রূপের সীমা নেই। যে রূপেই দেখা দাও, মনে হয় যেন তার তুলনা নেই। রূপে রূপে এমনি করে ভুলে থাকি বলেই ত আমার মন স্থির করে সাধনা করা হয় না। দেখার নেশায় এমন উন্মাদ হয়ে আছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্যগণ : গুরুদেব, সত্যিই কি ইনি উন্মাদ? ওঁকে দেখে আমরা উন্মাদ বলেই সাব্যস্ত করেছিলাম। উনি নিজেও বলেন যে উনি উন্মাদ।

মহর্ষি : কাকে উন্মাদ বলে সাব্যস্ত করেছিলে?

শিষ্য : উনি যে বলেন, কেবল চেয়ে চেয়ে দেখাই ওঁর সাধনা। পূজা, ধ্যান, জপ, যজ্ঞ, মন্ত্র কিছুই জানেন না, কেবল চোখ মেলে চেয়ে থাকাই বলেন ওঁর সাধনা।

মহর্ষি : উন্মাদই বটে! আচ্ছা, চুপ করে শোন দেখি ওঁর কথা। তা হলেই বুঝবে কেমন উন্মাদ। বলো ত বনবাসী সাধু, কেন তুমি নিজেকে উন্মাদ বলো?

বনবাসী সাধু : সকলেই বলে, আমিও বলি। কথাটা ত আর মিথ্যা নয়।

মহর্ষি : আচ্ছা, এবার বলো ত তুমি ধ্যান জপ যাগ যজ্ঞ করো না কেন?

বনবাসী : কখনো ত ও সবের কথা মনে হয় নি, প্রভু। চোখ বুজে কিছুই যে দেখতে পাই না। যারা চোখ বুজে দেখতে পায় তারাই ত সাধনা করে। আমি ত আর সাধনার কিছু জানি না।

মহর্ষি : কি হয় তোমার দেখে?

বনবাসী : দেখে আর কি হবে প্রভু। কেবল দেখাই হয়।

মহর্ষি : কি দেখো সেটাও একটু বলো।

বনবাসী : অনন্ত ভাবে রূপে রূপে তিনি রয়েছেন আমাকে ঘিরে আমার চোখের সামনে। সব নিয়ে, সব জুড়ে, সব হয়ে তিনি রয়েছেন। চোখ ফেরাবার অবসর পাই না। পলক ফেলতে প্রাণ চায় না। চোখ বুজবো কেমন করে? পাছে দেখার এতটুকু ব্যাঘাত হয়, পাছে একটু আড়াল দিয়ে কোন দেখাটি সম্পূর্ণ না হয়, তাই ভয়ে ভয়ে থাকি। সে বিরহ আমি সইব কেমন করে? সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে, সমস্ত প্রাণ, সারা অন্তর জুড়ে যিনি রয়েছেন, তাঁর দিক থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন প্রাণে, কেমন করে চোখ ফিরিয়ে রাখা যায় তাই যে আমি ভেবে পাই না। যতক্ষণ চোখ বুজে অন্ধকারের মাঝে তাঁকে হাতড়ে বেড়াবো, ততক্ষণ ধরে যে আমার মুখের পানে চেয়ে চোখের সামনে তিনি অদৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন—সেটা সইবো কেমন করে? যেখানে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু হয়ে দিক দিগন্ত জুড়ে তিনি রইলেন, তবু আমি কি করে চোখ ফিরিয়ে থাকবো, তা ত জানি না। এবার অনেক পথ ঘুরে, গুরুদেব, তোমার দ্বারপ্রান্তে এসে পড়েছি। তুমি যদি কৃপা করে আমাকে সাধনার পথ দেখিয়ে দাও, আর একবার চেষ্টা করে দেখি যদি সত্যিসত্যি সাধক হতে পারি।

মহর্ষি ঃ সেই জন্যেই ত বলেছি, তোমার আগমনে আমার আশ্রম ধন্য হল, তোমার স্পর্শে আমার দেহ পবিত্র হল। তোমরা শুনলে বৎস, তোমাদের উন্মাদের কথা? ঈশ্বরপ্রাপ্ত সাধকের যে কয়টি অবস্থার কথা তোমরা জান—সে আর কয়টি বৎস? তার বাইরে, সমস্ত হিসাবের বাইরে কত অসংখ্য, অজ্ঞাত, আশ্চর্য, অসাধারণ অবস্থার কতটুকুই বা কার জানা আছে। যার কাছে যে ভাবে তিনি ধরা দেন, সে তাঁকে সেই ভাবেই দেখে। সেই দেখাতেই তার চরম সার্থকতা। যে ভাবে তাঁকে পেয়ে, তাঁকে নিয়ে, যার যতটুকু সাধ মেটে, সেই ভাবেই হয় তার সাধনা। তিনি যাকে যে ভাবে খুশি করেন, সেই তার সাধনা। গ্রন্থের গ্রন্থিতে সেই অনন্তের কতটুকুই বা কে বেঁধে রাখতে পেরেছে?

বনবাসী ঃ তবে ত আমার সাধনা আর কোন দিনই হবে না, গুরুদেব। ধরাও তিনি দেন নি, সাধও আমার মেটে নি। আমি ত কেবল চেয়ে চেয়ে দেখি, আর দেখতে দেখতে সব কিছু ভুলে যাই। দেখে যে আমার কি হয়, তাও জানি না; না দেখেও থাকতে পারি না। সাধুদের মুখে শুনি ব্রহ্মানন্দের কথা; কিন্তু কই, আমি তার কিছুমাত্র আভাস পাই না। গুরুদেব, তোমার এই শিশুসন্তানগুলি যা জানে, তাও ত আমার জানা হয় নি। এবার যখন পথ খুঁজে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুঁজে শেষ পর্যন্ত তোমার কাছে এসে পড়েছি, তোমার এই শিশুসন্তানদের মধ্যে আমাকেও স্থান দিতে হবে। তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও কেমন করে সাধনা করলে চোখ বুজেও তাঁকে দেখা যায়।

মহর্ষি: তাই হবে। চোখ বুজে কখনো ত দেখতে চাও নি। এইবার দেখো দেখি চোখ বুজে: বাইরে যা দেখো, অন্তরেও তাই দেখবে।

বনবাসী: যাজ্ঞবল্কের আশীর্বাদ অমোঘ। এবার তুমি যখন আমাকে আশ্রয় দিয়েছ, আর আমার ভাবনা নেই।

১৮

* তপোবন কন্যা *

একমাত্র যজ্ঞই যাঁর বল্কল স্বরূপ, সেই মহর্ষির তপোবন। নিরন্তর তপস্যার সৌরভ সেখানকার আকাশে বাতাসে পরিব্যপ্ত। পূজা, যজ্ঞ, হোম, উপাসনা, ব্রত, কীর্তন সেখানকার একমাত্র উপজীব্য। সমস্ত আশ্রমবাসীগণের দিবারাত্রির ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা, প্রচেষ্টা যাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, তিনি ভগবান যাজ্ঞবল্ক। ছোট, বড় সবাইকার মাঝখানে, সব কিছুর সঙ্গে তিনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছেন।

এই তপোবনের ছোট একটি আশ্রমবালিকার মনে সাধ হল, বড়দের মত সেও করবে নিজস্ব যজ্ঞের আয়োজন। হোমের জন্য নিরালা নির্জন একটি স্থান নিকটের বনভূমিতে আবিষ্কার করে সে পরম পুলকিত হয়ে সে তার যজ্ঞের খেলায় মেতে গেল। চারিদিকে অরণ্য; ধারে কাছে কোথাও জনপ্রাণী নেই। কেউ জানবে না, কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না—তবে না একা একা যজ্ঞ করার মজা। মনের আনন্দে সে তার আয়োজনে লেগে গেল। শুষ্ক পাতালতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঠকুটোর অভাব ত নেই। কুড়িয়ে বাড়িয়ে সেগুলি একত্র করে জড়ো করা কি আর কঠিন কাজ। তারপরে একটু আগুন জ্বেলে হোমাগ্নির রচনা করলেই ত হল। যত খুশি যজ্ঞ করো, হোম করো, যতখুশি মনের সাধ মিটিয়ে আহুতি দাও। কেউ বাধা দেবে না, বিধিনির্দেশ বলবে না, বারণ করবার কেউ কোথাও নেই।

মহা উৎসাহে সে আয়োজন শুরু করে দিল। নিজের যজ্ঞ সে নিজেই করবে, নিজেই আহুতি দেবে—এ কথা মনে হলেই সমস্ত মনপ্রাণ পুলকিত হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণের চেষ্টাতেই লতাপাতার স্তূপ হল জড়ো, আগুনের শিখা জ্বলে উঠলো। মেয়েটি খুশি হয়ে উঠলো সেই লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে।

কিন্তু মুশকিল হল, আগুনের চেয়ে ধোঁয়া হয় বেশি। ঠিক মনের মত করে আগুন যেন জ্বলতেই চায় না। কেন এমন হল ভাবতে গিয়ে মনে হল—"তাই ত, আসল বস্তুটিই যে আনা হয় নি, ঘৃতাহুতি দিলেই আগুনকে ঠিক মত জ্বলতে হবে। আশ্রমের হোমকুণ্ডে যেমন করে আগুন জ্বলে, ঠিক তেমনি করে আমার হোমের আগুন জ্বলবে না কেন?" আগুনের দিকে তর্জনী নেড়ে সে আত্মগতভাবে বললো—"বুঝেছি তুমি কি চাও। হবি চাই—এই ত। দাঁড়াও করছি তার ব্যবস্থা: যাবো আর আসবো। হবির অভাবে যে আমার যজ্ঞ সম্পুর্ণ হবে না—তা আমি হতে দিচ্ছি না।"

যেমন মনে হওয়া, তেমনি কাজ। চঞ্চলা হরিণীর মত ক্ষিপ্র লঘুপদে ফিরে গেল সে আশ্রমে। তার ছোট হাত দুখানি ভরে, এ কুটীর ও কুটীর খুঁজে ভারে ভারে সংগ্রহ করতে লাগলো যজ্ঞের যাবতীয় উপকরণ—ঘৃত, চন্দন, তীর্থবারি, ধূপ, ধুনা, গন্ধদ্রব্য, আর যা কিছু লাগে যজ্ঞে। কতবার করে ছুটে ছুটে যায় আর যতটুকু পারে আহরণ করে নিয়ে আসে। আবার মনে পড়ে যায়, কর্পূর আনা হয় নি, পুষ্প আনা হয় নি, আম্রপল্লব আনা হয় নি। দ্রুত পদে আবার ফিরে যায়, দুটি হাত ভরে খুঁজে পেতে সংগ্রহ করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনে নব নব পূজার উপকরণ। সমস্ত তৎপরতার মধ্যে প্রধান হয়ে থাকে এই চিন্তাটি, কেউ যেন জানতে না পারে তার গতিবিধির সংবাদ। জানাজানি হয়ে গেলে আর নিজস্ব যজ্ঞের মজাটি রইলো কোথায়? তখন ত সবাই ভীড় করে এসে যাবে, নানারকমের অবাঞ্ছিত প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হবে: কেন যজ্ঞ, কিসের যজ্ঞ কে দিয়েছে এই যজ্ঞের নির্দেশ? কোথা থেকে এলো এই সব দ্রব্যসম্ভার? তপোবন ছেড়ে অরণ্যের মাঝখানে আবার যজ্ঞ কিসের? এতটুকু বালিকার এ কেমন আচরণ, এত গোপনতাই বা কেন?

পৃথিবীতে একটি মাত্র মানুষ, যাঁকে বিনা দ্বিধায়, অনায়াসে নিজের মনের গোপন ইচ্ছাটি জানিয়ে অনুমতি চেয়ে নেওয়া যেতো— তিনি গুরুদেব। একটুখানি আড়ালে ডেকে নিয়ে একবার বললেই তিনি খুশি হয়ে সম্পতি দিতেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সুযোগ আর পাওয়া গেল কোথায়? সেই উদ্দেশ্য নিয়ে কয়েকবারই সে ত দ্বারপ্রান্ত থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। যখনই গেছে, দেখেছে তাঁর চারিপাশে বয়স্ক শিষ্য শিষ্যারা ব্যূহ রচনা করে রেখেছে। তাঁকে আড়ালে ডেকে একটু কথা বলবার অবসর তার মেলে নি। সেজন্য যে খুব বেশি কিছু ক্ষতি হয়েছে, তা অবশ্য নয়, কারণ গুরুদেব অন্তর্যামী ভগবান, সবাইকার সমস্ত মনের কথা তিনি টের পান, তাঁর অজানা ত কিছুই নেই। কিছু না বললেও তিনি নিজের মনে সব কিছু জানেন। তার এতবড় খবরটা কি আর তিনি জানেন না? হোমাগ্নির আয়োজন হতে না হতেই অগ্নিদেবতা নিজেই সে সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়েছে। সে দিক দিয়ে ভাবনার কিছুই নেই। তাঁকে জানাবার ইচ্ছাটি যে মুহূর্তে মনে এসেছে, সেই মুহূর্তেই তিনি তার মনের কথা জেনে নিয়েছেন।

কিন্তু যাদের নিয়ে ভাবনা, সেই আশ্রমবাসীগণ যে যার নিজের নিজের কর্মব্যস্ততার ফাঁকেও মনে মনে কৌতূহল বোধ করলো বালিকার নিরন্তর আসা যাওয়ায়। এই আসে, এই যায়। কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা রহস্য এর মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। তপোবনের সীমান্ত পেরিয়ে বনের পথ ধরে এতটুকু মেয়ে যায় কোথায়। কিছুক্ষণের ব্যবধানে বারে বারে, এমন করে সন্তর্পণে, সবাইকার দৃষ্টি এড়িয়ে, যাতায়াত করেই বা কেন? কিন্তু তাদের সেই কৌতূহলের সৃষ্টি লক্ষ্য করবার অবসর নেই বালিকাটির। তার একমাত্র ভাবনা, তার অনুপস্থিতির সুযোগে হোমাগ্নির শিখা নিভে না যায়। তাছাড়া, একা একা এতবড় একটা ব্যাপারের আয়োজনও ত বড় সহজ ব্যাপার নয়।

গোপনতা আর শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা গেল না। দুটি একটি কৌতূহলী নরনারী তার গতিবিধি লক্ষ্য করে, দূর থেকে তাকে অনুসরণ করে বনের মধ্যে দেখলো, সেখানে লেলিহান শিখায় যজ্ঞের আগুন জ্বলছে আর তারই পাশে হোতার আসনে বসে মেয়েটি একাগ্র পূজায় তন্ময় হয়ে ছোট ছোট দুটি হাতে আহুতির পরে আহুতি দিয়ে যাচ্ছে। ঘন বনের আড়াল থেকে শত নয়নের দৃষ্টি পরম বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করে এই অভূতপূর্ব আত্মবিস্মৃতির দৃশ্য। কারোর মুখে কোন কথা নেই। বালিকার নিস্পন্দ দেহে বাহ্যজ্ঞানের কোন চিহ্ন নেই, পারিপার্শ্বিকের চেতনা নেই। কেবল যন্ত্রের মত করে তার ছোট দুটি বাহু আহুতির পরে আহুতি দিয়ে যাচ্ছে। তার চারিদিকে এত যে লোকের সমাগম হয়েছে, সে তার কিছুই জানে না।

আশ্রমের সকল অধিবাসীর অন্তর্যামী যিনি, সেই ভগবান যাজ্ঞ্যবল্ক পরিভ্রমণের ছলে সেখানে এসে উপনীত হলেন। যজ্ঞস্থলে তাঁর উপস্থিতির খবর সেই পূজারতা, আত্মসমাহিতা মেয়েটি ছাড়া আর সকলেই জানলো। কিন্তু মেয়েটি তখনো বেদমন্ত্রের অনুকরণে, অর্থহীন বাক্যসমষ্টি নিজের মনে, হয়তো বা নিজের অজ্ঞাতসারে উচ্চারণ করে যাচ্ছে আর অঞ্জলি ভরে হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই দিয়ে যাচ্ছে আহুতি। আবার তার ফাঁকে ফাঁকে, কাল্পনিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্রোচ্চারণের মাঝখানে, নিবিষ্ট মনে কি জানি কিসের ধ্যানে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছে। দৃষ্টি যেন তার কোন সুদূরের পানে নিবদ্ধ। সম্মুখের লেলিহান অগ্নিশিখাকে অতিক্রম করে, চারিদিকের বৃক্ষশ্রেণীকে ভেদ করে, দিগন্তবিস্তৃত আকাশকে পিছনে ফেলে তার একাগ্র দৃষ্টি তলিয়ে গেছে যেন কোন সীমাহীন, কূলহীন, উদ্দেশহীন অলক্ষ্যের রহস্যময় অলক্ষ্যে।

যজ্ঞস্থলের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মহর্ষি মধুর স্বরে প্রশ্ন করলেন—"কিসের এই যজ্ঞ, বৎসে?"

সুপ্তোত্থিতের মত মেয়েটি উত্তর দিল—"বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানের যজ্ঞ করছি, গুরুদেব।"

মহর্ষি জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায় তিনি, বৎসে?"

বালিকা নিশ্চিত প্রতীতির স্বরে উত্তর দিল—"এই ত এখানেই তিনি।" এই প্রশ্নোত্তরের মাঝে কি যে হল তা কেউ জানে না, মহর্ষির সৌম্য মুখমণ্ডলে অপরূপ দীপ্তি ফুটে উঠলো। তাঁর দৃষ্টিতে অকস্মাৎ ঘটে গেল কি এক আশ্চর্য, অলৌকিক রূপান্তর। কিছুক্ষণ পর্যন্ত স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকে মহর্ষি স্মিত হাস্যে বললেন—"এইবার নিবেদন করো তোমার অর্ঘ্যঃ অঞ্জলি ভরে তোমার আহুতি দাও।"

মধুর উদাত্ত কণ্ঠে, দুটি হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে মহর্ষি বললেন—"হে বিশ্ববিধাতৃ, বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান, আমি যাজ্ঞবল্ক্য তোমাকে আদেশ করছি, তুমি হও এই যজ্ঞস্থলে প্রকাশ। গ্রহণ করো এই বালিকার আহুতির অর্ঘ্য।"

তপোবন স্তব্ধ, আকাশ বাতাস নিস্পন্দ হয়ে গেল। স্তব্ধ নরনারী, স্তব্ধ যজ্ঞস্থলের অগ্নিশিখা। যজ্ঞস্থল জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলোঃ সারা আকাশ হয়ে উঠলো জ্যোতির্ময়। অরণ্যের শাখায় শাখায়, তৃণে তৃণে, পাতায় পাতায় ফুটে উঠলো আশ্চর্য এক জ্যোতিসমুদ্র! আচ্ছন্নের মত পূজারতা মেয়েটি যেন কোন অদৃশ্য পরমসত্তার চরণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাথা লুটিয়ে বলে উঠলো: "পুষ্প কই, চন্দন কই? পায়ে দিয়ে পূজা করবো—পুষ্প চন্দন কই?"

সহসা আকাশপথে ঝরে পড়লো পুষ্পরাশি সচন্দন মাল্য। বালিকার খেলার পূজা সার্থকতায় ভরে উঠলো।

মহর্ষি বললেন—"প্রসাদী পুষ্পের মালা, আমাকে দাও, বৎসে।"

বালিকা কৃতাঞ্জলি হয়ে মহর্ষির শিরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করলো।

১৯

* ধ্যানের সঙ্কেত *

—গুরুদেব, আমাকে তুমি দিয়েছো ধ্যানের নির্দেশ। নিয়মিত আসনে গিয়ে বসি। কিন্তু মনস্থির যে কিছুতেই করতে পারি না। চঞ্চল মন নিজের খেয়ালে যেখানে সেখানে ছুটে চলে যায়। ধ্যানের সুরটি যেন কিছুতেই বাজে না। যাঁকে নিয়ে আমার ধ্যান, তাঁকেই যে মনে রাখতে পারি না। যতবার মনের মধ্যে ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনি, ততবারই দেখি কোন ফাঁকে সে আমার মন থেকে কোথায় সরে গেছে। তবে আমার ধ্যান হবে কি করে?

—তোমার নিজের মনে যে তুমি তাঁকে আনতে চাও, বৎসে। তাই তাঁকে সেখানে ধরে রাখতে পারো না। তোমার এই এতটুকু মনে সে অধরকে যে ধরে না। তাই ত তুমি তাঁর নাগাল পাও না। তোমার মধ্যে তাঁকে বসাতে চাও, তোমার চোখ দিয়ে তুমি তাঁকে দেখতে চাও, তোমার মনের শক্তি দিয়ে তাঁকে ধারণ করবার চেষ্টা করো বলেই বারে বারে তোমার এই অসম্ভব প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়।

—কিন্তু গুরুদেব, নিজের মনঃসংযোগের দ্বারাই ত একাগ্রতা আসে। সেই একাগ্রতার ফলেই ত ধ্যান সফল হয়।

—একাগ্রতার অর্থ তুমি ভুল বুঝেছ বৎস। ছড়ানো চিন্তাগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একসঙ্গে জড়ো করে একটি কেন্দ্রে স্থাপন করা ত সহজসাধ্য নয় বৎস। সেই ব্যর্থ প্রচেষ্টায় প্রয়োজন কি? একমাত্র যিনি ধ্যানের ধন তিনি রয়েছেন তোমার অগ্রে—এই বোধটি হল একাগ্রতা। সেই একমাত্র পরম বস্তুকে নিজের অগ্রে স্থাপন করলেই হয়।

—আর একটু বুঝিয়ে বলুন, গুরুদেব।

—ধ্যানের আসনে বসে, নিজের মনে তাঁকে বসাতে চেয়ো না। তিনি তোমার সামনে রয়েছেন, পিছনে রয়েছেন, চারিদিক দিয়ে বেষ্টন করে রয়েছেন, এইটি মনে রাখলেই হয়। তুমি তাঁকে দেখতে চাইবে কেন? তিনিই ত তোমাকে দেখছেন, আলো হয়ে, আকাশ হয়ে তোমার পানে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন। তোমার মুখে, তোমার চোখে, তোমার সারা দেহে, সমগ্র অস্তিত্বে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর সর্বগ্রাসী দৃষ্টি, তাঁর সর্বব্যাপী মন। সেই দৃষ্টির আলোয়, সেই মহামনের আলিঙ্গনে তুমি রয়েছ এই বোধটি জাগিয়ে রাখলেই দেখবে তোমার আর করণীয় কিছু নেই। তাঁর মনে প্রবেশ করবার পথটি যদি এই ভাবে একবার পেয়ে যাও, তখন দেখবে কেমন করে তিনি তোমার অগ্রে অধিষ্ঠিত হয়ে তোমার একাগ্রতার পথ খুলে দেন।

—এই কি সাধনার একমাত্র সংকেত, গুরুদেব?

—এই সংকেত। নিজের চেষ্টা, নিজের ইচ্ছা, নিজের প্রয়াসে তাঁকে নিজের মনে স্থাপন করা কি কখনো যায় বৎস! যতক্ষণ চেষ্টা থাকে, আমি দেখবো, আমি জানবো, আমি অনুভব করবো ততক্ষণ ধ্যানের নামে কেবল নিজের মন ভোলানোর পালা চলবে। প্রাথমিক স্তরে এরও হয়তো প্রয়োজন আছে। কিন্তু ধ্যানের গভীরে ডুব দিতে হলে, নিজের এই ব্যক্তিগত ইচ্ছাটিকে ও প্রয়াসটিকে ত্যাগ করতে হবে। নিজেকে বিনা সর্তে, বিনা দ্বিধায় তাঁর চোখের সামনে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। বিনা চাওয়ায় তাঁর কোলে, তাঁর বুকে, তাঁর আলিঙ্গনে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। মনের মধ্যে চিন্তা আসে আসুক, বিক্ষোভ ঘটে ঘটুক, প্রার্থিত অপ্রার্থিত যে কোন ভাবান্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, হোক। সবকিছু মানসিক অবস্থা নিয়েই আমি বসে আছি তাঁর সদাজাগ্রত বিশাল দৃষ্টির সামনে। খণ্ড খণ্ড বিভিন্ন চিন্তাগুলি তাঁর হাতে আমি তুলে দিলাম, এদের নিয়ে আমার আর কিসের দুশ্চিন্তা? এই ভাবটি মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখলেই দেখবে কেমন করে তিনি ধরা দেন।

চোখের সামনে ঐ দেখ না, তীরের কাছে সাগরের স্রোতগুলি খণ্ড খণ্ড সহস্র রূপ পরিগ্রহণ করছে। কিন্তু সাধনা যে তাদের মিলিয়ে যাওয়ার। তার জন্ম নিয়েই তারা কলকল্লোলে বলে ওঠে—"এই বীচিভঙ্গের খণ্ডরূপ আমাদের নয়, এই ক্ষুদ্র, বিকৃত মূর্তি আমাদের নয়। সাগরের অসীমে আমাদের স্থান, সাগরের রূপই আমাদের রূপ। সেই অখণ্ড অনন্তে আমরা একাকার হয়ে মিলিয়ে যেতে চাই।" বলতে বলতেই তারা চক্ষের নিমেষে সাগরের জলে একাকার হয়ে মিলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। খণ্ডরূপ ছেড়ে তারা ক্ষণিকের মধ্যেই মহাসাগরে একাকার হয়ে যায়। পৃথক সত্তা আর তাদের থাকে না।

এমনি করে বৎস, যদি তোমার সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি, সমস্ত চঞ্চলতার খণ্ডরূপ, বিক্ষোভের তরঙ্গ নিয়েই তাঁর দৃষ্টির সামনে নিজেকে মেলে দিয়ে, তাঁর মধ্যে মিলিয়ে যেতে পারো, তখন দেখবে মনের এই অবাঞ্ছিত চঞ্চলতা, বীচিভঙ্গের চঞ্চলতার মত করে, তরঙ্গে তরঙ্গে মিলিয়ে একাকার হয়ে যাবে তাঁর মহামনে। খণ্ডিত সত্তার এই বিক্ষুব্ধ কম্পনের আর তখন অস্তিত্ব মাত্র থাকবে না। নিস্তরঙ্গ আত্ম-সমর্পণের সাধনা তোমার ধ্যানময় হয়ে উঠবে। যে চিন্তাগুলির অত্যাচারে তুমি বিভ্রান্ত, তারা তোমার খণ্ডিত মনের সৃষ্টি। তাদেরও সাধনা সেই একের সীমাহীন অস্তিত্বে মিলিয়ে যাওয়ায়। হারিয়ে, মিলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মধ্যেই আছে তাদের পরম সার্থকতা। সমুদ্রের জলরাশির সঙ্গে তরঙ্গের যেমন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, ছোট ছোট ভাঙা ভাঙা ঢেউগুলিও যেমন সমুদ্রের অন্তর্গত, ঠিক তেমনি তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত কিছু চিন্তার তরঙ্গও যে তাঁরই মধ্যে উদ্ভূত হয়ে তাঁতেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে, এইটি বোধে রাখলে তাঁর বুকে আশ্রয় নেওয়া সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। তখন আর সেই অনন্তকে নিজের সীমার মধ্যে ধারণ করবার ব্যর্থ প্রয়াস প্রয়োজন হয় না। সত্যিকারের যোগযুক্ত ধ্যান তখনই হয়। একাগ্রতা তখনই হয় যখন সেই একের অগ্রে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে দেওয়া হয়।

২০

* একদিন, আর একদিন *

—একদিন—

—গুরুদেব, আমার সাধনা সফল হয়েছে। তোমারই কৃপায় আমি আজ পেয়েছি, ধন্য হয়েছি।

—কি পেয়েছো, বৎস ?

—দিনের পর দিন যার প্রত্যাশায় পথ চেয়েছিলাম। আমি দেখেছি অপরূপ জ্যোতির্ময় প্রকাশ আমার ধ্যানের মাঝে। ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না, সে অনুপম।

—দেখেছো ? কিন্তু তাতে তোমার কি হল, বৎস ?

—কিছু হল না ?

—কেবল আলোই দেখলে ? অন্ধকার দেখলে না ? একটি ছাড়া ত আর একটি থাকে না। তিনি কি কেবল আলো, অন্ধকারও কি তিনি নন ?

—অন্ধকারও তিনি ?

—হ্যাঁ বৎস। অন্ধকারও যে তাঁরই রূপ : সেই অন্ধকারের বুক জুড়েই আলোর প্রকাশ—তাকে বাদ দিয়ে ত নয়। তা ছাড়া বলো দেখি, সেই আলো কি তোমার চোখে নতুন কোন দৃষ্টি এনে দিয়েছে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তা করে দেখো সেই জ্যোতির্ময়ের আভাস এখনো কি তোমার চোখের দেখায় রয়ে গেছে? সেই আলো দেখার ফলে পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতের রূপ কি তোমার চোখে অণুমাত্রও বদলে গেছে? তাই যদি না হল, তা হলে আলো দেখে তোমার কি লাভ হল?

—চিরদিনের জগতে কিছুই ত বদলে যায় নি, গুরুদেব। যতক্ষণ ধ্যানে ডুবে ছিলাম, দেখেছি সেই অনুপম জ্যোতি। এখন খোলা চোখে সেই জ্যোতি ত আর দেখি না। এখন ত ফিরে এসেছি আমার পরিচিত জগতে। এখন তবে আমি কি করবো?

—সাধনা করো বৎস। আর কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না। সাধনা যখন সফল হবে, নিজেই তা বুঝতে পারবে। তোমার দেখা আলো যখন অন্ধকারের বুকে প্রতিফলিত হয়ে সমস্ত কিছু ভাস্বর করে তুলবে, তখন দেখবে সৃষ্টির আসল স্বরূপ। তখন দেখবে দিকে দিকে আর এক রূপ। এখন কেবল সাধনা করে যাও।

—আর একদিন—

—কি দেখলে বৎস? তোমার চোখে মুখে আজ যেন কি এক নতুন আলো ঝলমল করছে!

—গুরুদেব, দেখলাম কি তা ত জানি না; সে আলোও নয়, অন্ধকারও নয়, অথচ আলোও বটে, অন্ধকারও বটে, এবং তা ছাড়া আরো কিছু যা বলা যায় না। যেন কোন একটা অপরূপ, অব্যক্ত শূন্যতার মাঝখানে গেলাম নিঃশেষে হারিয়ে, গেলাম মিলিয়ে। সে শূন্যতার রূপ নেই, রং নেই, আকার নেইঃ তাকে প্রকাশ করবার ভাষাও নেই। তার পর থেকে যেদিকে তাকাই মনে হয় যেন সবকিছু অপরূপ হয়ে উঠেছে। মনে হয় এমনটি আর কখনো দেখি নি। সামান্য ধূলিকণাটি পর্য্যন্ত মনে হয় আশ্চর্য্য। যা কিছু দেখি মনে হয় যেন তার মাঝখানে কি একটা অপূর্ব সত্তা বিরাজ করছে।

—এইবারে, বৎস, তোমার দেখা ঠিক হয়েছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সাধনা করে যাও, এইবার তোমার অবগাহনের পালা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১

* কেন এই বেদনা ? *

—আমাকে বুঝি স্মরণ করেছো, বৎস ?

—তুমি এসেছো গুরুদেব ? সন্ধ্যালগ্নে তোমার আসন ছেড়ে কখনো ত কোথাও তুমি যাও না। তাই তোমাকে স্মরণ করার তীব্র ইচ্ছা সত্ত্বেও, এতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্যায় ইচ্ছাকে সংযত করবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তবু ত তুমি এলে, সন্ধ্যাপূজার লগ্নটিতে তোমার পেলাম দেখা।

—কিন্তু তুমি ত বললে আমাকে স্মরণ করতে চাও নি ঃ তবে এলাম কেন বলো ত ?

—তা ত জানি না, গুরুদেব ! তবে বুঝি স্মরণ করতে আমার মনে সঙ্কোচ জেগেছে বলেই তুমি দয়া করে এসেছো আমার কুটিরে।

—তা হবে। কিন্তু এ ছাড়াও আর একটি কারণ আছে। তুমি না ডাকলেও তোমার বেদনাটি আমাকে আমার আসন থেকে টেনে নিয়ে এলো। সেই বেদনা আমাকে জানিয়ে দিলো যে আমাকে তোমার প্রয়োজন হয়েছে ; এখনি না এলেই নয়। তোমার কি হয়েছে বলো, বৎস। কোথায় যেন ব্যথা পেয়েছো, কেন তোমার চোখেমুখে ব্যথার ছাপ ?

—এইবার বুঝেছি। আমার সেই তুচ্ছ ব্যথাটাই তোমার প্রাণে গিয়ে বেজেছে। তুমি সর্বান্তর্যামী ভগবান আমার সামান্য একটু বেদনাকেও অস্বীকার করতে পারো নি।

—ব্যথার আবার ছোট বড় আছে কোথায় ? জানায় বলেই ত ওর নাম বেদনা। তোদের প্রত্যেকটি প্রাণের তুচ্ছ, অতুচ্ছ বেদনা যদি আমাকেই না বাজবে—তবে বৃথাই হয়েছি তোদের গুরুদেব। ছোট একটু বেদনা ত মহৎ বেদনারই স্ব-গোত্র ; তাকে ত তুচ্ছ করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাজে না। প্রত্যেকটি যে তাঁরই আহ্বান, তাঁরই আবেদন, তাঁরই ছোঁয়া। বলো বৎস, কি হয়েছে বলো।

—এমন কিছুই নয় গুরুদেব। সূর্যাস্ত দেখে ফিরছিলাম কুটিরে, মনে ছিল আশঙ্কা পাছে সন্ধ্যাপূজার লগ্নটি বয়ে যায়। তুমি ত বলেছ, তাঁর সঙ্গে লগ্ন হবার প্রকৃষ্ট কালটি লগ্ন। দ্রুতপদে ঘরে প্রবেশ করার পথে একটি পা চৌকাঠে বেধে গেল। বাজলো দারুণ ব্যথা। আহত স্থানটি চেপে ধরে কতক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলাম। লগ্ন বয়ে গেল, আকস্মিক এই বিঘ্ন মনকে করে তুললো ক্ষুব্ধ, অপ্রসন্ন। তোমার মূর্তিটি সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মধ্যে ফুটে উঠলো। এই সামান্য বিষয় নিয়ে তোমাকে ব্যস্ত হতে দেওয়া উচিত হবে না ভাবছি, এমন সময়ে তুমি নিজেই এসে উপস্থিত হলে।

—আমি ত এসেছি নিজেরই গরজে। তা নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তার হেতু নেই। কিন্তু বিঘ্ন কোথায় বৎস? এই ঘটনায় তোমার ক্ষুণ্ণ হবার কোন কারণই ত নেই।

—কিছুই নেই, গুরুদেব। কিন্তু তবু এই আকস্মিক ঘটনাটিকে প্রসন্ন মনে নিতে পারি নি। মনে হল, কোথায় এই দিবারাত্রির মিলন লগ্নে একটু স্থির হয়ে নিজের আসনে বসে ঈশ্বরারাধনায় কিছুক্ষণের জন্যও বহির্মুখ মনটাকে অন্তরে দেবো তলিয়ে, তার প্রারম্ভেই এ কেমন উপদ্রব এসে হাজির হল! লগ্নটি ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় বড়ই অশান্তি বোধ করলাম। এখন বুঝতে পারছি অতি অকারণে এই তুচ্ছ ঘটনাকে ছেলেমানুষি করে এতখানি বড় করে দেখেছি। এত অল্পে যে চিত্তবিক্ষোভ ঘটা শোভনীয় নয়, তা এখন বুঝতে পারছি।

—দোষ ত কিছুই হয় নি বৎস—কেবল ঘটনাটির আসল তাৎপর্য ধরতে পারো নি। তোমার তাঁর কাছে যাবার বিলম্বটুকু তিনি সইতে পারেন নি। তাই তিনি এই আকস্মিক বেদনার রূপে, তোমার অঙ্গে তার স্পর্শ টুকু দিলেন পাঠিয়ে।

—বুঝতে পারলাম না যে গুরুদেব!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—বুঝতে পারলে না? সূর্যাস্ত যখন দেখছিলে, তিনিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার চেতনার মাঝখানে লুকিয়ে বসে, তোমার চোখ দিয়ে সেই সৌন্দর্য্য নিঃশব্দে উপভোগ করছিলেন। তুমি কিন্তু তাঁর দিকে চেয়ে দেখলে না। তারপরে কখন ঘরে ফিরে আসবে, বিছাবে তোমার আসন, সাজাবে তোমার পূজার উপকরণ এবং তারপরে একাগ্র হয়ে ধীরেসুস্থে হবে তাঁর সঙ্গে যুক্ত। এতে যে সময়টুকু যায়, ততক্ষণ তোমার তাঁর দিকে তাকাবার নেই অবসর। কিন্তু তাঁর অধীর আগ্রহে এতখানি বিরহ তিনি সইতে পারলেন না, বৎস। তোমার যতটুকু প্রয়োজন, যতটুকু আগ্রহ তাঁর কাছে যাবার, তার চেয়ে সহস্রগুণ প্রয়োজন, সহস্রগুণ আগ্রহ যে তাঁর গো। তোমার ত্বরার চেয়ে তাঁর ত্বরা যে অনেক, অনেক বেশি। তাঁকে নইলে তোমার যতটুকু চলে না, তোমাকে নইলে তাঁর যে চলে না আরও অনেক বেশি। তাই ত তিনি তোমার মত ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে পারলেন না। নিজেই এলেন এগিয়ে। সেই এগিয়ে আসার নিদর্শনই রেখে গেলেন তোমার এই আঘাতের বেদনায়। সাড়া দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে তুমি তাঁর সঙ্গ লাভের জন্য প্রস্তুত হবার আগে থেকেই তিনি উন্মুখ, তিনি অপেক্ষমান, তিনি আগ্রহে অধীর, তিনি গ্রহণের জন্য হাত বাড়িয়ে আছেন। তোমার জন্মের আগে থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন তিনি। তুমি,—শুধু তুমি নও—সমগ্র সৃষ্টিতে যা কিছু যেমন আছে, সব কিছুই আশ্রয় করে আছে তাঁর বিশাল বক্ষ।

—তবে কেন এ বেদনা, গুরুদেব? কেন মনে হয় এ যেন অবান্তর, অপ্রার্থিত?

—বেদনাই ত! বেদনাই ত তাঁর স্বরূপ, তাঁর আসা যাওয়ার চিহ্ন, তাঁর চরণধ্বনি। বেদনা ছাড়া জানিয়ে দেবে কে? বেদনা যা জানাবার ঠিকই জানিয়েছে। বেদনা ত আঘাত লেগেছে বলে নয়, বৎস। বিঘ্ন ঘটেছে বলেও নয়। শারীরিক পীড়াকে বড় করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমিই কি দেখেছিলে? বিরহের দ্বারে তিনি করাঘাত করে ফিরে গেলেন। বিরহী ছিল না সজাগ। তাই সে দেখলো কেবল আঘাতটুকু—দেখলো না সে প্রেমের হাতছানি। দেখলো না সে প্রেমিকের হাতখানি। এই ত বেদনা, বৎস! একে অসার্থক বলবে কে?

কত ছলে, কত কৌশলে, কখনো সুখে, কখনো দুঃখে এই বেদনার স্পর্শটুকু তিনি দিয়ে যান পলে পলে। ডাক দিয়ে যান, সহস্র ভাবে সহস্রবার প্রতি জীবনের, প্রতি চেতনার দ্বারে দ্বারে। হেলায়, উপেক্ষায় ক্ষণে ক্ষণে হারাই তাঁকে। তবু ত তাঁর অপেক্ষায় নেই বিরাম, আকর্ষণের নেই অন্ত, ধৈর্যের নেই সীমা।

প্রতি জীবনের আশে পাশে উর্ণনাভের মত সন্তর্পণে তিনি জাল পেতে রেখেছেন, কত স্নেহ, কত মায়া, কত মমতায়। চারিদিক থেকে অজস্রভাবে আকর্ষণ করে চলেছেন। অনন্ত ধৈর্য্যে, অনন্তকাল ধরে মীনমাতার মত পলকহীন নয়ন মেলে, অনন্ত জীবনের আশে পাশে সন্ধানীর দৃষ্টি বিস্তৃত করে রেখেছেন। অনন্ত, যিনি অনাদি কালের, কেবল তাঁর পক্ষেই বুঝি এই অনন্ত তমসা সম্ভব।

বলো, বৎস, যেমন করে তিনি তোমাকে চান, তাঁর তুলনায় কতটুকু চাওয়ার শক্তি আছে তোমার মধ্যে। অহরহ তোমাকে বেষ্টন করে আছেন যিনি, কোথাও এতটুকু ফাঁক পেলেই যিনি তোমার চেতনায় এসে উদয় হন—তাঁর এই অবিরাম চাওয়ার কি তুলনা কোথাও আছে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২২

* ধ্যানময় কর্ম *

—গুরুদেব, তুমিই দিয়েছো ধ্যানের মন্ত্র ; আবার তুমিই দিয়েছো কর্মের আদেশ। যদি এ দুইয়ের মাঝে বাধে সংঘাত, তার মীমাংসা তোমাকেই করে দিতে হবে।

—সংঘাত কেন বাধবে, বৎস ? কর্মও যাঁর, ধ্যানও তাঁরই ; কর্মেও থাকবেন তিনি, ধ্যানেও থাকবেন তিনি। মীমাংসা ত অসম্ভব নয়। কর্ম হবে ধ্যানময়, ধ্যান হবে কর্মময়। তা ছাড়া, যতক্ষণ ধ্যান থাকে করণীয়, সেও ত এক রকম কর্ম ছাড়া কিছুই নয়। তার পরে, কর্মে আর ধ্যানে একাকার হয়ে যায়। তখন আর কর্মেরও বোধ থাকে না, ধ্যানেরও বোধ থাকে না।

—সে কেমন করে হয় গুরুদেব ?

—হলেই তা বুঝতে পারবে। কিন্তু আপাততঃ প্রয়োজন আমার পূজার ফুল। তোমরা দুজনেও আহরণ করে আনো সাজি ভরা ফুল।

অকারণে পথে যেন বিলম্ব কোরো না।

তোমরা না ফেরা পর্যন্ত আমি পূজার আসনে বসতে পারবো না।

[দুজনের প্রস্থান]

[অপর শিষ্যগণের প্রতি]

—দেখো ত ওরা কোন্ পথে গেল। পিছনে পিছনে তোমরা কিছুদূর যাও। তারপরে মাঝপথে সংকীর্তন শুরু করে দাও। ওরা দুজনে ফিরে আসার পরে তোমরাও ফিরে এসো ঃ তার আগে নয়।

[সকলের প্রস্থান]

[কিছুক্ষণ পরেই প্রথম শিষ্য ফুল নিয়ে ফিরে এলো]

—এরই মধ্যে ফিরে এলে ? কি ফুল এনেছো, দেখি ? ভারি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুন্দর ফুল এনেছো। কিন্তু তোমার সাথীটি গেল কোথায়? তোমরা তুজনে পুষ্প আহরণে গেলে। তাকে কোথায় রেখে এলে?

—একসঙ্গে তুজনে ফুল তুলে পাশাপাশি ফিরে আসছিলাম, গুরুদেব। পথের মাঝে একস্থানে নামসংকীর্তন হচ্ছে দেখে আমার সাথীটি একটুখানি দাঁড়িয়ে গেছে। আমি না ফিরে এলে তুমি আসনে বসতে পারবে না বলে পূজার ফুল হাতে নিয়ে আমি আর তার জন্যে অপেক্ষা করতে পারলাম না। তাই, তাড়াতাড়ি চলে এলাম। বিলম্ব হয় নি ত গুরুদেব?

—তুমি এত যত্নে ফুল সংগ্রহ করে এত সত্বর ফিরে এলে, এইটাই ত আশ্চর্য। বিলম্ব ত কিছুই হয় নি, বৎস, তোমার আনা এই ফুলেই আমার পূজা হবে। দেবপূজায় এমনি তৎপরতাই ত থাকা চাই।

[সঙ্গী শিষ্যটির প্রবেশ]

—এই যে, বলতে বলতে তুমিও এসে গেছ। তোমার দেরি দেখে ভাবছিলাম। কি ফুল তুমি এনেছো, দেখি, দেখি!

—না না গুরুদেব; এ ফুল তোমাকে দেখাবার মত নয়, তোমার হাতে তুলে দেওয়ার মতও নয়।

—কেন বৎস, ফুলের অপরাধ কি?

—অপরাধ ফুলের নয়, গুরুদেব, অপরাধ আমার। আমারই দোষে এই দেবপূজার ফুল অপবিত্র হয়ে গেছে। ধূলায় মাখামাখি হয়ে গেছে এই ফুল। পথের মাঝখানে কীর্তন শুনে একটু থেমেছিলাম। সেই আমার প্রথম অপরাধ। আত্মবিস্মৃত হয়ে তাতেই গিয়েছিলাম মেতে। ভুলে গিয়েছিলাম যে তোমার আদেশে, তোমারি পূজার ফুল আহরণে বেরিয়েছি। আমার দেরি হলে যে তোমার আসনে বসতে দেরি হবে সেই কথাটাও মনে ছিল না। যখন স্মরণ হল তখন দেখি তোমার নাম করে তোলা ফুল মাটিতে পড়েছে ছড়িয়ে, আর সেই পবিত্র ফুল তু পায়ে মাড়িয়ে আমি কীর্তনে আত্মহারা হয়েছি। তোমার আদেশে চয়ন করা ফুল পথে ফেলে রেখে রিক্তহস্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফিরে আসতে মন চাইলো না বলেই এগুলি মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি।

—আরে, তাই নাকি? নামস্পৃষ্ট ফুল—ও যে বড় দুর্লভ বস্তু। দাও, দাও, আমার হাতে দাও।

—অমন আজ্ঞা কোরো না গুরুদেব। এ ফুলে আমার পায়ের ছোঁয়া লেগেছে, এ কি কখনো তোমার হাতে দিতে পারি?

—ও ফুল কি তোমার পদদলিত, বৎস, যে তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছ? তুমি কি কীর্তনের মত্ততায় আর তোমার নিজের মধ্যে ছিলে? নামের আনন্দে আত্মহারা হয়ে যখন আমার আদেশ তুমি ভুলে ছিলে, তখনো কি তোমার হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বোধ কিছু ছিল? যার নামে মেতেছিলে, তখন যে তিনিই ছিলেন তোমার সত্তা পরিপূর্ণভাবে অধিকার করে। তুমি যে কথাটি জানো না, আমি তা জানি বলেই বলছি ও পুষ্প পবিত্র: ও ফুল মস্তকে ধারণ করে আমি নিজেও হবো পবিত্র। ও ফুল আমার প্রাপ্য, বিনা দ্বিধায় আমাকে দাও, বৎস।

তোমরা দুজনে গেলে পুষ্প আহরণে। এক সঙ্গে গেলে, কিন্তু তুমি ফিরে এলে প্রথমে, নিয়ে এলে আমার পূজার ফুল। আমার দেওয়া কর্মের আদেশটির পূর্ণ মর্যাদা তুমি দিয়েছো। ফেরার পথে সংকীর্তনের তরঙ্গ তোমার প্রাণে দোলা দিয়েছে; সেই আনন্দকে তুমি অন্তরে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করেও, মধ্যপথে আত্মহারা হয়ে থেমে যাও নি। নামের সুধারসে প্রাণ সিক্ত করে, তারই মধ্যে আমার আদেশ তুমি পালন করেছো। তোমার আনা এ ফুল তাই আমি নিবেদন করে দিয়েছি আমার দেবতাকে।

আর তুমি—ফুলের সাজি হাতে নিয়ে আসতে আসতে পথের মাঝে পড়ে গেলে নামের ফাঁদে। সেই আনন্দ তোমার হৃদয়কে অতিক্রম করে সর্বইন্দ্রিয়ে গেল ছড়িয়ে। সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে তুমি গ্রহণ করলে সেই নামের প্লাবন: নিমেষে হয়ে গেলে বিহ্বল, ব্যাকুল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উন্মত্ত। নিজেকে ভুলে গেলে, নিজের উদ্দেশ্য ভুলে গেলে, বিশ্ব-জগৎকে ভুলে গেলে। তোমার ভরা সাজির ফুলগুলি যে ধূলায় ছড়িয়ে গেল, সে চেতনাও তোমার রইলো না। আমার পূজার জন্য চয়ন করা ফুল, দেবতার নামে তোলা ফুল তুমি নিজের অজ্ঞাতসারে দু পায়ে মাড়ালে তাঁরই নামের বিহ্বল আবেশে। তোমার এ ধূলামাখা ফুল আমি কোন্ প্রাণে অস্বীকার করবো, তাই বলো। দেবতার উদ্দেশে সন্তর্পণে আনা ফুল দিলাম তাঁর পায়ে তুলে। আর যে ফুল দেবতা আমার নিবেদনের অপেক্ষা না রেখে মাঝপথে নিজেই বরণ করে নিয়েছেন, সেই তাঁর নিজের নেওয়া ফুল নির্মাল্য হয়ে রইলো আমার নিজের মাথায়।

এর পরেও কি তোমরা জানতে চাও ধ্যান ও কর্মের মীমাংসা। এ দুটির মধ্যে সংঘাতের আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলে বৎস। কিন্তু এদের সংঘাত হবার কোন কারণই ত নেই। অন্তরের ধ্যান-লোক তার নিজের স্বভাবে তোমার কর্মে বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন ছন্দে প্রতিফলিত হয়ে উঠলেই দেখবে এই দুটির মধ্যে কোথাও কোন ব্যবধান বা বৈসাদৃশ্য নেই। দেবতার উদ্দেশ্যে, তাঁকে স্মরণে রেখে, যে কর্মই করো না কেন, তাঁর প্রসাদ সেই কর্মে ছড়িয়ে যাবে। তখনই কর্ম ধ্যানময় হয়ে উঠবে ঃ কখনো বা কর্ম ধ্যানাত্মক হয়ে উঠবে, কখনো বা ধ্যানাভিষিক্ত হয়ে উঠবে।

২৩

* ধ্বংস নাই *

—গুরুদেব, ধ্বংসের কথা, প্রলয়ের কথা, লোকের মুখে শুনি। সমস্ত যদি কোন দিন ধ্বংস হয়ে যায়, আমাদের গতি কি হবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—ধ্বংস বলতে কি বোঝো বৎস ?

—ধ্বংস হল সৃষ্টির নাশ। যা কিছু আছে সব যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তখনই ত আসে ধ্বংস। এই বিশ্বচরাচর যখন অবলুপ্ত হয়ে যায়, তাকেই ত বলে ধ্বংস।

—সে ধ্বংস ত নেই, বৎস! যা নেই, তার কল্পনা করে লাভ কি? যা নেই, তার কল্পনাও ত করা যায় না। ধ্বংস কথাটি শুনেছো, বস্তুজগতের কোন কোন খণ্ডিত ক্ষেত্রে যা ছিল, তা নেই দেখে, মনে মনে এক ধরণের ধ্বংসের স্বরূপ অনুমান করেছো, এই মাত্র। কিন্তু যাকে তুমি প্রলয় বা সর্বাত্মক ধ্বংস বলো, সে একটা কথার কথা ছাড়া কিছুই নয়।

—কিন্তু বিশ্বজগতে অসম্ভব বলে কিছুই ত নেই, গুরুদেব। এমনও ত হতে পারে, আমাদের এই সৌরজগতের কোন একটা অচিন্ত্যনীয় বিস্ফোরণ বা সংঘর্ষণের ফলে বিশ্বজগৎ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মহাকাশে বুদ্বুদের মত মিলিয়ে গেল। তখন আমরা কোথায় থাকবো ?

—তোমরা তখন কোথায় থাকবে? আচ্ছা, তোমরা যে আছো, তারই বা প্রমাণ কি? কেমন করে জানো যে তোমরা আছো ?

—কেন গুরুদেব, সে প্রমাণ রয়েছে আমাদের বুদ্ধিতে। আমাদের বুদ্ধি দিয়ে চেতনায় আমাদের অস্তিত্বের সাড়া পাই।

—তোমার বুদ্ধি কি তোমার নিজের, বৎস? তোমার বুদ্ধি যে কথা বলে, সে তোমার চৈতন্য বলায় বলেই বলে। তোমার চৈতন্য বলে যাকে অভিহিত করো—সে কি তোমারই নিজস্ব কিছু? তোমার আধারে তার আভাসটুকু পড়ে, কিন্তু তোমার এই তথাকথিত চৈতন্য যে মহাচৈতন্যের ছায়া মাত্র, সে কথাও ত মানো। তোমার থাকা আর না-থাকার সঙ্গে সেই মহাচৈতন্যের থাকা না-থাকার কিছুমাত্র যোগ নেই। কোন কিছুর থাকা না-থাকার সঙ্গে সেই মহাচৈতন্যের থাকা না-থাকার অণুমাত্র সম্বন্ধ নেই। সৃষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকলেও সেই মহাচৈতন্য আছে, সৃষ্টি না থাকলেও তার থাকার বিরতি নেই। সমস্ত আসা-যাওয়া, আবির্ভাব-তিরোভাব, সৃষ্টি-ধ্বংসের মধ্যে অনন্তকাল ধরে, অবিকৃত অক্ষুণ্ন ভাবে সেই মহাচৈতন্য বিদ্যমান রয়েছে।

—কি করে সেটা বুঝবো গুরুদেব? অনন্তের কোন তথ্যই ত আমাদের সীমাবদ্ধ চেতনায় আমরা জানার মত করে জানি না।

—নাই বা জানলি! চেতনায় যেটুকু তোর বুদ্ধি বলে, সেইটুকুই চোখ মেলে দেখ্ না। এই দেখ্ না তোর চোখের সামনে এই সূর্য্যের আলোটুকু। তোর ঘরে যেটুকু আলো এসে পড়েছে তাতেই চলে যায় তোর দেখার কাজ। সেইটুকুই দেখিস তুই তোর ঘরের আলো বলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ বোধটুকু তোর থাকে যে সত্যিসত্যিই সে তোর ঘরের নিজস্ব আলো নয়। ঘরের বাইরে আকাশের পানে চোখ ফেরালেই ত দেখতে পাস যে যেখানে যতো আলো সব সূর্য্যের আলো, সূর্য্য থেকেই আসছে। সবার ঘরের সমস্ত আলোই ত সেই একটিমাত্র উৎস সমুদ্ভূত। তোমার ঘরের আলো মিলিয়ে গেলেও ত আকাশের আলো মেলায় না। সে যেমন ছিল, তেমনিই থাকে।

সৌরলোকের বিপর্যয়ে যে ধ্বংসের কথা কল্পনা করেছো সে সৌরলোক মহাকাশের অন্তর্ভুক্ত, তারই একটি অংশমাত্র। সৌরলোকের বিলয় হলেও মহাকাশের ত কোন ক্ষয় হবে না। মহাকাশ যেমন ছিল ঠিক তেমনিই থাকবে। এ কথা যদি বুঝে থাকো, বৎস, তা হলেই ত এ ধারণা সহজেই তোমার মনে হবে যে ধ্বংসের কথা ওঠে না। মহাচৈতন্যের ধ্বংস নেই। সমগ্র সৃষ্টি সেই মহাচৈতন্যের ছায়া। তোমার মধ্যে, আমার মধ্যে, যেখানে যত চেতনা সবের মধ্যে বিস্তৃত, বিধৃত, ওতপ্রোত হয়ে আছেন সেই এক, অপরিমেয় অনন্ত চৈতন্য খণ্ড খণ্ড চৈতন্যের রূপে।

—কিন্তু গুরুদেব, তোমার মধ্যে, আমার মধ্যে যদি সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাচৈতন্যের খণ্ডিত প্রতিফলন, তবে তুমিই বা তুমি কেন, আমরাই বা আমরা কেন? তুমি আমাদের গুরুদেব, আমরা তোমার শিষ্য হয়ে রয়েছি কেন? চৈতন্য যত একই হয়, তবে আধার ভেদে এ পার্থক্য এলো কোথা থেকে? একই মহাচৈতন্যের আলো তোমার মধ্যে এক রূপে, আমাদের মধ্যে আর এক রূপে ফুটে ওঠে কেন?

—পার্থক্য কোথায় জানো? আমার যোগ আছে মূলের সঙ্গে—সেখান থেকে আমি আহরণ করি মহাচৈতন্যের অবিচ্ছিন্ন প্রেরণা। উৎসের সঙ্গে আছে আমার চিরন্তন সংযোগ। মহাচৈতন্যের অসীম ভাণ্ডার থেকে তাই কিছুই আমার অপ্রাপ্য নেই। আমার সেই যোগ তোমাদের এখনো হয় নি। তাই তোমরা শিষ্যরূপে আমার কাছে হাত পেতে বসে আছো। যে যোগের সন্ধান আমি পেয়েছি, তোমাদেরও একদিন তা পেতে হবে বলেই তোমরা এই উৎসমুখে এসেছো। যেদিন তোমাদের এই যোগটি সম্পূর্ণ হবে সেদিন আর থাকবে না কোন পার্থক্য, থাকবে না কোন ভেদাভেদ। সেদিন দেখবি দুটি মনের আধারে, মহাচৈতন্যের একটি মাত্র বিশিষ্ট প্রকাশ।

২৪

* মৌন বেদনা *

মহাযজ্ঞের আয়োজন হয়েছে মহর্ষি যাজ্ঞবল্কের তপোবনে। আমন্ত্রিত হয়ে সমবেত হয়েছেন দিকবিদিকের মহা মহা মুনি ঋষি, যোগী তপস্বী। আকাশ ছাপিয়ে উঠেছে সমারোহের ধ্বনি। দেশদেশান্তর থেকে এসেছেন বহু বিশিষ্ট অতিথি; তাঁদের সঙ্গে নৌকাযোগে, গোযানে, অশ্বপৃষ্ঠে এসেছে ভারে ভারে যজ্ঞকাষ্ঠ, ঘৃত, চন্দন, পুষ্প ইত্যাদি যজ্ঞের উপকরণ। খাদ্য পানীয়ের সম্ভারে আশ্রমের ভাণ্ডার এই ভরে উঠছে আবার পরক্ষণেই শূন্য হতে হতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। আশ্রমবাসীগণের আনন্দের সীমা নেই। অহোরাত্র চলেছে উৎসব ও তার সঙ্গে মিশেছে অতিথি অভ্যাগতের আনন্দ কোলাহল। স্বয়ং মহর্ষি যাজ্ঞ্যবল্ক হয়েছেন এই মহাযজ্ঞের হোতা ঃ তপোবনের ইতিহাসে এ ঘটনা অবিস্মরণীয় বলেই দেশদেশান্তরে এ সংবাদ লোকমুখে ছড়িয়ে গেছে। তপোবনকে কেন্দ্র করে তাই এই অভূতপূর্ব কর্মব্যস্ততার প্লাবন শুরু হয়ে গেছে।

এ হেন উৎসব-সমারোহের মাঝখানে শান্তি নেই কেবল একটি ছোট প্রাণে। আশ্রমের একটি শিশু বালিকা এই আনন্দের মেলায় কিছুতেই যেন যোগ দিতে পারে না। নিজেকে সে বোধ করে ভারি অসহায়। সবার চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে অনাথের মত দূরে দূরে সরে থাকে আর আকাশের পানে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। যে কয়েকদিন যাবৎ যজ্ঞের কুণ্ডলীকৃত ধূম্রজালে আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে আছে তপোবনের নিত্যদিনের অতিথি যে গগনচারী পাখীর দল শস্যকণার লোভে,--কিংবা হয়তো আরও একটা তদতিরিক্ত কিছুর আকর্ষণে অঙ্গন মুখরিত করে তুলতো—সেই কয়েকদিন ধরেই তাদের আর দেখা নেই। বালিকা তার চিরন্তন অভ্যাসমত ভোর না হতেই প্রতিদিন আঁচল ভরে শস্যকণা নিয়ে তার হারানিধিদের পথ চেয়ে আকাশের পানে মুখ তুলে প্রতীক্ষা করে। কিন্তু প্রত্যহই তার সেই আকুল প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। চারিদিকে জনতার ভীড় আর দিকে দিকে আহুতির আয়োজন যত দেখে ততই যেন সে অসহায় বেদনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। গগন বিসর্পী কালো কালো ধোঁয়ার পানে চেয়ে চেয়ে চোখের জল মোছে আর ভাবে ঃ 'কবে যে গুরুদেবের এই মহাযজ্ঞের উপদ্রব শেষ হবে, কবে যে আমার পথভ্রান্ত ভীরু পাখীর দল তাদের চিরাভ্যস্ত স্থানটিতে ফিরে এসে আবার নতুন করে তাদের আনন্দমেলা করবে রচনা। এই হু হু করছে আগুন, এই ধূ ধূ করছে ধোঁয়া, আর এই দুর্বিষহ লোকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভীড়! এবং মাঝখানে কোন্ দুঃসাহসী পাখী নীবার কণার লোভে এসে হাজির হবে। আমার হারানিধিরা যে পথ হারিয়ে কোথায় চলে গেল, কে জানে!’

দিনের পর দিন যায়, উৎসবের যেন আর শেষ নেই। বালিকা বিষণ্ণ মুখে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে এড়িয়ে বনে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়ায়। আশ্রমের কর্মব্যস্ততায় কে আর তার দিকে নজর দেয়! আশ্রমবাসীদের প্রতিটি হৃৎস্পন্দনও যিনি টের পান, সেই গুরুদেবও যেন এই মহাযজ্ঞের ব্যস্ততায় তার কাছ থেকে কতদূরে সরে গেছেন; তাই এই শিশুমনের এত গভীর ব্যথাটির পানেও তাঁর দৃষ্টি নেই। কেন সে বুঝি আশ্রমের কেউ নয়? তার এতবড় দুঃখটি যদি গুরুদেব, স্বয়ং ভগবান হয়েও, গ্রাহ্য না করেন, তবে আর কার কাছে তার কিসের মূল্য? মহাযজ্ঞের এমন কি নেশা যে তার মাঝখানে এতবড় মর্মান্তিক একটা বেদনা এতটুকু সাড়াও জাগায় না তাঁর প্রাণে! এ কেমন তাঁর নিষ্ঠুর খেলা?

বালিকার প্রাণে প্রতিদিনের হতাশার সাথে নতুন করে বারে বারে জেগে ওঠে অব্যক্ত এই নিষ্ফল অভিমান। গুরুদেব একটি বারও তাকে ডাকেন না, ভাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবারও তাঁর অবসর নেই। লোকের ভীড় ঠেলে তাঁর কাছে গিয়ে একটু দাঁড়াবারও উপায় যদি থাকতো, তাহলে যে দুঃখের কথাটি কারুর কাছে বলা যায় না, তাঁর কানে কানে অনায়াসে বলা যেতো, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা কোন প্রতিকার নিশ্চয়ই হয়ে যেতো। কিন্তু সে পথও যখন বন্ধ তখন আর উপায় কি। অনেকদূর থেকে মাঝে মাঝে যখনি সে কর্মব্যস্ত গুরুদেবের একটু দেখা পায়, কিছুতেই যেন উদ্গত অশ্রুর ধারা আর বাধা মানতে চায় না। কিন্তু কেই-বা দেখে তার অশ্রুসজল মুখের পানে চেয়ে। শূন্য প্রাণে যজ্ঞস্থলের পাশ কাটিয়ে, সবাইকার দৃষ্টি এড়িয়ে সে লুকিয়ে থাকে, আর ভাবে তার হারিয়ে যাওয়া স্নেহের ধনগুলির কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনে দিনে যথাসময়ে পূর্ণাহুতির দিনটি হল সমাগত। মহর্ষি স্বয়ং হবেন আজ সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালক। পূর্ণাহুতিতে হবে আজ বহুদিনব্যাপী মহাযজ্ঞের পরম পরিসমাপ্তি। বেদ-মন্ত্রের গম্ভীর উদাত্ত ধ্বনি আজ আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে হয়ে উঠেছে প্রতিধ্বনিত। তপোবনের বিশাল অঙ্গন যজ্ঞস্থলী রূপে হয়েছে সুসজ্জিত। চারি পাশে প্রদক্ষিণ করে আছেন প্রবীণ ঋষিমণ্ডলী। যজ্ঞস্থলের শোভা হয়ে উঠেছে অবর্ণনীয়।

পূর্ণাহুতির হোতা রূপে মহর্ষি যাজ্ঞ্যবল্ক শুভক্ষণে ধীরে ধীরে, ঋষিমণ্ডলীর মুখপাত্রস্বরূপ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে এসে দাঁড়ালেন। গগন মথিত করে দিকে দিকে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি বেজে উঠলো। বেদমন্ত্রধ্বনি উদাত্ত স্বরে আকাশে বাতাসে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো। চারি দিক থেকে সহস্র অঞ্জলির আহুতি পড়লো হোমাগ্নির বুকে। লেলিহান শিখা মুহূর্তের মধ্যে হয়ে উঠলো গগনস্পর্শী।

পূর্ণাহুতির মহালগ্ন সমাগত হল। যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ করে মহর্ষি যাজ্ঞ্যবল্ক অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে, ঋষিকুলপরিবৃত হয়ে দণ্ডায়মান। চারিদিক চিত্রার্পিতবৎ নিস্তব্ধ। সমবেত বিশাল জনতার দৃষ্টি তাঁর জ্যোতির্ময় মূর্তির উপরে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে।

অঞ্জলিবদ্ধ দুটি হস্ত উত্তোলিত হয়ে শূন্যে স্থির হয়ে রয়ে গেল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত একভাবেই অবস্থান করতে লাগলো। সবাই একদৃষ্টে সেই প্রসারিত হাতের দিকে চেয়ে আছে। সবাইকার মনে এই একটি মাত্র চিন্তা—মহর্ষির অঞ্জলিবদ্ধ হাত ঊর্ধ্বলোক ছেড়ে নীচের দিকে নামে না কেন? সময়ের গতি ত আর থেমে যায় নি। শেষ ও চরম আহুতির মহালগ্ন পলে পলে অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মহর্ষির সে দিকে দৃষ্টি নাই কেন! এতবড় মহাযজ্ঞ কি শেষ পর্যন্ত পূর্ণাহুতির অভাবে পণ্ড হয়ে যাবে? এতদিনের বিপুল আয়োজন কি এ ভাবে অকারণে ব্যর্থ হয়ে যাবে? উৎকণ্ঠিত হয়ে সবাই তাঁর দিকে চেয়ে রইলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহর্ষির দেহ নিশ্চল, স্থির। তাঁর চোখের দৃষ্টি গেছে কোন গভীরের মাঝে তলিয়ে। কতক্ষণ পরে ধীরে ধীরে যথাস্থানে নেমে এলো তাঁর অঞ্জলিবদ্ধ দুটি হাত। বুঝি বা ঘটেছে কোন আকস্মিক বাধা, কোন অজ্ঞাত বিঘ্ন—নইলে পূর্ণাহুতির লগ্নে হোমাগ্নির বুকে তিনি আহুতি দিলেন না কেন? অনিশ্চিত আশঙ্কায় সকলের মুখ হয়ে উঠলো পাংশু। উদ্বিগ্ন বিস্ময়ে সকলের দৃষ্টি হয়ে উঠলো বিস্ফারিত। সবাই নির্বাক, নিস্তব্ধ। প্রশ্ন করবার সাহস কে করবে? অকথিত একটি জিজ্ঞাসা জেগে রইলো সকলের চোখে মুখে সেই নিস্তব্ধ যজ্ঞস্থলে।

এদিকে যজ্ঞস্থলের এত যে উত্তেজনা, এত যে মৃদু গুঞ্জন, এতজনের এতগুলি মনের বিস্মিত বিক্ষোভ—সে সব কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি ছিল না সেই একটি মাত্র বালিকার। তার দৃষ্টি একভাবে নিবদ্ধ হয়ে ছিল যজ্ঞস্থলের ঠিক উপরদিকে বিশালকায় দেবদারু বৃক্ষটির প্রসারিত একটি শাখার কেন্দ্রস্থলে। ছোট একটি শ্বেত পারাবত কোথা থেকে উড়ে এসে সেইখানে নিয়েছিল আশ্রয়। এই পাখীটি যে তার হারানিধিদের একটি, এ বিষয়ে বালিকার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কতদিনের পরিচিত এই পারাবত কতবার খেলার ছলে, তার কাঁধে এসে বসেছে, তার হাত থেকে শস্যকণা খুঁটে খুঁটে খেয়ে গেছে। এতদিনের নির্বাসন সইতে না পেরে, হয়তো আজ কি মনে করে পাখীটি তার পরিচিত, চিহ্নিত স্থানে ক্ষুধিত হয়ে ফিরে এসে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। শাখায় বুঝি তার জোর নেই, তাই কুণ্ডলীকৃত ধূম্ররাশির গমনপথেই কোনক্রমে শাখার আশ্রয়টি আঁকড়ে ধরে, ভীত শ্রান্ত অসহায় ভাবে থর থর করে কাঁপছে। ও আশ্রয় যে এখন মোটেই নিরাপদ নয় তা বুঝেও অন্যত্র উড়ে যেতে পারছে না। কতক্ষণ যে সে এই উত্তপ্ত বায়ুবেগের আক্রমণ সইতে পারবে কে জানে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভীতি-ব্যাকুলিত উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে বালিকা এই পাখীটিকেই নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখছিলো। ত্বরু ত্বরু কাঁপছিলো তার বক্ষ—কখন বুঝি টুপ্ করে ওই কম্পিত শাখার আশ্রয়-চ্যুত হয়ে পাখাটি পড়ে যায় নিম্নের অগ্নিময় কুণ্ডে। সমস্ত প্রাণের আশঙ্কা যেন পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল তার সজল হুটি চোখে। পলকহীন স্থির দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যও স্থানান্তরে সরাবার উপায় ছিল না। হু চোখ ছাপিয়ে ঝরে পড়ছিলো বাঁধনহারা অশ্রু-ধারা। কিন্তু এই উত্তেজনাময় পরমক্ষণে তার দিকে নজর দেবার অবসর ছিল কার?

মহর্ষি যাজ্ঞ্যবল্কের হস্তোত্তোলিত অর্ঘ্য নিবেদনের মুখে অকস্মাৎ কি যেন বাধা পেয়ে যখন থেমে গেল, তখন ঠিক প্রতিবাদের না হলেও, সামান্য বিক্ষোভের মৃত্ব গুঞ্জন যে ওঠে নি এমন কথা বলা যায় না। "পূর্ণাহুতির লগ্ন যে বয়ে গেল, প্রভু। কোথায় কি হল, কিছুই ত কেউ জানে না। এতদিনের এত আয়োজন সবই কি অকারণে এমনি করে অর্থহীন হয়ে যাবে? কি সে হল বিঘ্ন, কোথা থেকে এলো এই বাধা? কি এমন প্রতিবন্ধক যাতে এই মহাযজ্ঞ এমন করে পণ্ড হয়ে যেতে পারে?"

মহর্ষির শ্রবণেন্দ্রিয়ে বুঝি শেষ পর্যন্ত এই গুঞ্জন ধ্বনি পৌঁছালো। হাতের অর্ঘ্য মাটিতে ফেলে দিয়ে তিনি শূন্য হুটি হাত ঊর্ধ্বপানে প্রসারিত করে দিলেন। অমনি কোথা থেকে যেন একটি বেপথুমান শ্বেত পারাবত দেবদারু শাখার আশ্রয় পরিত্যাগ করে এসে পড়লো তাঁর প্রসারিত হুটি হাতের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। ভীত শিশু যেমন করে অন্ধকারে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় নেয়, ঠিক তেমনি করে তার কম্পিত ক্ষীণ দেহটি পাখী মহর্ষির হাতে সমর্পণ করলো।

এতক্ষণের মৌনতা ভঙ্গ করে মহর্ষি যেন নিজের মনে স্বগতোক্তির মত করে বললেন—"কোথায় বাধা জানতে চেয়েছো। কোথায় বিঘ্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখতে চেয়েছো। এই দেখো সেই বাথার অতিপ্রত্যক্ষ স্বরূপ। এই ছোট পাখীটির বুকে বসে মহাপ্রাণ পেয়েছেন ব্যথা। পূর্ণাহুতি দেবো কাকে? আর, ওই যে ছোট মেয়েটি বিহ্বল হয়ে আমার হাতের এই পাখীটির পানে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে, সেখানেও সেই একই মহাপ্রাণ, সেই একই ভগবান পেয়েছেন ব্যথা। কেমন করে নিবেদন করে দেবো আমার পূর্ণাহুতির অর্ঘ্য? যাঁকে দেবো পূর্ণাহুতি, এই যে তিনি বালিকাটির বুকে বসে কেঁদেছেন, এই পারাবতের বুকে বসে আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠেছেন, এই প্রত্যক্ষ আবির্ভাবকে তুচ্ছ করে কাকে দেবো পূর্ণাহুতির অর্ঘ্য?

ভুল ভ্রান্তি যা কিছু হয়েছে—সে একমাত্র আমারই। আমার অবহিত হওয়া উচিত ছিল, অনেক আগে থেকেই এ বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত ছিল। যজ্ঞের আয়োজনে মত্ত হয়ে নিকটের বেদনাকে চোখ মেলে দেখার অবসর পাই নি। নিকটের কোন কিছুই লক্ষ্য না করে, সমস্ত জগতের দুঃখ বেদনার পরপারে গিয়ে, বিশ্ববিধাতার চরণে আমার পূর্ণাহুতি প্রদানের অভিপ্রায়ে যজ্ঞস্থলে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু সে সঙ্কল্প আমার সিদ্ধ হল না। তিনি স্বয়ং তা হতে না দিলে আর উপায় কি? মনের যে সমাহিত অবস্থায় কোন সুখ, কোন দুঃখের অস্তিত্ব মাত্র থাকে না, ঠিক তারই মাঝখানে আমার চেতনায় তিনি জাগিয়ে দিলেন দুটি বিষণ্ণ, কাতর, আতঙ্কিত প্রাণীর সজল চোখের দৃষ্টি—একটি ভয়ে ভীত, আর একটি সমবেদনার মমতায় করুণ। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলাম আর পূর্ণাহুতির প্রয়োজন নেই। মহাবেদনার, মহাকরুণার রূপে তিনি নিজেই যেখানে আত্মপ্রকাশ করেছেন; দুটি সম্মিলিত রূপের মাধ্যমে আমার অন্তরে তিনি যেখানে ব্যথার স্পর্শে প্রত্যক্ষভাবে সাড়া দিয়েছেন, তখন আর অতিরিক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের সার্থকতা রইলো কোথায়? তাই আমার পূর্ণাহুতির অর্ঘ্য তিনি যেমন ভাবে চেয়েছেন, তেমনি ভাবেই আমি দিলাম।”

এই কথা কয়টি বলে, এক হাতে পারাবতটিকে আর এক হাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিশুবালিকাটিকে বক্ষে ধারণ করে মহর্ষি ধীরে ধীরে যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ করে নিজের আসনে ফিরে গেলেন।

২৫

* আত্ম-পরিচয় *

—গুরুদেব, আমাদের মনে বহুদিন থেকে একটি প্রশ্ন জেগে আছে। কিন্তু সাহস করে সেই প্রশ্নটি যেন কিছুতেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি না। পাছে মনে করো এ আমাদের অসঙ্গত কৌতূহল, তাই কোন কথা বলতে ভয় করে।

—এতদিন আমার কাছে এই শিক্ষাই কি পেয়েছো, বৎস, যে মনের কোন কথা আমাকে বলা চলবে না? মুখে না বললে আমি তোমার মনের জিজ্ঞাসা বুঝবো না, এই কি তোমার ধারণা?

—তুমি সর্বান্তর্যামী; তোমার অজানা ত কোথাও কিছু নেই। তুমি ত জানই যে যাকে সাধারণতঃ প্রশ্ন বলে এ সে ধরণের নয়। তোমাকে যত দেখি ততই এ জিজ্ঞাসার উত্তর পলে পলে পাই। তোমাকে দেখে বিস্ময়ের কূল কিনারা পাই না বলেই কিযে জিজ্ঞাসা করবো তাই ভেবে পাই না।

—আচ্ছা, জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নেই; আমি নিজেই তোর প্রশ্নটি বলছি। তোদের মনে ধারণা হয়েছে আমার এতখানি বয়সে এবার আমার সব ছেড়েছুড়ে বাণপ্রস্থ নেওয়াই উচিত, কেমন?

—তাই কখনো আমরা ভাবতে পারি? তুমি আছো বলেই ত আমাদের জীবনের সার্থকতা আছে।

—ও কথা বাদ দিয়ে, সত্যি করে বল দেখি, আমার বয়স সম্বন্ধে কি তোদের ধারণা? ধারণা না থাকে অনুমানের কথাই বল্।

তপোবন—১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—অনুমান? আমাদের সাধ্য কি যে অনুমান করবো? অনুমান করতে হলেও ত কিছুটা জানা চাই। তোমার আদি অন্ত কিছুই ত আমরা জানি না। কেবল পরম বিস্ময়ে দেখি কেমন করে তোমার অফুরন্ত সৃষ্টির স্রোতে কোথাও একটু ভাঁটা পড়ার চিহ্নমাত্র নেই। কখনো মনে হয় তুমি হয়তো বা ব্রহ্মার সমবয়সী হয়েও আমাদের কাছে এমন সহজে এমন করে কি করে ধরা দাও; এত বড় হয়েও কেমন করে আমাদের নাগালের মধ্যে নেমে আসো। কেমন করে আমাদের নিয়ে এমন করে জড়িয়ে থাকো।

—ওরে না না, ব্রহ্মার মত অতখানি বয়স আমার এখনো হয় নি। বয়স আমার যতই হোক, একেবারে অতখানি উচ্চস্তরে আমার স্থান নয়। অতখানি উচ্চতার ভার আমার সইবে না।

—তবে তুমি হয়তো বা ব্রহ্মার চেয়ে সামান্য একটু ছোট। কিন্তু গুরুদেব, তোমার অফুরন্ত প্রাণবন্যায় কোথাও এতটুকু জরার স্পর্শ লাগে নি, কোনখানে এতটুকু ছন্দঃপতনের চিহ্নমাত্র চোখে পড়ে না। এ কি আশ্চর্য রহস্য একটু প্রকাশ করে যদি বলো।

—বলবো না; কারণ বললে কিছুই বুঝতে পারবি না। আমাকে যে রূপে তোরা দেখিস তাও যেমন সত্য, যে রূপে তোরা দেখিস না তাও তেমনি সত্য। তোদের কাছে আমি তোদের সমবয়সী। তাই তার বাইরে আমার স্বরূপ তোরা দেখবি কেমন করে? প্রত্যক্ষ দেখলেও ত কিছুই ধারণা করতে পারবি না। অতএব সে কথা থাক। আমার এতখানি বয়সে আমার সৃষ্টির স্রোত কেমন করে অব্যাহত আছে, সেই কৌতূহলটি তোদের মিটে গেলেই ত হল। আয় আমার সঙ্গে। আচ্ছা, নদীতীরের এই যে দৃঢ়-ছন্দঃ, দীর্ঘ-দেহ পলাশ গাছটি, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এর বয়স কত বলে তোর অনুমান হয়?

—এ তরুণ ত নিতান্ত নাবালক; বয়স বড় জোর দুই কি তিন বৎসর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—আর এই চারাগাছটি ?

—এ ত নিতান্ত শিশু ; এই সবে ভূমিষ্ঠ হয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে নীল আকাশের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের খেলা শুরু করেছে। এর বয়স বড় জোর দুই কি তিন মাস মাত্র।

—ঠিক বলেছিস। এবারে আয় এই বনস্পতির কাছে। অনুমান করতে পারিস এর কত বয়স ?

—না গুরুদেব। এখানে অনুমান করতে গেলেই ভুল হবে। অরণ্যের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এই শাল্মলী তরু। আমার অতিবৃদ্ধ পিতামহের আমলেও কেউ এর বয়স অনুমান করার দুঃসাহস করতো না। এর বয়স অনুমান করা আমার সাধ্য নয়।

—ভালো, দুঃসাধ্য কর্ম নাই বা করলে। কিন্তু একবার তাকিয়ে দেখ দেখি ওই ওপাশে নদীর বুকে ঝুঁকে আছে যে মাখনের মত কোমল, দুর্বার মত শ্যামল কচি পাতাগুলি : এগুলি স্বচক্ষে দেখে কে বলবে যে এই বৃক্ষ মান্ধাতার আমলের ? কে বলবে এই বনস্পতি জরাজীর্ণ ?

—সত্য সত্যই গুরুদেব, এ ভারি বিস্ময়কর ব্যাপার।

—তা যখন স্বীকার করো, তখন নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো যে পত্র সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতায় এই অতিবৃদ্ধ যে কোন অতি-তরুণের সমকক্ষ। ফুলে না হোক, অন্ততঃ পাতার শোভায় এ কারুর কাছে হার মানবে না।

—কেন হার মানে না গুরুদেব ? অন্ততঃ হার মানলেই ত সেটা হত শোভন ও সঙ্গত।

—ওরে না না, তা হয় না, তা হয় না। হতে পারে না। সৃষ্টিশক্তি যার মধ্যে আছে, সে কি হিসাব করে, শোভন ও সঙ্গত বিচার করে, কখনো সৃষ্টি করে রে ? সহজাত প্রেরণায় আপনার অজ্ঞাতসারে নব নব সৃষ্টির আনন্দলীলায় নিজেকে ছড়িয়ে দেয়— ফলে ফুলে নাই যদি বা হয়, অন্ততঃ অজস্র শাখায়, উপশাখায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পত্রসম্ভারে। মাটির বুকে গভীর গহন অন্ধকারে শিকড়ের শাখা-প্রশাখা মেলে দিয়ে মান্ধাতার কাল থেকে এই অতিবৃদ্ধ বনস্পতি কিসের জন্য অপেক্ষা করে আছে, সেই জানে। আর জানে বসুন্ধরার মাতৃ-হৃদয়। মাটির বুকের উৎসারিত, উদ্বেলিত রসধারা তার প্রাণময় জলকণাগুলিকে নিজের গরজে পাঠিয়ে দেয় তৃষ্ণার্ত মূল বৃন্তগুলির সন্নিধানে। বলে, "গ্রহণ করো, গ্রহণ করো, আহরণ করো পৃথিবীর মাতৃহৃদয়ের এই রসাপ্লুত প্রাণ-ধারা।" বলে, "ফিরিয়ে দিও না এই প্রাণময় আত্ম-নিবেদন, অস্বীকার কোরো না, প্রত্যাখ্যান কোরো না এই উচ্ছ্বসিত জীবনধারা। সহস্রমুখে তোমার শিরায় উপশিরায় টেনে নাও তোমার বুকের মাঝে, প্রাণশক্তির প্রবল আকর্ষণে; ব্যর্থ হতে দিও না এই প্রেরণাময় প্রাণময় উচ্ছ্বাস। ফোটাও গো ফোটাও—যেমন করে ফোটাতে তুমি জানো, তেমনি করে ইচ্ছামত ফোটাও: ফোটাও পুষ্পে, ফোটাও ফলে, ফোটাও তোমার নবীন শ্যামল পত্রসম্ভারে। আকাশের কাছে, আলোকের কাছে, বাতাসের কাছে খুলে ধরো, তুলে ধরো, মেলে ধরো আমার অন্ধকার রস-জগতের গোপন ঐশ্বর্য্য। শেষ করে দাও আমার এই অনন্ত বঞ্চনা, সমাপ্ত করো আমার এই সুচিরকালের ব্যর্থতার ইতিহাস।"

বৃক্ষ কুণ্ঠিত কাতর স্বরে বলে—"ভুল করে এলে আমার কাছে। আমার বয়স যে কত সে খবর বুঝি তুমি রাখো না? তোমার বুকের অজস্র ধারা আমি যে অঞ্জলি ভরে আহরণ করে নেবো—সে সামর্থ্য কি আর আমার আছে? কিসের জোরে আমি তোমার প্রাণের অর্ঘ্য গ্রহণ করি?

মাটি বলে: "এ আবার কি নতুন কথা তোমার মুখে! এ কথা তোমারও বলা সাজে না, আমারও শোনায় অভিরুচি নেই। তুমি দু হাত দিয়ে শোষণ করে নেবে আমার সঞ্চিত সুধারস, আর আকাশে মেলে দেবে আনন্দের পশরা—এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিচয়টুকুই তোমার একমাত্র পরিচয়, চিরদিনের সত্য আমার কাছে। এছাড়া অন্য কোন পরিচয় আমাদের মধ্যে আসবে কেন? আজ তবে এ কোন্ নতুন কথা শোনাও? দিতে আমি কোনদিন দ্বিধা করি নি; নিজের গরজে যা আছে সব তোমাকে তুলে দিয়েছি; নিতেও তুমি কোনদিন দ্বিধা করো নি—নিজের খুশিতে যা যখন ইচ্ছা হয়েছে, সহস্র হাতে আহরণ করে নিয়েছো। আজ কেন তবে জাগাতে চাও তোমার আমার মাঝখানে এই অনভ্যস্ত দ্বিধা? তোমার এই আকস্মিক সঙ্কোচে আমি সঙ্কীর্ণ হই কেমন করে? যেমন উদার হাতে তুমি নিয়েছো আর দরাজ হাতে আমি দিয়েছি—থাক না কেন চিরদিনের সেই সম্পর্কটুকুই আমাদের মধ্যে চিরন্তন সত্য হয়ে। অক্লান্ত শোষণে নাও গো, তুমি নাও, নিঃশেষ করে নাও আমার এই বক্ষসুধা। ধরণীর এই প্রাণরসে আছে পুষ্টি, আছে অনন্ত জীবনের সম্ভাবনা। এই প্রবঞ্চিতকে ফুটতে দাও, ফলতে দাও, আলোয় দল মেলতে দাও। বাঁচাও গো, বাঁচাও আমাকে গচ্ছিত ধন আগলে থাকার বিড়ম্বনা থেকে। তোমার সফলতায় আমিও সার্থক হয়ে উঠি: আমার কল্পনার ঊর্ধ্বলোকে প্রাণাবেগে উৎসারিত হয়ে, আলোর আকাশে, তোমারি মাধ্যমে, নিজেকে একবার মুখোমুখি দেখে কৃতার্থ হই। তোমার প্রয়োজন নাই যদি বা থাকে, অন্ততঃ আমার আবেদনে তুমি অকুণ্ঠিত চিত্তে আমাকে শোষণ করে নাও।”

বৃক্ষ ভুলে যায় তার বহু বয়সের গ্লানি, ভুলে যায় তার অত্যাসন্ন স্থবিরতা, ভুলে যায় তার আপাত-নিষ্ফলতা। আত্মসচেতন হয়ে নিজের বুকে সে শোনে বয়স-ভোলা নবীনতার চঞ্চল পদধ্বনি। ঊর্ধ্বলোকে আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে দেখে তার বিশাল, বিপুল কঙ্কালের, দীর্ঘায়ত পঞ্জরের আশেপাশে সবুজের মেলা। শোনে রুদ্ধশ্বাসে তারই দেহাধারের কোটরে অতিপরিচিত কোন্ ঘুমভাঙ্গানো পাখীর গান। উৎকর্ণ হয়ে সেই সুর শুনতে শুনতেই সে ভুলে যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনাকে। সৃষ্টির পরমোৎসব শুরু হয়ে যায় আবার নতুন করে তার সহস্র বৎসরের দেহ-কারাগারে।”

মহর্ষির কথাগুলি যেন কোন এক গভীর থেকে উৎসারিত হয়ে আর এক গভীরের অতলে তলিয়ে গেল। মহর্ষির আয়ত দু নয়নে রহস্যের ছায়া, ওষ্ঠাধরে অব্যক্ত আনন্দের অস্ফুট আভাস। মনে হয় যেন হাসির মত অথচ ঠিক হাসি নয়। সে যে কি অভাবনীয় একটি ভাব তা কে বলবে! শিষ্যগণ স্তব্ধ হয়ে তাঁর এই অদৃষ্টপূর্ব ভাবান্তর দেখে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলো। তাদের মনে হলো যেন এতকাল ধরে এত কাছাকাছি থেকেও, এই মুখ, এই দৃষ্টি, এই হাসি তারা আর কখনো দেখে নি: এই কণ্ঠধ্বনি তারা আর কখনো শোনে নিঃ এখনকার এই ভাব তারা আর কখনো প্রত্যক্ষ করে নি।

“এই বৃদ্ধ বনস্পতি কে জানিস? মান্ধাতার কালের চেয়ে প্রাচীন, এই আমি। যোজন-ব্যাপী শাখা প্রশাখা মেলে অনন্তকাল ধরে এই দেহাধার আশ্রয় করে বসে আছিঃ অদৃশ্যলোকে অনন্ত বাহু বিস্তার করে শিকড়গুলি কতদূর ছড়িয়ে গেছে, কত গভীরে তলিয়ে গেছে, কত অজানার কত বেদনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে গেছে, কত অসীমে হারিয়ে গেছে, আমিই কি তা জানি? কোন্ পথ দিয়ে কোন্ অতলের অদৃশ্য সূত্রে, কোথা থেকে কখন যে কে কি নিবেদন করে দিচ্ছে, কে যে কোন্ অপরিজ্ঞাত প্রাণ পরমাণুকে কোন্ অজ্ঞাত পথে আকর্ষণ করে কার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে, কোন্ আকাশে কোন্ আলোকের রূপ জগতে ফুটিয়ে তুলছে—সে রহস্যের সন্ধান কে জানে। কেন, কখন, কিসের দাবিতে, কোন্ উপলক্ষ্যে, কোথা থেকে, কেমন করে তোরা সেই শিকড়ের পাকে পাকে জড়িয়ে গেলি, সে কথা কি আমিই জানার মত করে জানি? তোদের বুকে বসে, আমার বুকে যে বসে আছে—তার কাছে, কে যে কখন দু হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছেঃ “আমাকে নাও, আমাকে টানো, আমাকে তোমার প্রাণে আকর্ষণ করো, আমাকে তুলে দাও আকাশের আনন্দলোকে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে ফুটিয়ে দাও ফুলের মত, জাগিয়ে দাও অনন্ত জীবনের পরিপূর্ণ চেতনায়”—সে সব বিবরণ আমিই কি জানি রে? পরম বিস্ময়ে চোখ মেলে চেয়ে দেখলাম—তোরা এলি একের পর এক, প্রাণকণার পরে প্রাণকণা, ঢেউয়ের পরে ঢেউ, অসীমের শোকযাত্রায় যোগ দিতে। সৃষ্টির বীজাণু তোরা, রক্তের কণিকা তোরা, আমার অনন্ত জীবনের দাবিদার তোরা, দাবির চিঠি নিয়ে একে একে এসে দাঁড়ালি আমার জীবনের দ্বারে। তোদের ফিরিয়ে দিতে ত পারলাম না। তবু ভাবি, না ভেবে পারি না বলেই তাই ভাবি : ভাবীকালের উত্তরাধিকারী তোরা, আমার কাছেই বা এসে দাঁড়ালি কেন? কি ছিল আমার, কতখানি ছিল, কোথায় ছিলো; কি আছে আমার, কোথায় আছে তার হিসাব কি আমিই কিছু জানি! কার পাওনা কে কোথা থেকে এসে কেমন করে পায়, এ রহস্যের শেষ আজও আমার মেলে নি : কোনদিন মিলবে কি না, তাই বা কে জানে। মেলে বা নাই মেলে, সেই আশাতেই ত আমার বেঁচে থাকার পরম সার্থকতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* পরিশিষ্ট *

কালীদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল ১৯৪২ সালের ১লা জুন। সেই থেকে একটানা পঁচিশ বৎসর ধরে সেই প্রথম পরিচয় কেমন করে অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়েছিল, সে কাহিনী আমার মনের মণিকোঠায় আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংগোপনেই রয়ে যাবে। তাঁর কাছে আমি কি পেয়েছি, তাঁর মধ্যে আমি কি দেখেছি—সে সব কথা কারুর কাছে বলার মত নয় বলেই কোনদিন বলা যাবে না।

তাঁর মুখে শোনা "সত্য সাক্ষাৎকারে"র যেটুকু সামান্য সঞ্চয় এতদিন ধরে আমার ভাণ্ডারে সংরক্ষিত ছিল, তারই কিছু কিছু এই তপোবন কথামৃতে সাধ্যমত লিপিবদ্ধ করে দিলাম।

এ সমস্তই, তাঁর মহাপ্রয়াণের কিছু পূর্বে কালীদা স্বয়ং আগ্রহ-ভরে শুনেছিলেন বলেই তাঁর স্বীকৃতির মধ্যে আমি এই অক্ষম প্রয়াসের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছি।

কালীদার রচিত কয়েকটি কবিতা ও তাঁর উদ্দেশে রচিত আমার একটি কবিতা পরিশিষ্টে সংযোজিত হল।

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* কালীদার লেখা একখানি চিঠি *

——দা।

দিনের আলোয় পুলক লাগে
তুমি যখন হাসো
বাদল ধারার সাথে আবার
সেই তুমি ত ভাসো।
তোমার হাসি তোমার ব্যথা
দুই হলেও একই কথা:
একই গভীরতার নিচে
আছে তাদের মূল;
বাইরে শুধু ভিন্নরূপে
ফোটে দুটি ফুল।

তোমার চাওয়া তোমার পাওয়া
নয় অকারণ তরী বাওয়া—
অন্ত তাহার খুঁজবে কেন,
আদিই কি তার জানো?
তথ্য কিছু নাইক হেন
শেষ বলে যা মানো।

শেষ যেখানে, শুরু সেথায়
আবার আসে শেষে:
স্রোতের ধারায় আপনি হেথায়
আপন স্রোতে মেশে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানী গুণী অনেক আছেন
থাকুন তাঁরা ভালো ঃ
তোমার কাছে যাচে সবাই
একটু প্রেমের আলো।
এইটি পারো, তুমিই পারো,
তুমিই পারো দিতে ঃ
সারা জীবন দিয়েছো ত
কত জনার চিতে।
টানো সবায় বুকের কাছে,
হাসো অভয় হাসি—
বিনা দ্বিধায় বলো, বলো,
'ভালোবাসি, বাসি।'
তুমি বিরাট, তুমি প্রেমিক,
তুমি মহৎ প্রাণ ঃ
মর্ম্মরিত তোমার বুকে
বিরাট আহ্বান।

কাশীধাম, ইতি—
১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৬২ কালীদা
ভোর ৫টা

* কালীদার আশীর্বাণী *

আমায় ঘেরি এই যে এদের এত আনাগোনা
এত দিনের এতক্ষণের এই যে জানাশোনা।
কিবা পেল কি পেল না, কিছুই নাহি জানি
তবু ওদের ভালবাসায় অবাক আমি মানি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ যখন শেষ হয়ে যায়, থাকে শুধু নাম
মহাকালের মহাস্রোতে কিই বা তাহার দাম।
কামনা সব শেষ করেছি, কি বা আমার চাওয়া—
ওপার হতে গায়ে লাগে বিদায় বেলার হাওয়া।
কামনা কি শেষ করেছি—হয়তো কিছু বাকি :
তাইতো ওদের ভালবাসা দেহ-মনে মাখি।
একটি তৃষ্ণা থাকুক আমার, ছাড়তে নাহি চাই—
যুগে যুগে ফিরে ফিরে ওদের যেন পাই।
আমায় ঘেরি আমায় ধরি পেল যারা সুখ
পরম ক্ষণে পরম ধনে ভরবে তাদের বুক॥

২৪।১১।৬০ দাদা
মান-সরোবর

*** কালীদার রচিত কয়েকটি কবিতা ***

১

পশ্চিম দিগন্তে দেখি রক্তবর্ণ মেঘ
অত্যাসন্ন ঝটিকার দুর্বার সে বেগ।
ভীতত্রস্ত বিহঙ্গের ক্ষুব্ধ আর্তধ্বনি,
ঘন ঘন গর্জমান বজ্র ওঠে রনি :
মোর জীবনের চিত্র আঁকে বসুন্ধরা,
ধ্বংসের আবেশে মাতে আজি ভয়ঙ্করা।
—হঠাৎ স্মরণে আসে নব সূর্যোদয়,
বিচ্ছুরিত রশ্মি মাঝে পরম অভয়।
আনন্দ অমৃত ঝরে অজস্র ধারায়
সহস্র মানিক জ্বলে নয়ন তারায়।
মোর জীবনের চিত্রে নাহি এর ঠাঁই ?
বলিতে পার কি কেহ ? কাহারে সুধাই ?

২৮।১২।৫০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২

সূর্য্যকর দল চুমে, গন্ধ হরে বায়ু,
লালসার লোভদৃষ্টি হরে পরমায়ু।
আনন্দিত কুসুমের সহস্র বন্ধন :
বক্ষ ভরা মধু তবু করে যে ক্রন্দন।
অলির গুঞ্জন আনে আনন্দের বান,
উৎসারিত করে মধু—অপরূপ দান।
—এ আমার চতুর্দিকে সহস্র বন্ধন
পরিপূর্ণ আকর্ষণে করে আলিঙ্গন ;
রমণীর রূপচ্ছটা, অর্থ যাদুকরী,
যশের পিপাসা নিত্য রচে মায়াপুরী :
তবু নিঃস্ব হই নাই, গুপ্ত হিয়া তলে
অপরূপ ফল্গু ধারা অবিরাম চলে।
মধু ভরা কুসুমের মত আছি আমি—
ভ্রমরের মত তারে নেবে না কি, স্বামি॥

৩

* মূর্খ *

লেখাপড়া জানে নাকো, বোকা অতিশয়
লজ্জার বালাই নাই, নাহি তার ভয়।
যেখানে সেখানে তার আছে উচ্চ হাসি
অকাজের কাজে মত্ত থাকে দিবানিশি।
তবু তারে ভালোবাসি এ বড়ো বিস্ময়
সহজ মূর্খতা তার করে মোরে জয়।
লোকের বিপদে তার নেত্রে জল নামে
দুরন্ত চলার গতি কভু নাহি থামে।
আলোচনা যাহা করে অতি যুক্তিহীন
তবু তারে স্মরি' আজ বাজে মোর বীণ্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ আছে অনর্থও কম নহে তার
বাণিজ্যের লাভ আছে তবু বাড়ে ধার।
চোরেরেও করে দান এমনি মহান্।
হৃদয় সম্পদে ও যে মহা বিত্তবান্।
হিসাবেতে গরমিল বাহিরে ও ঘরে
অন্য কোন মিল ওর আছে চিত্ত ভ'রে।
ও থাকিলে সবাকার মুখে ফোটে হাসি
পলকেতে অন্ধকার যায় যে গো নাশি'।
ন্যায়শাস্ত্র জানে নাকো অন্যায়ের রাজা
নির্দোষী যে সেও পায় মাঝে মাঝে সাজা।
প্রতিশ্রুতি যাহা দেয় সব নাহি রাখে
অসহায় বোধ করে ঘটনার পাকে।
ও বিরাট্ মহীরুহ, ওর ছায়া তলে
পথিকের আনাগোনা দিবা রাত্র চলে।
ও বিপুল জলধর, ওর বরিষণে
অনুর্বর ভূমি হাসে প্রসন্ন আননে॥
তাই ওর লাগি' মোর বুকে জাগে ঢেউ
এ কথা সহজে কভু বুঝিবে না কেউ।
মোর গানে ওর সুর থেকে থেকে বাজে
ওর মুখ উঁকি দেয় মোর সব কাজে।
মনে মনে আজ ওরে চিঠি মোর দিনু
বড় ভালবাসি তারে সে যে মোর বিনু॥

২

মাধুর্যের রসে গাঢ় তব লিপিখানি
স্মৃতির বীণায় আনে বিস্মৃত রাগিণী—
জাগ্রত যৌবন স্বপ্ন ক্ষণেকের তরে
লঘুপাক প্রসারিয়া এল চিত্ত 'পরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি উদ্দাম প্রাণশক্তি কি গভীর আশা
কি দুর্দম গতিবেগ কি সে ভালোবাসা
রূপোজ্জ্বল ধরণীর কি সে দীপ্ত ছবি
উজ্জ্বল প্রাণের স্রোতে জেগেছিল কবি
সর্বরূপ অন্তরালে অরূপের সুর
হৃদয় কন্দর আজ করে ভরপুর
অন্তরালে একই সুর তাহারি প্রকাশ
বাঁশরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বৈচিত্র্য আভাস
খণ্ডের আড়ালে বাজে অখণ্ডের ছবি
উল্লসিত চিত্ত মোর আমি আজও কবি
দূরে থাক্ তত্ত্বজাল শাস্ত্র কুজ্ঝোটিকা
প্রদীপ্ত প্রেমের তুমি লহ জয়টিকা।
সহজ আনন্দ ঘন রসের উৎসার
নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ তুমি শাস্ত্র পারাবার।
ভক্তজনে ভক্তিভরে করে স্তুতি স্তব
তুমি থাকো' বক্ষ জুড়ি অক্ষয় বৈভব ॥

আগস্ট, ১৯৫৯।

৫

রূপে রসে পর্ণে হর্ষে আমারই বিকাশ,
তাহাদেরই সর্বনাশে আমার প্রকাশ।
কিছু ভ্রান্তি কিছু মোহ না যদি বা থাকে,
সোহাগে নিবিড় করি জড়াইব কাকে?
আমার পরিধি যে গো দিগন্ত বিস্তৃত
আমার অন্তরে যে গো ভুবন আশ্রিত।
হাসি নিয়া যে আসে গো বুকে দেই ঠাঁই
পলকের পুলকিত সে আমি যে নাই
আমারে রাখিবে লিখে ক্ষমতা এমনই
এই যে বিরাট বিশ্ব, আমিই লেখনী ॥

Gidni (5th March '58)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* কালীদার উদ্দেশে *

সেদিনো তোমারে কেহ চেনে নাই,
আজিও কি চেনে কেহ ?
প্রাণের নাগাল কেহ পায় নাই
ছুঁয়েছে কেবল দেহ।
যারা এলো তব চরণের তলে,
প্রাণ ঢেলে দিল নয়নের জলে,
হৃদয় উজাড় করি দিল যত
প্রেম প্রীতি আর স্নেহ—
কি যে পেলো আর কি তারা পেলো না
তুমিও কি নাহি জানো ?
সকলি জানিয়া, সকলি বুঝিয়া
কেন যে অবাক মানো !
ও পারের স্রোতে পাল তুলে দিয়া
কি দেখিছ তবে ফিরিয়া ফিরিয়া—
ছেড়ে যেতে যেতে চকিত দিঠিতে
কেন তাহাদেরি টানো ?
কোথায়, কি তব পথের নিশানা,
কি হবে সে কথা ভেবে ?
যেখানেই থাকো সেখান হইতে
আবার টানিয়া নেবে।
নাই বা বুঝিনু কোথা বন্ধন—
আমরা তোমার আপনার জন ;
মনে জানি মোরা, শূন্য এ ঘর
আবার ভরিয়া দেবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেখানে রয়েছো, আছে সাথে তব
আমাদের ভালোবাসা ঃ
আমাদের লাগি তৃষ্ণা তোমারো—
সেই ত পরম আশা ।
এখানে যেমন পেয়েছি তোমারে
তেমনি করিয়া পাইব ওপারে ;
তোমার হইয়া, তোমারে লইয়া
বাঁধিব নূতন বাসা ।
মরণের ঘরে, মরণের পরে
মরে না ত ভালবাসা ॥

বিভূপদ কীর্তি ।

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্তদেব-আশীর্বাদ-

বিশ্বনাথ-কীর্তি,-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কালীদার জীবনী লেখা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী তপস্বী বলতে যা বোঝায় কালীদা তা নন। মরদেহে যতদিন ছিলেন, সবাইকার সঙ্গে সবাইকার মতো হয়েই তিনি বিরাজ করেছেন : সবাইকে ভালবেসে, সবাইকে ভালবাসিয়ে, সবাইকার মধ্যে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন।

বন্ধুর কথা ও তপোবন-কথিকার যে-টুকু এখানে সঙ্কলিত হয়েছে সে সমস্তই কালীদার কাছ থেকে শোনা। চরমতম কল্যাণের বীজ এই বাণীগুলির মধ্যে নিহিত আছে। এই বিশ্বাসেই এগুলি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হল। এই সঙ্গে কালীদার রচিত কয়েকটি কবিতাও সংযোজিত হল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi